



# বার্ষিক প্রতিবেদন ২০১৪ - ২০১৫



সেন্টার ফর ডেভেলপমেন্ট ইনোভেশন এন্ড প্র্যাকটিসেস (সিদীপ)





# বার্ষিক প্রতিবেদন

২০১৪ - ২০১৫



সেন্টার ফর ডেভেলপমেন্ট ইনোভেশন এন্ড প্র্যাকটিসেস (সিদীপ)



বার্ষিক প্রতিবেদন ২০১৪-২০১৫

সেন্টার ফর ডেভেলপমেন্ট ইনোভেশন এন্ড প্র্যাকটিসেস (সিদীপ)

প্রকাশ: সেপ্টেম্বর ২০১৫

# সূচি

প্রারম্ভ

## সূচনা

- রূপকল্প ও লক্ষ্য ৮
- পরিচালনা ও ব্যবস্থাপনা ৮
- প্রতিবেদনের সারসংক্ষেপ ১০

## শিক্ষা কার্যক্রম

- শিক্ষা সহায়তা কর্মসূচি ১৪
- পরিকল্পনা-পরিচ্ছন্নতা ও সাংস্কৃতিক সঞ্চাহ ১৫
- সিটি ক্ষুদ্র উদ্যোগো পুরুষার : শ্রেষ্ঠ সৃজনশীল ক্ষুদ্রখণ সংস্থা ১৬
- একজন সেবাব্রতী শিক্ষিকার কথা ১৬
- সিদীপ মডার্ন স্কুল ১৭

## ঋণ কার্যক্রম

- জাগরণ, অগ্রসর, উবিকা, সুফলন ও বুনিয়াদ ঋণ ২০
- সুপারভিশন ও মনিটরিং ২৪

## মানব-সম্পদ ব্যবস্থাপনা ও উন্নয়ন ২৬

## গবেষণা ও প্রকাশনা

- গবেষণা ৩২
- প্রকাশনা ৩৩
- শিক্ষা বিষয়ক সেমিনার ৩৫
- সদস্যদের সাফল্যগাথা ৩৬

## অন্যান্য কার্যক্রম

- সংস্থার অটোমেশন কার্যক্রম ৮২
- রেমিট্যাপ কর্মসূচি ৮২
- ক্ষুদ্রখণ বীমা ও স্বাস্থ্যবীমা প্রকল্প ৮৮
- সমৃদ্ধি কর্মসূচি ৮৬
- কৃষি ও প্রাণিসম্পদ সম্পর্কিত কর্মসূচি ৮৭
- উন্নয়ন মেলায় শাখার কার্যক্রম ও অঞ্চলিতি ৮৮
- সৌরশক্তি প্রকল্প শুরুর কথা ৮৯
- উন্নয়ন মেলায় অংশগ্রহণ ৫০
- কর্মী সমাবেশ ও বার্ষিক মিলনমেলা ৫১

## নিরীক্ষা ও আর্থিক বিবরণ

- সংস্থার আর্থিক অবস্থান ৫৩
- সংস্থার তহবিলের উৎস ও মিশ্রণ ৫৬
- অভ্যন্তরীণ নিরীক্ষা ৫৯
- অডিট রিপোর্ট ও আর্থিক প্রতিবেদন ৬০

## পরিশিষ্ট

- এক নজরে সিদীপ (বিগত ৫ বছর: ২০১১-১৫) ৬৯
- ২১ বছরের অঞ্চলিতির তথ্যাচিত্র (১৯৯৫-২০১৫) ৭০
- মানচিত্রে সিদীপের কর্ম-এলাকা এবং শাখাসমূহের অবস্থান ৭২
- শাখাসমূহের তালিকা: নাম ও ঠিকানা ৭৩





# ২০ বছর হলো। সিদীপের চলা থামেনি, আরো দৃঢ়প্রতিজ্ঞ হয়ে সে সামনে চলেছে

## প্রাককথন

বাংলাদেশের জনগোষ্ঠীর বড় অংশই গ্রামে বাস করেন যারা এদেশের অর্থনীতির মূল অবলম্বন। অর্থচ তারাই সবচেয়ে বঞ্চিত। এখনও অনেক মানুষ দরিদ্র ও নিরক্ষর জীবনযাপন করতে বাধ্য হচ্ছেন। সুবিধাবধিতেও পিছিয়ে পড়া পরিবারের শিশুরাও নিশ্চিত ভবিষ্যতের স্ফুল দেখে বড় হতে পারে না। ধার্মীণ জীবন থেকে দারিদ্র্য ও নিরক্ষরতা দূর করার অঙ্গীকার নিয়েই সিদীপ যাত্রা শুরু করেছিল। ২০ বছর হলো। সিদীপের চলা থামেনি, আরো দৃঢ়প্রতিজ্ঞ হয়ে সে সামনে চলেছে।

বিশ বছর চলার পথে সবকিছু সবসময় যে ঠিকঠাকমতো করা যাবে, এমন তো নয়। তবে পিছনের দিকে তাকিয়ে আনন্দ অনুভবের মতো অনেক কিছুই চোখে পড়ছে। ভাল-মন্দ সব অভিজ্ঞতাই সম্ভল করে আজ আরও এগিয়ে যাবার প্রেরণা পাচ্ছি।

দরিদ্র ধার্মীণ মানুষের উন্নয়নের জন্য সংগ্রাম ও আকাঞ্চন্দের সঙ্গে যুক্ত হয়েছে সিদীপের কর্মাবহিনীর নিরলস চেষ্টা। সংস্কার যা অর্জন তা এই সংগ্রাম ও চেষ্টার ফসল। সংস্কার কর্মকর্তাদের আত্মিকতা ও নিষ্ঠা এই অগ্রগতিকে নির্বিস্থ ও বেগবান করেছে। সিদীপের সদস্য, কর্মী ও কর্মকর্তাদের কর্মপ্রচেষ্টার সম্মিলিত ফল সংস্কার বর্তমান অবস্থা। তবে বিশ বছরের মাইলফলক আমাদের যাত্রাবিরতির নয়, আরও এগিয়ে যাবার প্রগোদ্ধনা।

দেশ ও সমাজের বিভিন্ন ক্ষেত্রে প্রতিষ্ঠিত যে সম্মানীয় বঙ্গবর্গ সংস্কার সাধারণ পরিষদে ও পরিচালনা পরিষদে থেকে এর সার্বিক বিকাশে নীতিনির্ধারণী ভূমিকা রেখেছেন তাঁদের উদার সহযোগিতা ভিত্তি এতদূর আসা সম্ভব হতো না।

এছাড়াও আছেন সংস্কার বাইরে অসংখ্য শুভানুধ্যায়ী। সবার ভালবাসা আমাদের প্রধান অবলম্বন।

মোহাম্মদ আবদুল্ল্যাহ  
চেয়ারম্যান

# মুখ্যবন্ধ

এ বছর আমরা ২০ বছর পূর্তির একটি মাইলফলক পেরিয়ে যাচ্ছি। এটি আমাদের সবার জন্য আনন্দের। দরিদ্র মানুষের আর্থ-সামাজিক মুক্তি ও শিক্ষাসহ সার্বিক উন্নতির লক্ষ্য নিয়ে আমরা যে কাজ করছি তাতে সুখ-দুঃখ ও সাফল্য-ব্যর্থতার মিশেল আছে। দারিদ্র্যের বিরুদ্ধে সব সংগ্রামেই যেমন থাকে। তবু প্রতীক্ষিত মাইলফলকটি আমাদেরকে আরো দূরে তাকানোর প্রেরণা দেয়। অন্ধকার আছে জানি, তবে আলোই বেশি দেখি – এ আমাদের স্বভাব। শিক্ষা সহায়তা কর্মসূচির জন্য এ বছর বাংলাদেশে ‘শ্রেষ্ঠ স্জ়েনশীল ক্ষুদ্রখণ্ড প্রদানকারী সংস্থা’ হিসেবে যে CITI Foundation পুরস্কার পেলাম তা আমাদের আনন্দকে আরেকটু বাড়িয়ে দিল।

গ্রামের সুবিধাবপ্রিত পরিবারের শিশুদের ক্ষুলের পড়া তৈরিতে আমরা সহায়তা করি যাতে সে ক্ষুল থেকে ঝারে না পড়ে। গ্রামেরই কোনো এসএসিসি পাশ বা কলেজ-পড়ুয়া মেয়ে কিংবা কোনো শিক্ষিত গ্রহবৃত্ত দরিদ্র পরিবারের প্রাক-প্রাথমিক, প্রথম ও দ্বিতীয় শ্রেণির শিশুদের বিকালে দু ঘণ্টা পড়ায়। সমাজসেবার মনোভাব নিয়ে গ্রামের মেয়েরা এ পড়ানোর কাজটা করেন। গ্রামে শিক্ষিত মেয়েদের মধ্যে দরিদ্র শিশুদের পড়ালেখায় সহায়তা করার এ মনোভাবটা জাগিয়ে তোলাতেই আমরা ভূমিকা রাখি মাত্র। কাজটা তারাই করে। আসল স্জ়েনশীলতা তাদেরই।

ক'বছর হলো আমরা আমাদের শিক্ষাকেন্দ্রের শিশুদের নিয়ে নতুনের মাসের শেষ সপ্তাহে একদিন একটি ছেউ সঙ্কৃতিক অনুষ্ঠান করি। আমাদের কর্ম-এলাকাগুলোয় একেক জায়গায় একেক দিন এভাবে সাংস্কৃতিক অনুষ্ঠানটি সপ্তাহ জুড়ে থাকে। ঐ সময় আমাদের কর্ম-এলাকায় গ্রামের সর্বস্তরের মানুষদের নিয়ে একটা উৎসবের আমেজ তৈরি হয়। এ আমাদের এক নতুন অভিভূত। ভবিষ্যতে এ উদ্যোগ আরো বিস্তৃত করার ও এ নিয়ে আরো বলার ইচ্ছে রাখি।

তিনি বছর হলো আমাদের উদ্যোগে কয়েকটি জেলায় ‘সিদীপ মডার্ন ক্ষুল’ নামে যে আনুষ্ঠানিক ক্ষুলের কার্যক্রম চলছে, তা নিয়ে আমরা আশাবাদী। মূলধারার মানসম্মত শিক্ষাকে ঢাকার বাইরে সুলভ করার উদ্দেশ্যে প্রতিষ্ঠিত আমাদের এ ক্ষুল কার্যক্রম প্রতিনিয়ত সুনাম অর্জন করছে। এ ক্ষুল ভবিষ্যতে আরো সুনাম অর্জন করবে বলে বিশ্বাস করি। আমরা এ কার্যক্রম প্রতি বছর বাড়িয়ে মানসম্মত শিক্ষার প্রাতিষ্ঠানিক সুযোগ প্রত্যন্ত অঞ্চল পর্যন্ত পৌছে দিতে চাই।

সংস্থার খণ্ড কার্যক্রম পুরোপুরি অটোমেশনের আওতায় নিয়ে আসার লক্ষ্যে আমরা উল্লেখযোগ্য অগ্রগতি লাভ করেছি।

২০১৪-১৫ অর্থবছরের প্রথমার্ধে প্রায় ৩ মাসব্যাপী হরতাল-অবরোধসহ নানা ধরনের প্রতিক্রূল পরিবেশের মধ্যে আমাদের বিগত বছরের সদস্য সংখ্যা ১,২৭,৮৩৮

অন্ধকার  
আছে  
জানি, তবে  
আলোই  
বেশি দেখি

থেকে বেড়ে ১,৫১,৮৯১-এ পৌছেছে এবং এ বছরে আমরা ৫২৬.৬৫ কোটি টাকার খণ্ড বিতরণ করেছি।

এ ছাড়াও এ বছর সংস্থার নিজস্ব পুঁজি ৮২.০৯ কোটি টাকা থেকে বেড়ে ১০৪.২৭ কোটি টাকায় উন্নীত হয়েছে। সংস্থার মোট সম্পদের পরিমাণ দাঁড়িয়েছে ৩২৯.৩৪ কোটি টাকায়।

গত বছর থেকে আমরা ‘শিক্ষালোক’ নামে যে বুলেটিন প্রকাশ শুরু করেছিলাম তা ইতোমধ্যে সুধীমহলে একটা সুনাম অর্জন করেছে। প্রচলিত বুলেটিন থেকে ‘শিক্ষালোক’-এর মৌলিক পার্থক্য এই যে এতে কিছু বিষয় থাকে যা পড়তে শিক্ষিত মহলের কিছু মানুষ উদ্ধৃত থাকেন বলে আমরা জানি। ‘শিক্ষালোক’ তার বিষয়ের গুরুত্ব, উপস্থাপনার সরলতা ও দৃষ্টিশোভন রূপ নিয়ে পাঠকমনে একটি ছায়ী আসন জয় করে নিবে বলে আমরা আশাবাদী। ভবিষ্যতে আমরা একে আরো সুন্দর ও সহজলভ্য করে তুলতে চাই।

এবারের বার্ষিক প্রতিবেদনটি সুন্দরভাবে প্রকাশে যাবা আন্তরিক পরিশ্রম করেছেন তাদেরকে অসংখ্য ধন্যবাদ।

M. Md. Md.

মোহাম্মদ ইয়াহিয়া  
নিবাহী পরিচালক



আমার ক্ষেত্রে  
পড়াশোনা  
করা শিশুরা  
ক্ষেত্রে ভালো  
করছে

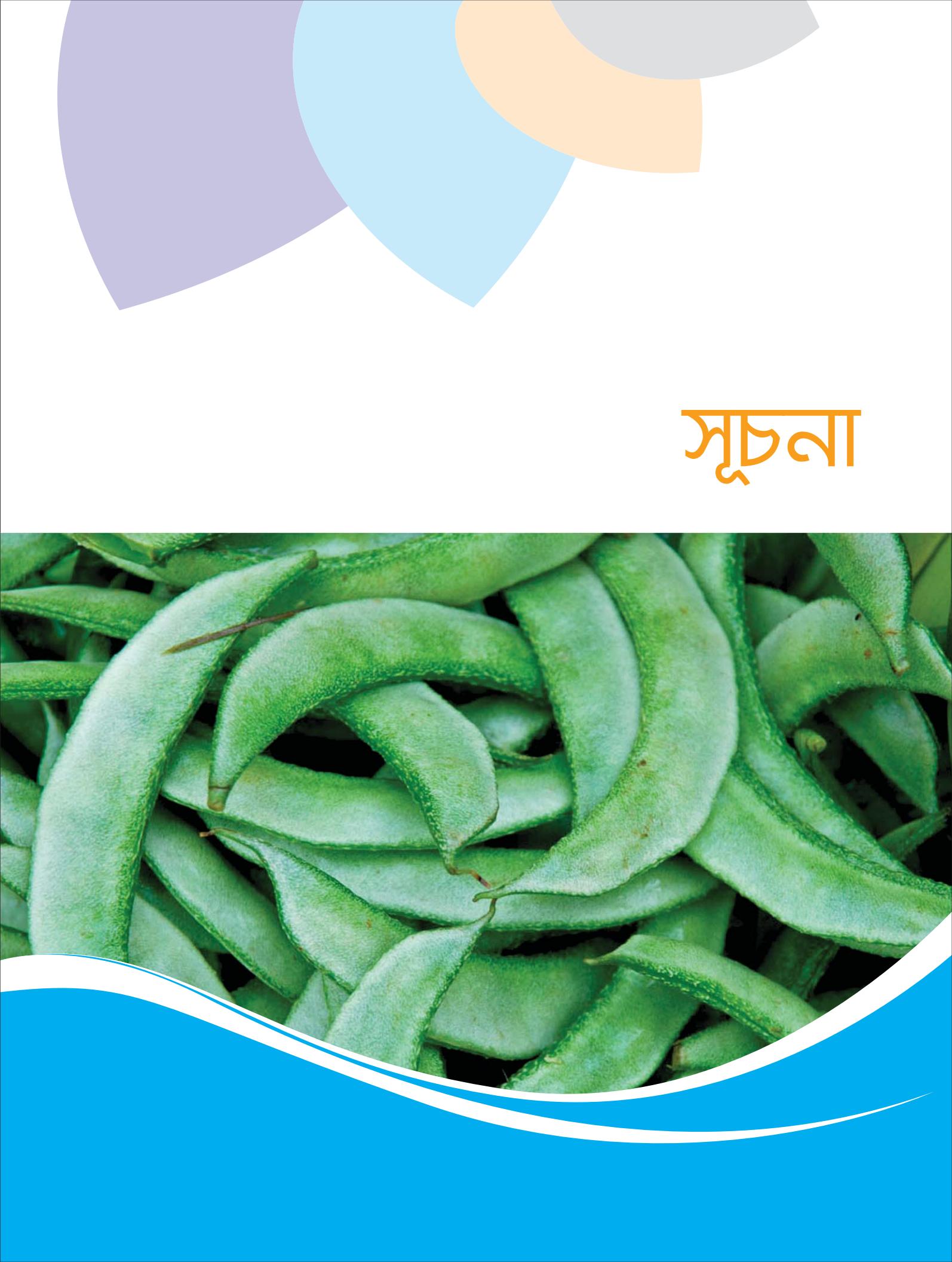
,

তাহমিনা আক্তার  
শিক্ষিকা, সিদ্ধীপ শিক্ষাকেন্দ্র  
গাবতলী, পানাম, সোনারগাঁও

৬ সংসার  
খরচ চালিয়েও  
মাসে ১৫  
হাজার টাকা  
লাভ থাকে

মোখলেস বেপারি  
কুটির শিল্প কারিগর (সিদ্ধীপ খণ্ডহাঁইতা)  
রামজান বেগ, মুসিগঞ্জ





সুচনা



## রূপকল্প

দারিদ্র্য এবং  
নিরক্ষরতামুক্ত  
বাংলাদেশ গড়া।

## লক্ষ্য

বাংলাদেশের দরিদ্র জনগোষ্ঠীকে অর্থনৈতিক সহযোগিতা  
এবং নিরক্ষর ও দরিদ্র পরিবারের শিশুদের শিক্ষা সহায়তা  
প্রদানের মাধ্যমে তাদের আর্থ-সামাজিক উন্নয়ন করা।

## পরিচালনা ও ব্যবস্থাপনা

### সাধারণ পরিষদ

সংস্থার সকল কর্মকাণ্ডে সুশাসন ও জবাবদিহিতা নিশ্চিত করার জন্য সিদ্ধীপ-এর সর্বোচ্চ নীতি-নির্ধারণী পর্যায় থেকেই সংস্থার পরিচালনা ও ব্যবস্থাপনার স্তরে স্তরে দায়বদ্ধতা ও জবাবদিহিতা প্রতিপালন করা হয়। তাই সমাজের বিভিন্ন স্তরের/পেশার স্বনামধন্য ও জ্ঞানীগুণী ব্যক্তি এবং স্ব-স্ব ক্ষেত্রে, যেমন- অর্থনৈতি, শিক্ষকতা, চিকিৎসা, গবেষণা, ব্যবসা ইত্যাদি ক্ষেত্রে সফল, নিবেদিত ও নিঃস্বার্থভাবে দারিদ্র্য বিমোচন ও সামাজিক উন্নয়নে অঙ্গীকারবদ্ধ ব্যক্তি সমন্বয়ে সংস্থার দায়বদ্ধতার সর্বোচ্চ স্তর সাধারণ পরিষদ গঠিত হয়েছে।

সিদ্ধীপ-এর সর্বোচ্চ নীতি নির্ধারণী পর্যায় সাধারণ পরিষদে বর্তমানে ২২ জন সদস্য আছেন। তাঁদের নাম নিম্নে দেয়া হলো।

জনাব মোহাম্মদ আবদুল্ল্যাহ

জনাব শাহজাহান ভুঁইয়া

অধ্যাপক আহমেদ কামাল

অধ্যাপক সৈয়দ রাশিদুল হাসান

ডঃ আব্রাস ভুঁইয়া

জনাব মাসুদা বানু ফারুক রত্না

ডঃ এটিএম ফরিদ

অধ্যাপক সৈয়দ ফখরুল হাসান মুরাদ

জনাব মাহমুদুল কবীর

জনাব এস. আবদুল আহাদ

জনাব জি.এম. সালেহউদ্দিন আহমেদ

জনাব এ.এফ.এম. শামসুন্দীন

জনাব শফিকুল ইসলাম

প্রফেসর ডাঃ মোঃআবুল কাশেম চৌধুরী

জনাব নার্পিস ইসলাম

সৈয়দ সাইদউদ্দিন আহমেদ

জনাব ইরফানউদ্দিন আহমেদ

জনাব সালেহা বেগম

জনাব শামা আলম

জনাব সালেহউদ্দিন আহমেদ

জনাব এম খায়রুল কবীর

অধ্যাপক মাজেদা শফিউল্ল্যা

## পরিচালনা পরিষদ

সংস্থার ৯ সদস্য বিশিষ্ট একটি পরিচালনা পরিষদ রয়েছে।  
বর্তমান পরিচালনা পরিষদে নিম্নোক্ত সদস্যবৃন্দ রয়েছেন।

### চেয়ারম্যান

জনাব মোহাম্মদ আবদুল্লাহ



মোহাম্মদ আবদুল্লাহ  
সভাপতি



শাহজাহান ভুঁইয়া  
সহ-সভাপতি



জি.এম সালেহউদ্দিন আহমেদ  
সদস্য

### ভাইস চেয়ারম্যান

জনাব শাহজাহান ভুঁইয়া



শফিকুল ইসলাম  
সদস্য



নার্গিস ইসলাম  
সদস্য



ইরফানউদ্দিন আহমেদ  
সদস্য

### সদস্য

জনাব জি.এম সালেহউদ্দিন আহমেদ

জনাব শফিকুল ইসলাম

জনাব নার্গিস ইসলাম

জনাব ইরফানউদ্দিন আহমেদ

জনাব এস. আবদুল আহাদ

জনাব শামা আলম



এস. আবদুল আহাদ  
সদস্য



শামা আলম  
সদস্য



মোহাম্মদ ইয়াহিয়া  
সচিব

### সচিব/নির্বাহী পরিচালক

জনাব মোহাম্মদ ইয়াহিয়া



এস. আবদুল আহাদ  
সদস্য



শামা আলম  
সদস্য



মোহাম্মদ ইয়াহিয়া  
সচিব

### পরিচালনা পরিষদ সভা

২০১৪-১৫ অর্থবছরে সেন্টার ফর ডেভেলপমেন্ট ইনোভেশন এন্ড প্র্যাকটিসেস-এর  
গভর্নিং বডিতে মোট ৫টি সভা সংস্থার প্রধান কার্যালয়ে অনুষ্ঠিত হয়েছে।

## ব্যবস্থাপনা কর্তৃপক্ষ

সংস্থার সার্বিক ব্যবস্থাপনার জন্য নির্বাহী পরিচালক প্রতিষ্ঠানের প্রধান কার্যালয়ে নিয়োজিত নিম্নোক্ত কর্মকর্তার সাথে মিলে যাবতীয় কার্যক্রম  
পরিচালনা করেন। নিয়ম মাফিক মাসিক ও সাপ্তাহিক মিটিং ছাড়াও প্রয়োজনে তাৎক্ষণিকভাবে ব্যবস্থাপনা কর্তৃপক্ষের মিটিং অনুষ্ঠিত হয়ে  
থাকে। ব্যবস্থাপনা কর্তৃপক্ষের সদস্যবৃন্দের নাম ও পদবী নিম্নে দেওয়া হলো।

### কর্মকর্তার নাম

মোহাম্মদ ইয়াহিয়া

ফজলুল হক খান

মোঃ আব্দুল কাদির সরকার

সেখ সেলিম

এ.কে.এম. শামসুর রহমান

মো. আবুল হোসেন

মো. তারিকুল ইসলাম

শাত্রুকুমার দাস

### পদবী

নির্বাহী পরিচালক

পরিচালক (প্রোগ্রাম)

ডিজিএম

ডিজিএম

এজিএম (ফিল্যান্স)

ম্যানেজার

(স্পেশাল প্রোগ্রাম)

ম্যানেজার (ক্রেডিট প্রোগ্রাম)



# সারসংক্ষেপ : ২০১৪-১৫

২০১৪-১৫ অর্থবছরটিতে সিদীপ দুই দশক পূর্ণ করলো এবং দুই দশকে সিদীপ অনেকগুলো মাইলফলক তৈরি করেছে। উল্লেখ্য, ২০১৪-১৫ সালে সিদীপ-এর ক্রমপুঞ্জীভূত খণ্ড বিতরণ ২ হাজার কোটি টাকা ছাড়িয়ে গিয়ে আরও একটি মাইলফলক তৈরি হলো। এছাড়াও এ বছরে ক্রমপুঞ্জীভূত খণ্ড আদায়ের হার বেড়ে ৯৯.৯৫%-এ উন্নীত হয়েছে। খণ্ড বিতরণ, খণ্ডস্থিতি, সঞ্চয় স্থিতি, উন্নত আয় ইত্যাদি প্রতিটি ক্ষেত্রে অগ্রগতি অব্যাহত আছে। ২০১৪-১৫ অর্থবছরের একটি সার-সংক্ষেপ নিম্নে তুলে ধরা হলো।

## খণ্ড কর্মকাণ্ডের বিস্তৃতি

২০১৪-১৫ অর্থবছর শেষে সিদীপ-এর কর্মকাণ্ড ১৬টি জেলার ৮৭টি উপজেলায় মোট ৩,১৩৬টি গ্রামে বিস্তৃত লাভ করেছে। ১১০টি শাখার মাধ্যমে বিগত বছরের ১,২৭,৮৩৪ জন সদস্য বৃদ্ধি পেয়ে বর্তমান বছরে ১,৫১,৮৯১ জন সদস্যে উন্নীত হয়েছে।

## খণ্ড বিতরণ ও খণ্ডস্থিতি

বর্তমান অর্থবছরে খণ্ড বিতরণ করা হয়েছে ৫২৬.৬৫ কোটি টাকা যা বিগত বছরে ছিল ৪২১.৪৪ কোটি টাকা। অর্ধাং এ বছরে খণ্ড বিতরণ বৃদ্ধি পেয়েছে ২৪.৯৬%। গত অর্থবছরে মোট খণ্ডের স্থিতি ছিল ২১৫.১৯ কোটি টাকা এবং বর্তমান অর্থবছরে তা বেড়ে দাঁড়িয়েছে ২৭৫.৯১ কোটি টাকা। অর্ধাং গত বছরের তুলনায় খণ্ডস্থিতি বৃদ্ধি পেয়েছে ২৮.২২%।

## সঞ্চয় স্থিতি

বিগত ২০১৩-১৪ অর্থবছরে সাধারণ সঞ্চয়ের পরিমাণ ছিল ৮৪.১৫ কোটি টাকা এবং বর্তমান ২০১৪-১৫ অর্থবছরে এই সঞ্চয় আরও ১৯.৭৪ কোটি টাকা বৃদ্ধি পেয়ে সাধারণ সঞ্চয় হয়েছে ১০৩.৮৯ কোটি টাকা। এছাড়া বিশেষ সঞ্চয় (বিসহি) ও স্বেচ্ছা সঞ্চয় খাতে বছর শেষে জুন ২০১৫-এ সঞ্চয়ের স্থিতি দাঁড়িয়েছে ৩০.৮৭ কোটি টাকা। এবছরে সংস্থার সর্বমোট সঞ্চয়ের পরিমাণ দাঁড়িয়েছে ১৩৪.৭৬ কোটি টাকা - যা মোট খণ্ডস্থিতির ৪৮.৮৪%।

## শাখা সম্প্রসারণ

এ বছরে দুইটি ধাপে (সেপ্টেম্বর ২০১৪ এবং এপ্রিল ২০১৫) ২০টি নতুন শাখা খোলার মাধ্যমে উত্তরবঙ্গে সিদীপের অগ্রযাত্রা শুরু হয়েছে।

## উৎপাদনশীলতা

২০১৪-১৫ অর্থবছর শেষে শাখা-প্রতি খণ্ডস্থিতি দাঁড়িয়েছে ২.৫১ কোটি টাকা যা গত বছরের তুলনায় ৫.৮২% বৃদ্ধি পেয়েছে। একইভাবে শাখা-প্রতি সঞ্চয়ের স্থিতি দাঁড়িয়েছে ১.৩৪ কোটি টাকা যা গত বছরের তুলনায় ১৩.৫৫% বৃদ্ধি পেয়েছে। অন্যদিকে এ বছরে প্রতি মাঠ কর্মীর খণ্ডস্থিতি দাঁড়িয়েছে ৪৬.৮৫ লক্ষ টাকা এবং প্রতি মাঠ কর্মীর সঞ্চয় স্থিতি দাঁড়িয়েছে ২০.৭৬ লক্ষ টাকা।

## খেলাপি খণ্ড

জুন ২০১৫-এ মোট খেলাপি খণ্ডের পরিমাণ হয়েছে ১.১০ কোটি টাকা - যা মোট খণ্ডস্থিতির ০.৪০% মাত্র। যদিও গত বছর খেলাপির পরিমাণ ছিল ১.১৩ কোটি টাকা, কিন্তু খেলাপির হার ছিল ০.৫৩%, অর্ধাং এ বছরে খেলাপি হার প্রায় ২.৭৩% হ্রাস পেয়েছে। উল্লেখ্য, এ বছরে ২৪,৫২,৪৬৯ টাকা খণ্ড অবলোপন করা হয়েছে।

## কু-খণ্ড সংগঠিতি

জুন ২০১৫ পর্যন্ত সংস্থার কু-খণ্ড সংগঠিতি খাতে ৩.৬৩ কোটি টাকা হিসাবভুক্ত করে রাখা হয়েছে, যদিও এর বিপরীতে বর্তমান খেলাপির পরিমাণ হচ্ছে ১.১০ কোটি টাকা - যা কু-খণ্ড সংগঠিতির মাত্র ৩০.৩০%।

## সংস্থার আর্থিক স্বয়ম্ভূততা এবং শাখার স্বয়ম্ভূততা

এ বছরে সংস্থার আর্থিক স্বয়ম্ভূততা অর্জিত হয়েছে ৭৬.৪৩%। অন্যদিকে শাখার স্বয়ম্ভূততা দাঁড়িয়েছে ১৫০.৫৪%।

## রেমিট্যাঙ্ক কার্যক্রম

এ অর্থবছরে রেমিট্যাঙ্ক প্রদান কার্যক্রমের গতি আরও বেড়েছে। ফলশ্রুতিতে এ বছরে সর্বমোট ১৪,৬৬৭ জন রেমিট্যাঙ্ক গ্রাহকের কাছে ৩৪.৩০ কোটি টাকা রেমিট্যাঙ্কের অর্থ পৌছে দেওয়া সম্ভব হয়েছে।

## তথ্য-প্রযুক্তির ব্যবহার ও বিস্তৃতি

এ বছরই সিদীপ-এর ক্ষুদ্রখণ কর্মসূচির জন্য উপযোগী একটি বিশেষ সফ্টওয়্যার পুরোপুরি বাস্তবায়ন হয়েছে এবং ইতোমধ্যে সকল শাখায় এর ব্যবহার হচ্ছে।

## মানব সম্পদ ও প্রশিক্ষণ

নতুন নিয়োগ উল্লেখযোগ্য হারে বৃদ্ধি পেয়ে এ বছর শেষে মোট মানব সম্পদ ৩,২৪৪ জনে উন্নীত হয়েছে। এছাড়া এ বছরে বিভিন্ন পর্যায়ে ১৬৪ জনকে পদোন্নতি দেওয়া হয়েছে।

## শিক্ষা বিষয়ক কর্মসূচি

এ বছর ১,৯২০টি শিক্ষাকেন্দ্রের মাধ্যমে ৫০,০০০ শিশুকে পাঠদান করা হচ্ছে। অন্যদিকে এ বছরে আরও ৬টি মডার্ন স্কুল চালু করে সিদীপ মডার্ন স্কুলের সংখ্যা ৯-এ উন্নীত করা হয়েছে।

## নিরীক্ষা কার্যক্রম

সিদীপ-এর বার্ষিক সাধারণ সভায় নিয়োগকৃত বহিনিরীক্ষক বছরান্তে সংস্থা অডিট করেছে। এছাড়া পিকেএসএফ তার অভ্যন্তরীণ ও তাদের নিয়োগকৃত বহিনিরীক্ষকের মাধ্যমে ‘সিদীপ’-এর অডিট করেছে। অভ্যন্তরীণ নিরীক্ষার ফলে এ অর্থ বৎসরে সংস্থার ১১০টি শাখায় ১৬৯টি সাধারণ অডিট এবং ৩৮টি সার্বিক অডিট সম্পন্ন হয়েছে।

## গবেষণা ও প্রকাশনা

২০১৪-১৫ অর্থবছরে গ্রাম পর্যায়ে উঙ্গনীমূলক অর্থনৈতিক কর্মকাণ্ডের উপর গবেষণা কার্যক্রমটি অব্যাহত রাখা হয়েছে। এছাড়াও বিভিন্ন ধরনের পুস্তক-পুস্তিকা এবং ‘শিক্ষালোক’ নামে একটি বুলেটিনের ৯টি সংখ্যা প্রকাশ করে সংশ্লিষ্ট মহলে বিতরণ করা হয়েছে।

## বিনিয়োগ (খণ্ড, স্থায়ী আমানত ও গভ. ট্রেজারি বন্ড ও এসটিডি হিসাব)

সংস্থার ক্ষুদ্রখণে সর্বমোট বিনিয়োগ দাঁড়িয়েছে ২৭৫.৯২ কোটি টাকায় (আসল) এবং ব্যাংকে স্থায়ী আমানত, গভ. ট্রেজারি বন্ড এবং এসটিডি হিসাবে মোট পরিমাণ দাঁড়িয়েছে ৩৯.৭৭ কোটি টাকায়। স্থায়ী আমানত, গভ. ট্রেজারি বন্ড, এসটিডি হিসাব ও খণ্ডসহ এ অর্থবছরে সর্বমোট বিনিয়োগ দাঁড়িয়েছে ৩১৫.৬৯ কোটি টাকায়।



সুফলন খণ্ড কর্মসূচির আওতায় শিম ফেত

## উদ্বৃত্ত আয়

এ বছরে সঠিক সময়ে আদায়ের হার ৯৯.৭৮%-এ উন্নীত হয়েছে। খণ্ড কর্মসূচির গুণগত মানের এই অগ্রগতির ফলে এ বছরে উদ্বৃত্ত আয় আরও ২১.১৭ কোটি টাকা বেড়েছে এবং ক্রমপুঞ্জীভূত সর্বমোট উদ্বৃত্ত আয় দাঁড়িয়েছে ১০৩.৩০ কোটি টাকা।

## দায় ও সম্পত্তি

‘সিদীপ’-এর জুন ২০১৫ সালে মোট দায় রয়েছে ২২২.০৬ কোটি টাকা এবং এর বিপরীতে সংস্থার দায়-সম্পত্তির হার ৬৮.২৪%। গত বছর এই হার ছিল ৬৯.০১%। বর্তমানে সংস্থার তহবিল পর্যাপ্তা অনুপাত ২.১৫ : ১ - যা বিগত জুন ২০১৪ সালে ছিল ২.০৬ : ১।



# শিক্ষা কার্যক্রম



# শিক্ষা সহায়তা কর্মসূচি (শিসক)

২০০৫ সালে এসে সিদীপ দারিদ্র্য বিমোচনের টেকসই হাতিয়ার শিক্ষা নিয়ে কাজ শুরু করে। উদ্দেশ্য ছিল সরকারি প্রাথমিক বিদ্যালয় থেকে বারে পড়া রোধ করে সরকারের বাধ্যতামূলক প্রাথমিক শিক্ষা কর্মসূচিকে সফল করতে সহায়তা প্রদান করা।

এই উদ্দেশ্যকে সামনে রেখে সিদীপ প্রথমে ব্রাক্ষণবাড়ীয়া জেলার নবীনগর উপজেলায় সলিমগঞ্জ এবং ভোলাচং শাখায় ৫টি করে ১০টি শিক্ষাকেন্দ্র চালু করে। স্কুল থেকে শিশুদের যে ‘বাড়ির কাজ’ দেওয়া হয় যা শিখিয়ে দেওয়ার মতো কেউ পিছিয়ে-পড়া দরিদ্র পরিবারে নেই, ১ম ও ২য় শ্রেণির শিশুদের সে পড়াটা এসব কেন্দ্রে শিখিয়ে দেওয়া হয়। যাতে পরের দিন ক্লাসে তারা পড়া দিতে পারে এবং শিক্ষক ও সহপাঠীর সামনে তাকে লজ্জায় পড়তে না হয়। প্রাক-প্রাথমিক শ্রেণির শিশুদেরও এসব কেন্দ্রে আসতে উৎসাহিত করা হয়।

এতে করে শিসক অতি অল্প সময়ে সংশ্লিষ্ট এলাকায় দরিদ্র আমবাসীর মধ্যে ব্যাপক উৎসাহ-উন্নীপনা এবং ইতিবাচক প্রভাব ফেলতে সক্ষম হয়। এই কর্মসূচির একটি প্রধান বৈশিষ্ট্য হচ্ছে সংশ্লিষ্ট গ্রামের এসএসসি পাশ অথবা কলেজ-পড়ুয়া মেয়েকে দিয়ে তার নিজ গ্রামের দরিদ্র পরিবারের শিশু শিক্ষার্থীদের হাতেকলমে পড়া শিখতে সহায় করা। অর্থাৎ কর্মসূচিটি নিরক্ষর মায়ের বিকল্প হিসাবে পরিচালিত হয়।

তাদের এই উৎসাহ প্রদানকে পুঁজি করে ঐ বছরই আরো ২টি শাখায় শিক্ষা সহায়তা কর্মসূচি (শিসক) সম্প্রসারণ করা হয়। যার একটি হচ্ছে কসবা উপজেলার চারগাছ শাখা এবং অপরটি হচ্ছে গাজীপুর জেলার শ্রীপুর উপজেলার মাওনা শাখা। এ দুটি শাখায় ২০টি করে ৪০টি শিক্ষাকেন্দ্র চালু করা হয়। এতে করে সর্বমোট শিক্ষাকেন্দ্রের সংখ্যা দাঁড়ায় ৫০টি। ধীরে ধীরে এই কর্মসূচি সিদীপ কর্মএলাকার জনসাধারণের নিকট একটি অতি গুরুত্বপূর্ণ কর্মসূচিতে পরিণত হয়। শিশুদের বারে পড়া রোধে প্রভাব পড়তে শুরু করে।

বর্তমানে সিদীপের রায়েছে ১,৯২০টি শিক্ষাকেন্দ্র এবং এই সকল শিক্ষাকেন্দ্রে গড়ে ২৫ জন হিসাবে পঞ্চাশ হাজার শিশু লেখাপড়া শেখার সুযোগ পাচ্ছে। পাশাপাশি প্রতিটি শিক্ষাকেন্দ্রে একজন শিক্ষিকা বিকালে ৩-৫ ঘটিকা এই দু ঘটা পাঠদান করেন। উপরন্তু ১,৯২০ জন নারীর ঘরে বসে সামান্য আয়ের ব্যবস্থা হচ্ছে। অনেকদিন ধরে বেসরকারি উন্নয়ন সংস্থা ‘আশা’ এবং পল্লী কর্ম-সহায়ক ফাউন্ডেশনের ৮০টি পার্টনার অর্গানাইজেশন একইরূপ কর্মসূচি চালাচ্ছে। সবার মিলিত চেষ্টায় শিসক-এর অধীনে বর্তমানে ১০,০০০-এর উপর শিক্ষাকেন্দ্র প্রায় ৩ লক্ষ শিশু প্রাথমিক বিদ্যালয়ের পড়ালেখা তৈরিতে সহায়তা পাচ্ছে।

## শিক্ষাকেন্দ্র গঠন ও পরিচালনা

সিদীপ কর্ম-এলাকার মধ্যে যে সকল দরিদ্র ও নিম্নমধ্যবিত্ত পরিবারের স্বামী-স্ত্রী উভয়ই নিরক্ষর বা আর্থিক কাজের সাথে জড়িত তাদের সন্তানদের যারা সরকারি প্রাইমারি স্কুলে ১ম ও ২য় শ্রেণিতে পড়ে তাদেরকে বিকাল বেলা ২ ঘটা সম্মাহে ৬ দিন পাঠদান করা হয়। এছাড়া একই পাড়ার যে সকল শিশু আগমী বছর প্রাথমিক বিদ্যালয়ে ভর্তি হবে তাদেরকে সকালে ৯-১১টা বাংলা ও ইংরেজি বর্ণ, সংখ্যা ইত্যাদি শিখানো হয়। এ কাজে প্রতিটি শিক্ষাকেন্দ্রে সংশ্লিষ্ট গ্রামেরই একজন এসএসসি পাশ গহবধূ অথবা কলেজ-পড়ুয়া ছাত্রী শিক্ষিকা হিসাবে দায়িত্ব পালন করেন। সিদীপ থেকে এ সকল শিক্ষিকাদের পাঠদান কোশলের উপর প্রশিক্ষণ দেয়া হয়। এছাড়া প্রতি মাসে একটি শাখার ২০ জন শিক্ষিকা নিয়ে মাসে একবার রিফ্রেশার্স সভা করা হয়। এই সভায় শিক্ষিকাদের পরিস্পরের কাজের অভিজ্ঞতা বিনিময় করা হয়। শিক্ষাকেন্দ্র গঠন ও পরিচালনার নানাক্ষেত্রে ছানীয় জনগণের সহযোগিতা নেয়া হয়।

এফও (শিক্ষা) প্রতিদিন ২টি শিক্ষাকেন্দ্র সরেজমিনে পরিদর্শন করেন এবং আরো ২টি শিক্ষাকেন্দ্রের শিক্ষিকাদের ফোন করে খোঝখবর নেন। এছাড়া মে ২০১৫ হতে প্রত্যেক এফও (শিক্ষা) সম্মাহে একদিন শিক্ষাকেন্দ্র পরিদর্শন কালে সংশ্লিষ্ট শিক্ষাকেন্দ্রের সকল তথ্য শিসক-এর দায়িত্বে নিয়োজিত ম্যানেজার (স্পেশাল প্রোগ্রাম)-কে ফোন করে অবগত করেন। এতে প্রধান কার্যালয় হতে অফসাইট মনিটরিং-এর মাধ্যমে প্রতিনিয়ত এফওদের সাথে একটি যোগসূত্র তৈরি করা সম্ভব হয়েছে।

প্রতি বছরের ন্যায় এবছরও শিক্ষাকেন্দ্র শুরুর সময়ে অর্থাৎ ফেব্রুয়ারি মাসে প্রতি শাখায় একদিনের ওরিয়েন্টেশন করানো হয়। এই ওরিয়েন্টেশন প্রদান করেন সংশ্লিষ্ট বিএম এবং এফও (শিক্ষা)। ওরিয়েন্টেশনে শিক্ষিকাদের শিসক-এর লক্ষ্য ও উদ্দেশ্য সম্পর্কে বিশদ ধারণা দেয়া হয়। এছাড়া এ কাজে একজন শিক্ষিকা হিসাবে তার দায়িত্ব, তার আভারিকতা, ছানীয় সমাজের ভূমিকা ইত্যাদি সম্পর্কে বিস্তারিত আলাপ-আলোচনা করা হয়।





## পরিষার-পরিচ্ছন্নতা ও সাংস্কৃতিক সপ্তাহ উদযাপন

২০১২ সাল হতে শিসক কর্মসূচিতে আনুষ্ঠানিকভাবে নভেম্বর মাসকে পরিষার-পরিচ্ছন্নতার মাস হিসাবে ঘোষণা করা হয়। এছাড়া নভেম্বর মাসের শেষ সপ্তাহে প্রতিটি শিক্ষাকেন্দ্রে সাংস্কৃতিক কর্মকাণ্ড ও প্রতিযোগিতার আয়োজন করা হয়।



নভেম্বর মাসে প্রতিটি শিক্ষাকেন্দ্রে কোথাও এককভাবে কোথাও ২-৩টি শিক্ষাকেন্দ্র একসাথে সপ্তাহব্যাপী সাংস্কৃতিক কর্মকাণ্ড পরিচালনা করা হয়। নভেম্বর মাসের ১-৩০ তারিখ পর্যন্ত শিক্ষার্থীদের যে পরিষার-পরিচ্ছন্নতা অনুশীলন করানো হয় তাতে থাকে ব্যক্তিগত পরিষার-পরিচ্ছন্নতার বিভিন্ন দিক। যেমন খাবার আগে সাবান দিয়ে হাত ধোয়া, স্যানিটারি ট্যালেট ব্যবহার করা, চুল কাটা, জামা-কাপড় পরিষার-পরিচ্ছন্ন রাখা, বাড়ির আঙিনাসহ রাস্তাট পরিষার-পরিচ্ছন্ন রাখা ইত্যাদি।

এই সাংস্কৃতিক সপ্তাহে ছেলেমেয়েরা বিভিন্ন বিষয় যেমন কবিতা ও ছড়া আবৃত্তি, নাচ, গান, অভিনয়, যেমন খুশি তেমন সাজো, মুক্তিযুদ্ধের উপর অভিনয়, মোরগ লড়াই, মেয়েদের দড়ি খেলা, শিশুদের বিশুট দৌড় ইত্যাদি পরিবেশন করে থাকে।

২০১৪ সালে ৯০টি শাখার ২,৫০০টি শিক্ষাকেন্দ্রে জনসাধারণের ব্যাপক অংশগ্রহণের মাধ্যমে সাংগৃহিক সাংস্কৃতিক অনুষ্ঠান অত্যন্ত সুন্দর ও সাবলীলভাবে অনুষ্ঠিত হয়। কোথাও কোথাও সংশ্লিষ্ট সরকারি প্রাথমিক বিদ্যালয় অংশগ্রহণ করে। এলাকার যুবক সমাজ অংশগ্রহণ করে। এসব কৃতিত্বের অধিকারী সংস্থার ভলান্তিয়ার শিক্ষিকারা। এ কাজে শিক্ষিকাদেরকে উৎসাহ প্রদান করা হয় যাতে এর মাধ্যমে তাদের একটি সামাজিক সম্মান প্রতিষ্ঠিত হয়। পাশপাশি দরিদ্র শ্রেণির শিশু শিক্ষার্থীর শিক্ষার ভিত মজবুত হয়ে গড়ে উঠে।

## ১০ম CITO ক্ষুদ্র উদ্যোক্তা পুরস্কার



সিদীপ ২০১৪ সালের 'শ্রেষ্ঠ সূজনশীল ক্ষুদ্রখণ প্রদানকারী সংস্থা' হিসাবে ১০ম সিটি ক্ষুদ্র উদ্যোক্তা পুরস্কারে ভূষিত হয়েছে। এই পুরস্কার সিটি ফাউন্ডেশন কর্তৃক প্রদান করা হয়। বঙ্গবন্ধু আর্টজাতিক সংগ্রহালয়ে এক অনুষ্ঠানের মাধ্যমে এই পুরস্কার দেওয়া হয়। সিদীপের নিবাহী পরিচালক জনাব মোহাম্মদ ইয়াহিয়া সংস্থার পক্ষে অর্থ মন্ত্রণালয়ের মাননীয় প্রতিমন্ত্রী জনাব আব্দুল মালান-এর নিকট হতে পুরস্কার গ্রহণ করেন। পুরস্কার হিসাবে সিদীপ ৪ লক্ষ টাকা, একটি ক্রেস্ট এবং একটি সনদ প্রাপ্ত হয়।

## তাহমিনা আক্তারের সেবাব্রত: দরিদ্র শিশুদের পড়ানো

সোনারগাঁওয়ের পানাম গাবতলীতে তাহমিনা আক্তারের বাড়ির উঠোনে শিশুদের পাঠদান চলছিল। একপাশে ঘরের দাওয়ার সঙ্গে ছেলেন দেয়া একটি ব্ল্যাকবোর্ড। ব্ল্যাকবোর্ডের নিচে চক ও ডাস্টার রাখা। এর দু পাশে দু সারি এবং বিগরীত পাশে এক সারি ক্ষুদে শিক্ষার্থী চট পেতে বসে ক্ষুলের আগামী দিনের পড়া তৈরিতে ব্যস্ত। তাহমিনা এখানে শিশু শ্রেণি থেকে দ্বিতীয় শ্রেণির শিক্ষার্থীদের ক্ষুলের পড়া তৈরিতে সহায়তা করে থাকেন। ক্ষুলের পড়ার বাইরে শিশুদের আদরকায়দা, ছড়া-কবিতা, গান ও ছবি আঁকাও শেখান। তার সাথে যখন কথা হচ্ছিল, সাড়ে চার কিংবা পাঁচ বছরের এক ছেলে অন্যের সঙ্গে দুষ্টুমি করতে গিয়ে ব্যথা পেয়ে তারস্বত্বে কেঁদে ওঠে। তাহমিনা দ্রুত তার কাছে ছুটে গিয়ে তাকে কোলে নিয়ে আদর করতে থাকেন। কিন্তু ক্ষণ আদর করার পর শিশুটি শান্ত হলে তাকে খাতায় কী যেন লিখতে দিয়ে তিনি আবার আলোচনায় ফিরে আসেন।

তাহমিনা তার 'শিসকে'র কাজে জড়িয়ে পড়ার বৃত্তান্ত বলছিলেন, এইচএসসি পাস করে চাকরি খুঁজছিলেন। এক সময় জানতে পারলেন, সিদীপের শিক্ষা সহায়তা কর্মসূচিতে শিক্ষিকা নিয়োগ করা হবে। সময় নষ্ট না করে তিনি সিদীপের ফিল্ড অফিসারের সঙ্গে যোগাযোগ করলেন। সামান্য সম্মানীয় বিনিময়ে তিনি শিসকের একজন শিক্ষিকা হিসেবে মনোনীত হন এবং ২০১১ সালে নিজের বাড়ির উঠোনে এ শিক্ষাকেন্দ্র খোলেন। শিসকে শিক্ষাদান করলেও নিজের লেখাপড়া ছাড়েনি তিনি। বর্তমানে তিনি বিবিএ শেববর্বেরে ছাত্রী। 'বিবিএ করে চাকরি পেলে নিশ্চয়ই এ কাজ করবেন না?' - এমন প্রশ্নে তিনি সাবলীলভাবে বললেন, চাকরি পেলেও তিনি শিসকের এ ক্ষুল চালু রাখবেন। নিজে সময় না পেলে ভাই-বোনদের



সহায়তায় তিনি এ ক্ষুলে পাঠদান অব্যাহত রাখবেন। তারা তিনি বোন ও এক ভাই। জানালেন, বাড়ি থেকে এ কাজে কোনো বাধার মুখে তো পড়েনই না, বরং পরিবারের সবাই তাকে উৎসাহ জোগান।

তাহমিনা ব্যক্তিগতভাবে যোগাযোগ করে হতদরিদ্র ঘরের শিশুদের তার শিক্ষাকেন্দ্রে পড়তে আসতে উন্মুক্ত করেন। তার এখানে পানাম গাবতলীর মসজিদ আঞ্জিনায় আশ্রয় নেয়া বাস্তুহারা পরিবারের চার/পাঁচজন শিশু রয়েছে। বাকিরা তাদের পাড়ার নিম্নমধ্যবিত্ত পরিবারের শিশু। উৎসাহের সঙ্গে জানালেন, 'আমার ক্ষুলে পড়াশোনা করা শিশুরা ক্ষুলে তালো করছে দেখতে পেয়ে অনেক অভিভাবকই এখন এখনে তাদের ছেলেমেয়েকে পাঠাতে চাইছেন। কিন্তু বেশি ছাত্রাত্মী নেয়ার নিয়ম নেই, কারণ তা হলে পড়ানোর ক্ষতি হবে।'

তাহমিনা শিশুদের পড়াতে কখনো বিরক্ত বোধ করেন না, বরং উপভোগ করেন তাদের উচ্ছব আনন্দময় সঙ্গ। তিনি জানান, এখানে যারা পড়াশোনা করে তাদের ভেতর বারে পড়ার নজির নেই বললেই চলে।

# সিদীপ মডার্ন স্কুল

২০১৩ সালে নারায়ণগঞ্জের নবীগঞ্জ, মদনগঞ্জ এবং সিদ্বিরগঞ্জ তিনটি ব্রাহ্মের অধীনে একটি করে ৩টি, ২০১৪ সালে মুসিগঞ্জ জেলার গজারিয়া উপজেলার ভবেরচর ব্রাহ্মের অধীনে ১টি এবং ২০১৫ সালে গাজীপুর জেলার গাজীপুর সদর ও বোর্ডবাজার ব্রাহ্মের অধীনে ২টি, লক্ষ্মীপুর জেলার লক্ষ্মীপুর সদর ও রায়পুর ব্রাহ্মের অধীনে ২টি, কুমিল্লা জেলার চাঁপাপুর ও লাকসাম ব্রাহ্মের অধীনে ২টি 'সিদীপ মডার্ন স্কুল' প্রতিষ্ঠা করা হয়েছে। বর্তমানে সিদীপ মডার্ন স্কুলের ৯টি ক্যাম্পাসে শিক্ষা কার্যক্রম চলমান রয়েছে।

## স্কুলের শ্রেণি সম্প্রসারণ

সিদীপ মডার্ন স্কুলে প্লে, নার্সারি, কেজি, প্রথম, দ্বিতীয় ও তৃতীয় শ্রেণি হতে পাঠদান কার্যক্রম শুরু হয়। পরবর্তীতে শিক্ষার্থীদের উত্তীর্ণের মাধ্যমে ২য় বছরে চতুর্থ এবং তৃতীয় বছরে পঞ্চম শ্রেণি শুরু করা হবে এবং তারা সমাপনী পরীক্ষায় অংশগ্রহণ করবে। এরপে একটি পূর্ণাঙ্গ প্রাথমিক বিদ্যালয় ক্যাম্পাস গঠন করা হবে।

## লক্ষ্য ও উদ্দেশ্য

দেশের প্রত্যন্ত অঞ্চলে আধুনিক ও উন্নত পরিবেশে শিক্ষা প্রতিষ্ঠানের ক্যাম্পাস গঠন এবং উন্নত ও যুগোপযোগী শিক্ষা সেবা নিশ্চিতকরণ।

## সিদীপ মডার্ন স্কুলের বৈশিষ্ট্য

প্রশিক্ষিত শিক্ষকমণ্ডলী দ্বারা উন্নত ও মনোরম পরিবেশে পাঠ পরিকল্পনা ও পাঠ টিকা অনুসারে মানসম্মত শিক্ষা দান করা; ইংরেজি, গণিত, অংকন শিক্ষা, কম্পিউটার শিক্ষা, ছড়া, কৌতুক, নাচ, গান, অভিনয়, ইংরেজিতে কথা বলা ইত্যাদির উপর গুরুত্ব আরোপ; হোম ভিজিট, স্টুডেন্ট এক্স মনিটরিং ও গাইড চিটুটর দ্বারা ছাত্রছাত্রীদের বিশেষ তদারকির ব্যবস্থা; অমনোযোগী ছাত্রছাত্রীদের জন্য আলাদা বা বিশেষ ক্লাসের ব্যবস্থা; ভালো ফলাফল অর্জনের জন্য ছাত্র-শিক্ষক-অভিভাবকদের নিয়ে ত্রিপক্ষীয় সমন্বয় সভার আয়োজন ইত্যাদি।

আন্তর্জাতিক মাতৃভাষা ও শহীদ দিবসে শহীদ মিনারে  
শুক্রা নিবেদন করছে শিক্ষার্থীরা





মহান বিজয় দিবস উদযাপন উপলক্ষ্যে আলোচনা সভা ও সাংস্কৃতিক অনুষ্ঠানে উপস্থিত সংস্থার নির্বাহী পরিচালক ও স্থানীয় গণ্যমান্য ব্যক্তিবর্গ (বায়ে), স্কুলে উপস্থিত শিক্ষার্থীদের একাংশ (মাঝে) এবং পুরস্কার বিতরণ করছেন সংস্থার নির্বাহী পরিচালক (ডানে)

## জাতীয় দিবস উদযাপন

সিদ্ধীপ মডার্ন স্কুল-এর সকল ক্যাম্পাসে ২১শে ফেব্রুয়ারি আর্টজ্ঞিতিক মাত্তভাষা দিবস উদযাপন উপলক্ষ্যে রাখালি করে নিকটস্থ শহীদ মিনারে ফুল দিয়ে শহীদদের শ্রদ্ধা জানানো হয়। ২৬শে মার্চ মহান স্বাধীনতা দিবসে আলোচনা ও সাংস্কৃতিক

অনুষ্ঠান আয়োজন করা হয়। প্রতি বছর ১৬ই ডিসেম্বর বিজয় দিবসে উৎসব ও মনোজ্ঞ সাংস্কৃতিক অনুষ্ঠানের আয়োজন করা হয়। উক্ত অনুষ্ঠানে কোমলমতি শিক্ষার্থীদের নাচ, গান, আবৃত্তি, ছড়া, ছড়া-গান, চিত্রাংকন প্রতিযোগিতার আয়োজন করা হয়। সর্বশেষে বিজয়ীদের পুরস্কার প্রদান করা হয়।

## সিদ্ধীপ মডার্ন স্কুলের শিক্ষকের সংখ্যা

ক্র.নং	ক্যাম্পাস	প্রধান শিক্ষক	সহ. প্রধান শিক্ষক	সহকারী শিক্ষক	খণ্ডকালীন শিক্ষক	আয়া কাম দণ্ডনি	মোট
১	নবীগঞ্জ	১	১	৩	৬	১	১২
২	সিন্ধিরগঞ্জ	১	১	৩	৮	১	১০
৩	ভবেরচর	১	১	৩	-	১	৬
৪	গাজীপুর	১	১	৮	-	১	৭
৫	বোর্ডবাজার	১	-	৮	১	১	৭
৬	রায়পুর	১	১	৫	-	১	৮
৭	লক্ষ্মীপুর	১	১	৬	-	১	৯
৮	চাঁপাপুর	১	-	৫	-	১	৭
৯	লাকসাম	১	-	৫	-	১	৭
	মোট	৯	৬	৩৮	১১	৯	৭৩

## সিদ্ধীপ মডার্ন স্কুলের ছাত্রছাত্রীর সংখ্যা

ক্র.নং	ক্যাম্পাস	প্রে	নার্সারী	কেজি	প্রথম	বিতীয়	তৃতীয়	চতুর্থ	পঞ্চম	মোট
১	নবীগঞ্জ	১৪	৮২	৮১	২৮	১৩	৯	৯	৬	১৬২
২	সিন্ধিরগঞ্জ	৩৫	১৬	৩১	২৫	১৩	৮	৯	৬	১৩৯
৩	ভবেরচর	৪২	১৭	৯	৭	২	-	-	-	৭৭
৪	গাজীপুর	৫৯	২১	৬	১০	৫	-	-	-	১০১
৫	বোর্ডবাজার	২৮	১১	৫	৯	৮	৮	-	-	৬১
৬	রায়পুর	৮৬	১১	৬	৯	৮	৮	-	-	৮০
৭	লক্ষ্মীপুর	৬৬	২৪	৫	১৩	৭	৫	-	-	১২০
৮	চাঁপাপুর	৮৬	১৬	১১	৮	৫	-	-	-	৮৬
৯	লাকসাম	৩৯	১৮	১০	১৮	৬	-	-	-	৯১
	মোট	৩৭৫	১৭৬	১২৪	১২৭	৫৯	২৬	১৮	১২	৯১৭

# ঋণ কার্যক্রম

উদিকা কর্মসূচির আওতায়  
তাঁত প্রকল্প



সেন্টার ফর ডেভেলপমেন্ট ইনোভেশন এন্ড প্র্যাকটিসেস (সিদীপ) তার যাত্রার শুরু থেকেই ক্ষুদ্রখণ কার্যক্রম করে আসছে। প্রতি বছরই খণ বিতরণের পরিমাণ এবং সদস্য সংখ্যা বেড়েই চলছে। মোট সঞ্চয়ের পরিমাণ ১৩৪,৭৬,১৮,৬৫৭ টাকা। এ বছরে ১,৪৭,১৫০ জনের মধ্যে মোট খণ বিতরণ করা হয়েছে ৫২৬,৬৫,০৯,০০০ টাকা। বছর শেষে খণস্থিতির পরিমাণ ২৭৫,৯১,৮০,১৮৫ টাকা। খণ আদায়ের হার ছিল ৯৯.৭৫%।

২০১৩-১৪ অর্থবছরে আমাদের সদস্য পরিবার ছিল ১,২৭,৮৩৮। এ বছর তা বৃদ্ধি পেয়ে হয়েছে ১,৫১,৮৯১ পরিবার। বিগত বছরে মোট খণ বিতরণ হয়েছিল ৪২১,৮০,৪৮,৮৬১ টাকা। এ বছর খণ বিতরণ বৃদ্ধি পেয়ে হয়েছে ৫২৬,৬৫,০৯,০০০ টাকা। গত বছরে খণস্থিতি ছিল ২১৫,১৯,২৯,৭৭৪ টাকা। এ বছর তা বৃদ্ধি পেয়ে হয়েছে ২৭৫,৯১,৮০,১৮৫ টাকা।

ক্ষুদ্রখণ বিভিন্ন রকম হয়ে থাকে। যেমন ‘জাগরণ’, ‘অগ্সর’, ‘সুফলন’, ‘বুনিয়াদ’ ইত্যাদি। ‘জাগরণ’ খণ সর্বোচ্চ ৪৯,০০০ টাকা হতে পারে। গ্রামীণ বিভিন্ন পেশার সদস্যরা এই খণ নিয়ে কার্যক্রম চালায়। এ বছরে এই কর্মসূচিতে ২৫৬,৮৬,৪০,০০০ টাকার খণ বিতরণ করা হয়েছে। এর বর্তমান স্থিতি ১৩৪,৫৯,০৯,৫৫৬ টাকা। এই খণ ২৫% সার্ভিস চার্জে (ডিলাইনিং রেট) বিতরণ করা হয় এবং ৪৬ কিস্তিতে আদায় করা হয়।

‘অগ্সর’ খণের সীমা ৫০,০০০ টাকা থেকে ১০,০০,০০০ টাকা পর্যন্ত হয়ে থাকে। গ্রামীণ কর্মএলাকায় এই খণের যেমন



সমিতি পরিদর্শন করছেন এমআরএ এবং সংস্থার উর্ধ্বর্তন কর্মকর্তা

চাহিদা বেশি, তেমনি এই খণের মাধ্যমে কর্মসংস্থান ও উৎপাদন দুটোই বাড়ে। ২০১৪-১৫ অর্থবছরে এই কর্মসূচির আওতায় খণ গ্রহণ করেছে ২৫,২৫৭ জন এবং খণস্থিতির পরিমাণ দাঁড়িয়েছে ১১৪,৬১,৯৬,৫৪৯ টাকা। এই খণের আওতায় ক্ষুদ্র ব্যবসা, হাঁস-মুরগি পালন, গবাদি পশু পালন, খাদ্য প্রক্রিয়াজাতকরণ, ক্ষুদ্র ও কুটির শিল্প, কৃষি, মৎস্য চাষ, পরিবহন, দুর্ঘ প্রক্রিয়াজাতকরণ, জুয়েলারি কাজ ইত্যাদি কার্যক্রম সদস্যরা করে থাকেন।



প্রাক়ঘে কাজ করছেন একজন নারী উদ্যোগী



বিভিন্ন প্রকল্প পরিদর্শন করছেন সংস্থার পরিচালনা পর্যবেক্ষণ চেয়ারম্যান ও সদস্যবৃন্দ  
এবং নির্বাচী পরিচালকসহ উর্ধ্বতন কর্মকর্তাগণ



বুনিয়াদ খণ্ড কর্মসূচির আওতায় ছাগল পালন প্রকল্প এবং  
বাঢ়ির পাশে গড়ে ওঠা বেগুন ক্ষেত্র

উদ্যোক্তা বিকাশের লক্ষ্যে আমরা একটি বিশেষ কার্যক্রম হাতে নিয়েছি। এর নাম উদ্যোক্তা বিকাশ কার্যক্রম, সংক্ষেপে ‘উবিকা’। এর প্রধান উদ্দেশ্য হচ্ছে গ্রামীণ ছেট ছেট উদ্যোক্তাদের খুঁজে বের করা এবং তাদের বিকাশ ও সম্প্রসারণ ঘটানো। এ কর্মসূচির আওতায় আমরা ১,১০২ জন ক্ষুদ্র উদ্যোক্তাকে মোট ৩৭,৯৩,১২,৭৮১ টাকা খণ্ড প্রদান করেছি। এ কর্মসূচিতে আমরা খণ্ডদের আলাদা প্রশিক্ষণ এবং তাদের উদ্যোগকে উৎসাহিত করার জন্য নানা আয়োজন করে থাকি। উদ্যোক্তাদের সুবিধা এবং তাদের সাথে আলোচনা সাপেক্ষে খণ্ড ফেরতের ব্যবস্থা নিয়ে থাকি।

আমাদের আর একটি খণ্ড কর্মসূচি হচ্ছে ‘সুফলন’। এর প্রধান দিক হচ্ছে যেসব সদস্য মৌসুমী প্রকল্প করে থাকেন তাদেরকে মৌসুমভিত্তিক খণ্ড প্রদান করা হয়। এর ফলে তারা পুরো খণ্ডটি মৌসুমী কার্যক্রমে বিনিয়োগ করে এবং কার্যক্রম শেষে এককালীন পুরো খণ্ড ফেরত দেয়। এটি কৃষি ক্ষেত্রে অত্যন্ত কার্যকর খণ্ড ব্যবস্থা। কোন নির্দিষ্ট ফসল চাষে এটি খুবই উপকারী। যেমন রবি ও খরিপ মৌসুমে বিভিন্ন রকম চাষাবাদে (সবজি, ধান, গম, ভুট্টা, পাট, মরিচ, ফুলকপি, বাঁধাকপি, টমেটো, শিম, বেগুন, চিচিঙ্গা, আলু, মাছ চাষ ইত্যাদি) কৃষকদের জন্য এটি খুবই উপযোগী। সুফলন কর্মসূচির আওতায় আমরা এ বছর ১৬,৮৪২ জনকে ৫৩,৬০,৩২,০০০ টাকা খণ্ড প্রদান করেছি।

খণ্ড কার্যক্রমে আর একটি কর্মসূচি হচ্ছে ‘বুনিয়াদ’। এ কর্মসূচির আওতায় অতিরিক্ত সদস্যদের খণ্ড প্রদান করা হয়। ২০১৪-১৫ সালে ১০টি শাখায় আমরা এ কার্যক্রম শুরু করেছি। ইতোমধ্যে আমরা ২২৫ জন সদস্যর মাঝে ৩৬,৭২,০০০ টাকা খণ্ড বিতরণ করেছি। বর্তমানে এর খণ্ডস্থিতির পরিমাণ ৩০,৮৪,৮৭৩ টাকা।

## ২০১৪-১৫ বিভিন্ন খণ্ড কার্যক্রমে খণ্ড বিতরণ

খণ্ড কার্যক্রম	খণ্ডী সংখ্যা	মোট খণ্ড বিতরণ	মোট ছিতি
জাগরণ	৮৯,৬৬৪	২৫৬,৮৬,৮০,০০০	১৩৪,৫৯,০৯,৫৬৬
অগ্রসর	২৫,২৫৭	২১৫,৮১,৬৫,০০০	১১৪,৬১,৯৬,৫৪৯
সুফলন	১০,৯০৮	৫৩,৬০,৩২,০০০	২৬,৩৯,৮৯,৫৯৭
বুনিয়াদ	২০২	৩৬,৭২,০০০	৩০,৮৪,৮৭৩
মোট	১,২৬,০৩১	৫২৬,৬৫,০৯,০০০	২৭৫,৯১,৮০,১৮৫

উবিকা-র আওতায়  
মিনি গার্মেন্টস ও ওয়েক্সিং প্রকল্প



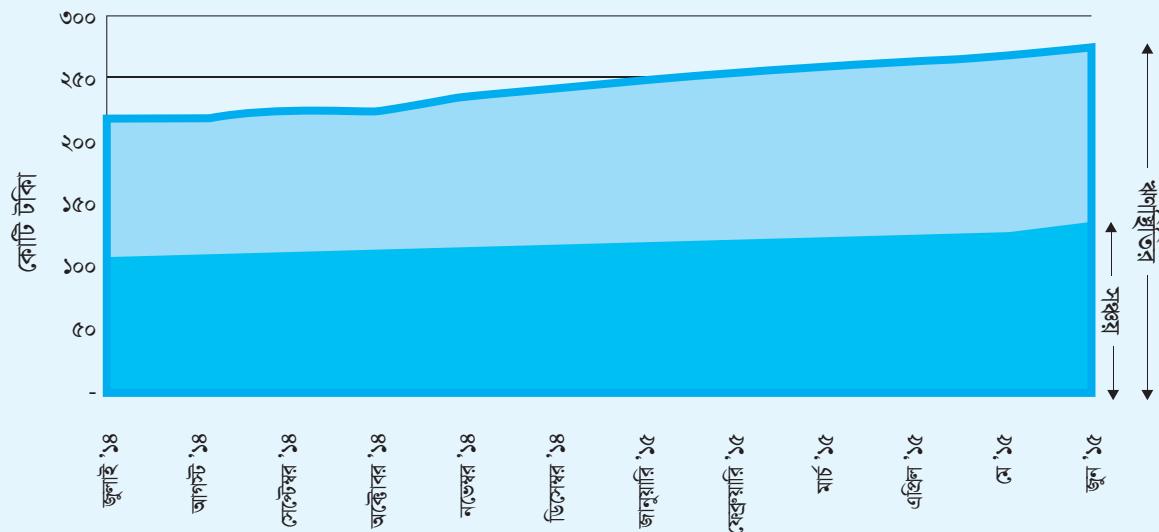
সুফলন খণ্ড কর্মসূচির আওতায়  
বিভিন্ন প্রকল্প - বিস্তা ফেত, কলা  
বাগান ও বাঁধাকপি ফেত



## ২০১৪-১৫ অর্থবছরে সদস্য, সঞ্চয়, খণ্ডিতি এবং খেলাপির মাসওয়ারি তথ্য

মাসের নাম	মোট সদস্য	সাধারণ সঞ্চয়	মেয়াদী সঞ্চয়	শেষো সঞ্চয়	সঞ্চয় হিতি	খণ্ডিতি	খেলাপী (জন)	মোট খেলাপি (টাকা)
জুলাই '১৪	১২৮,৩২০	৮৩৯,৭৮৭,৭৭০	১৯৩,৯৯০,৮৫৫	২৯,৮১৪,৫৪৫	১,০৬৩,৫৯৩,১৭০	২,১৯৯,০৮৭,৩৪৭	৭৭৩	১১,৮৪৬,২৯৯
আগস্ট '১৪	১২৯,৯৪৯	৮৪৯,০১৫,৯৯৭	১৯১,৯২০,৯৫৩	৩৭,২৬৭,০৯৭	১,০৭৮,২০৪,০৮৭	২,১৯৭,৩৯৬,১৪০	৭৭১	১১,২৮১,২০৬
সেপ্টেম্বর '১৪	১৩১,৬০০	৮৫৬,৬১১,৮৯২	১৮৭,৯০৮,৯২০	৪৪,৪৭৩,০৫৭	১,০৮৮,৬০১,৮৬৯	২,২৬১,৯৯৫,৬৬৪	৫৯৮	১০,৪৯৭,৮৯৯
অক্টোবর '১৪	১৩৩,৫৪৬	৮৬৫,৩৭৩,৫৩৬	১৮৬,১৮২,২১৬	৫১,৪৮১,০৮৫	১,১০৩,০৩৬,৮৩৭	২,২৫৫,৮৭৮,৩১২	৬০১	১০,৬৮৯,৫৯৫
নভেম্বর '১৪	১৩৭,৭৪৫	৮৮০,২২০,৩০৩	১৮৩,৬২৮,৯৯৮	৫৮,৫৯৩,৫৫৩	১,১২২,৮৮২,৬৮৮	২,৩৬৮,৫৯০,৯৩৭	৬০৮	১১,০১২,৪৮৪
ডিসেম্বর '১৪	১৩৮,৭৫৬	৮৯৭,৪০৮,৩০১	১৮২,২৮৩,১৯৮	৬৫,৯১০,০১২	১,১৪৫,৬০১,৫১১	২,৪৩৯,৩৯৪,১৬১	৬০৩	১০,৯৫৩,৮১৯
জানুয়ারি '১৫	১৪০,৯৫৬	৯০৯,০৩৪,৬২৬	১৭৯,৮৭৩,৭৭০	৭১,৮০০,১০৯	১,১৬০,৩০৮,৫০৮	২,৫০০,৭৭৬,১৬৭	৫৮১	১০,৮১১,৮৭৯
ফেব্রুয়ারি '১৫	১৪৩,৫৬০	৯২২,১১৭,৬৬৩	১৮৩,৭৩০,৭৭০	৭৫,৮৪১,৩০৮	১,১৮১,৬৮৯,৭৪১	২,৫৬৯,৬৯৭,১৬৩	৫৭০	১০,৫৭৩,৭৮৩
মার্চ '১৫	১৪৫,৬৮০	৯৩৬,৩০৪,৫৬৮	১৯১,৫১০,৭৪৯	৭৯,৯১২,২১৮	১,২০৭,৬৩৭,৫৩৮	২,৬১৬,৯৮৬,৬৫৮	৫৭৯	১০,২০৪,৬৩১
এপ্রিল '১৫	১৪৬,৯২৮	৯৫০,০৯২,৩৭০	১৯৭,২৮৮,৫২৮	৮৪,২০৯,২২৩	১,২৩১,৫৪৬,১২১	২,৬৪৬,৫৯২,৮৪৫	৬০৬	১০,২০৪,৮৯৮
মে '১৫	১৪৯,৩০৮	৯৬৭,৩২৪,৫৭৮	২০১,৭৮৬,৯২৮	৮৯,৪৩৯,৪৫২	১,২৫৮,৫৫০,৭৫৮	২,৬৯২,৯০১,২৭৮	৬৮২	১০,৫৪২,৪৩৮
জুন '১৫	১৫১,৮৯১	১,০৩৮,৯৩১,১৫৫	২০৮,৯৩২,৩২৮	৯৯,৯৫৫,১৭৮	১,৩৪৭,৬১৮,৬৫৭	২,৭৫৯,১৮০,১৮৫	৬৬৭	১১,০২১,১৬০

### খণ্ডিতির অংশ হিসেবে সঞ্চয়





মাঠ পর্যায়ে একক পরিদর্শন করছেন সংস্থার উর্ধ্বতন কর্মকর্তাগণ



## সুপারভিশন ও মনিটরিং

সিদীপ ক্ষুদ্রখণ কর্মসূচি নিরাপদ ও দক্ষতার সাথে পরিচালনার জন্য বিভিন্ন ত্তরে সুপারভিশন ও মনিটরিং রয়েছে। সাংগঠনিক কাঠামো অনুযায়ী ফিল্ড থেকে পথান কার্যালয় পর্যন্ত সর্বক্ষেত্রে সুপারভিশন ও মনিটরিং করা হয়।

- একজন মাঠকর্মী কিভাবে সমিতি পরিচালনা করছেন এবং কোন ধরনের সদস্যদের খণ্ড প্রদান করছেন শাখা ব্যবস্থাপক তা দেখা বা জানার জন্য নিয়মিত সুপারভিশন ও মনিটরিং করে থাকেন। এছাড়া শাখার উন্নয়নে কর্মীদের কাজের পাশাপাশি প্রেষণা, ব্যবস্থাপনা ও কর্মীদের মধ্যে যোগসূত্র এবং উত্তম মানবীয় সম্পর্কও তৈরি করে সহায়তা করে থাকেন।
- ৫টি শাখা নিয়ে একটি এরিয়া গঠিত। এই এরিয়ার দায়িত্বে আছেন একজন এরিয়া ম্যানেজার। এরিয়ার মধ্যে ক্ষুদ্রখণ কার্যক্রম পরিচালনা করতে গিয়ে কর্মীগণ কি সমস্যার সম্মুখীন হন বা নীতিমালা অনুযায়ী খণ্ড কর্মসূচি পরিচালিত হচ্ছে কিনা তা বোঝার জন্য এরিয়া ম্যানেজার নিয়মিত সুপারভিশন ও মনিটরিং করে থাকেন। সমস্যাগুলো চিহ্নিত করে সমাধানের জন্য কর্মীদের পরামর্শ প্রদান করেন।
- এরিয়া ম্যানেজারের কাজকে সহায়তা করার জন্য কয়েকটি এলাকা নিয়ে একজন জোনাল ম্যানেজার আছেন। জোনাল ম্যানেজার নিয়মিত পরিদর্শন, সুপারভিশন ও মনিটরিং করেন। সংস্থার নীতিমালা অনুযায়ী স্বচ্ছতার সাথে কর্মসূচি পরিচালিত হচ্ছে কিনা তা মনিটরিং করে দেখেন এবং কোন সমস্যা পরিলক্ষিত হলে সমাধানের জন্য প্রয়োজনীয় পরামর্শ ও নির্দেশনা দেন।

- জোনাল ম্যানেজারকে সার্বিক সহায়তা করার জন্য একজন দায়িত্বপ্রাপ্ত জোনাল প্রধান আছেন। তিনি জোনের সার্বিক দায়িত্ব পালন করেন এবং নিয়মিত শাখা পরিদর্শন, সুপারভিশন ও মনিটরিং করেন। জোন সংক্রান্ত সকল কাজকর্ম স্বচ্ছতার সঙ্গে সংস্থার নীতিমালা মেনে বাস্তবায়িত হচ্ছে কিনা তিনি তা সুপারভিশন করেন। কোন সমস্যা পেলে ফিল্ড অফিসার, শাখা ব্যবস্থাপক, আঞ্চলিক ব্যবস্থাপক ও জোনাল ম্যানেজারকে পরামর্শ দেন। এ ছাড়া জোন সংক্রান্ত সকল তথ্য নির্বাহী পরিচালককে অবহিত করেন।

# মানব-সম্পদ ব্যবস্থাপনা ও উন্নয়ন



একটি প্রতিষ্ঠানের সবচেয়ে  
গুরুত্বপূর্ণ ও অপরিহার্য সম্পদ  
হচ্ছে তার জনসম্পদ বা মানব  
সম্পদ। প্রয়োজনীয় ও দক্ষ  
জনবলের অভাবে যেমন উৎপাদন  
হ্রাস পায় তেমনি উন্নয়নের গতি  
বিষ্ণিত হয়ে থাকে। প্রাতিষ্ঠানিক  
সাফল্য অনেকটা নির্ভর করে দক্ষ  
ও যোগ্য মানব সম্পদের উপর।  
এক্ষেত্রে কার্য সম্পাদনের জন্য  
জনবলের দক্ষতা বা কার্য ক্ষমতা  
বৃদ্ধিতে মানব সম্পদ ব্যবস্থাপনা  
উন্নেখনোগ্য ভূমিকা পালন করে।  
তাই মানব সম্পদ ব্যবস্থাপনার  
গুরুত্ব অপরিহার্য ও অপরিসীম।

মানব সম্পদ ব্যবস্থাপনার প্রধান  
কাজ হলো জনশক্তি সংগ্রহ,  
সংরক্ষণ, দক্ষতা উন্নয়ন বা  
প্রশিক্ষণ প্রদান ও চাহিদা অনুযায়ী  
নিয়োগের ব্যবস্থা করা। প্রতিষ্ঠান  
থেকে একদিকে যেমন কিছু কর্মী  
অবসর গ্রহণ করে আবার কিছু  
কর্মী অন্যত্র চলে যায়, অন্যদিকে  
প্রতিষ্ঠানের সম্প্রসারণের কারণে  
নতুন জনবল বা কর্মী সংগ্রহ  
করতে হয়। তাই জনশক্তি  
সংক্রান্ত পরিকল্পনা প্রণয়ন, মানব  
সম্পদ সংগ্রহ, নির্বাচন, নিয়োগ,  
প্রশিক্ষণ ও উন্নয়ন, পারিশ্রমিক বা  
বেতন নির্ধারণ, কাজের মূল্যায়ন,  
পদোন্নতি, সেবা ও বিভিন্ন  
সুযোগ-সুবিধা-প্রযোগের  
মাধ্যমে সহকর্মীদের মধ্যে নিবিড়  
সম্পর্ক গড়ে তোলা এ বিভাগের  
কাজের অন্তর্ভুক্ত।

## ব্যবস্থাপনা

সিদীপ-এর ব্রাঞ্চ সংখ্যা বৃদ্ধির মাধ্যমে এর পরিধি বা কর্ম-এলাকা বৃদ্ধির পাশাপাশি বিভিন্ন কার্যক্রমও প্রতিনিয়ত বৃদ্ধি পাচ্ছে। এ বিষয়টি বিবেচনায়  
রেখে সংস্থার কোথাও যেন জনবলের ঘাটতি না হয় এবং তাদের কাজের  
মান-উন্নয়ন নিশ্চিত করা যায় সিদীপ সেদিকে বিশেষ দৃষ্টি দিয়ে থাকে। ৩০  
জুন '১৫-এর শেষে সিদীপ-এর মোট জনবল দাঁড়িয়েছে ৩,২৪৪ জন।

সিদীপ-এর সহকর্মীদের কাজের গুণগত মান উন্নয়ন, স্বচ্ছতা ও জবাবদিহিতা  
নিশ্চিত করার জন্য প্রধান কার্যালয়ে বিভিন্ন বিভাগ রয়েছে। এগুলো হল:  
মানবসম্পদ বিভাগ, হিসাব বিভাগ, এমআইএস ও আইটি বিভাগ, নিরীক্ষা  
বিভাগ, প্রশিক্ষণ বিভাগ ও স্পেশাল প্রোগ্রাম। উপরোক্ত বিভাগসমূহের  
মাধ্যমে সংশ্লিষ্ট বিষয়ের কার্যক্রম পরিচালিত হয়ে থাকে। সকল বিভাগীয়  
প্রধানগণ নির্বাহী পরিচালকের মাধ্যমে তাদের কার্যক্রম পরিচালনা করেন।

ফিল্ড পর্যায়ের কার্যক্রম পরিচালনার জন্য ব্রাঞ্চ অফিস, এরিয়া অফিস ও  
জোনাল অফিস এই তিনটি স্তর রয়েছে। প্রতিটি ব্রাঞ্চ অফিসের দায়িত্বে  
থাকেন একজন ব্রাঞ্চ ম্যানেজার। তিনি ৪-৮ জন সহকর্মীর সমন্বয়ে ব্রাঞ্চের  
কার্যক্রম পরিচালনা করেন। এরিয়া অফিসের দায়িত্বে থাকেন একজন এরিয়া  
ম্যানেজার এবং তিনি এরিয়ার আওতাধীন ৫টি ব্রাঞ্চ অফিস মনিটরিং ও  
সুপারভিশন করেন। জোনাল অফিসের দায়িত্বে থাকেন একজন জোনাল  
ম্যানেজার এবং তিনি ৩-৪টি এরিয়া মনিটরিং ও সুপারভিশন করেন।  
জোনাল ম্যানেজারগণ প্রধান কার্যালয়ের জোনাল হেড-এর মাধ্যমে তাঁদের  
কার্যক্রম পরিচালনা করেন। জোনাল হেডগণ তাঁদের কাজের জন্য নির্বাহী  
পরিচালকের নিকট দায়বদ্ধ থাকেন।

### স্টাফ নিয়োগ

সিদীপ সর্বদা দক্ষ ও যোগ্যতাসম্পন্ন জনবল নিয়োগের চেষ্টা করে থাকে।  
মানব সম্পদ বিভাগ এ সংক্রান্ত যাবতীয় দায়িত্ব পালন করে। জাতীয় দৈনিক  
পত্রিকায় নিয়োগ বিজ্ঞপ্তি প্রকাশের মাধ্যমে নিয়োগ-প্রার্থীদের বায়োডাটা  
সংগ্রহ করে যথাযথ প্রক্রিয়ার মাধ্যমে নিয়োগ সংক্রান্ত কাজ সম্পন্ন করা হয়।  
এছাড়া বিভিন্ন মাধ্যম থেকে প্রাণ্শ বায়োডাটা সংরক্ষণ করে এবং সংস্থার  
চাহিদা অনুযায়ী নিয়োগ প্রদান করা হয়।

### স্টাফ মূল্যায়ন/পদোন্নতি

সিদীপ সবসময় সহকর্মীদের পদোন্নতির ক্ষেত্রে ধারাবাহিকতা রক্ষার চেষ্টা  
করে। সহকর্মীদের মেধা, দক্ষতা, কাজের মান, কৌশলগত নেতৃত্ব, স্বচ্ছতা,  
উৎসাহ, দায়িত্ব-কর্তব্য ইত্যাদি উর্ধ্বতন কর্তৃপক্ষ কর্তৃক নির্দিষ্ট সময় পর পর  
নির্ধারিত মূল্যায়ন ফরমের মাধ্যমে অথবা লিখিত ও মৌখিক পরীক্ষার মাধ্যমে  
মূল্যায়ন করা হয়। এক্ষেত্রে ম্যানুয়েল/সার্কুলারের নির্দেশনা অনুসরণ করে  
স্বচ্ছতা ও জবাবদিহিতার ভিত্তিতে পদোন্নতি প্রদান করা হয়। ২০১৪-১৫  
অর্থবছরে মোট ১৫৪ জন কর্মকর্তাকে বিভিন্ন পদে পদোন্নতি দেয়া হয়েছে।

## স্টাফ বেনিফিটস এবং সিকিউরিটি

সিদীপ তার স্টাফদের সোস্যাল সিকিউরিটি ও বেনিফিটস-এর ব্যাপারে সর্বদাই ইতিবাচক ধারণা পোষণ করে থাকে। পাশাপাশি অন্যান্য সংস্থার সাথে সংগঠিত রেখে সংস্থার আর্থিক দিক বিবেচনায় এনে স্টাফদেরকে বিভিন্ন ধরনের বেনিফিটস দিয়ে থাকে। বর্তমান প্রচলিত বেনিফিটসগুলোর মধ্যে উল্লেখযোগ্য হলো প্রভিডেন্ট ফাস্ট, গ্যাচুইটি, বার্ষিক ইনক্রিমেন্ট, উৎসব ভাতা, ছুটি সংক্রান্ত সুবিধা, খণ্ড গ্রহণ সংক্রান্ত সুবিধা ও মৃত্যুজনিত ক্ষতিপূরণ। তাছাড়া বেতনের অংশ হিসেবে বাড়ি ভাড়া, চিকিৎসা ভাতা, যাতায়াত ভাতা, মাঠ ভাতা ইত্যাদি ছাড়াও ভ্রমণ ভাতা, অবস্থান ভাতা, মোবাইল ভাতা ও মোটর সাইকেল ভাতা বিদ্যমান রয়েছে।

## মৃত্যুজনিত ক্ষতিপূরণ তহবিল

সিদীপ তার স্টাফদের কল্যাণার্থে প্রতিষ্ঠানের সামর্থ্য অনুযায়ী বিভিন্ন সুবিধাদি প্রদানের সর্বাঙ্ক চেষ্টা করে থাকে। এরই অংশ হিসেবে সিদীপ-এ কর্মরত অবস্থায় কোন স্টাফ মৃত্যুবরণ করলে তার পরিবার-পরিজন ও ছেলেমেয়েদের ভবিষ্যতের আর্থিক

নিরাপত্তার বিষয়টি বিবেচনায় এনে জানুয়ারি '১৪ হতে 'মৃত্যুজনিত ক্ষতিপূরণ তহবিল' চালু করা হয়েছে। কোন স্টাফ স্থায়ী হওয়ার পর এই তহবিলে যদি একটি প্রিমিয়ামের টাকা জমা করে চাকরিরত অবস্থায় মৃত্যুবরণ করেন সেক্ষেত্রে তিনি এই তহবিলের প্রদত্ত সুবিধা প্রাপ্য হবেন। তহবিল গঠনের জন্য প্রত্যেক স্থায়ী স্টাফের মূল বেতনের ২.৫% টাকা কর্তন করে 'কর্মকর্তা/কর্মচারী মৃত্যুজনিত ক্ষতিপূরণ তহবিল' (Staff Death Coverage Fund)-এ জমা করা হয়। প্রতি মাসে স্টাফদের নিকট হতে যে পরিমাণ টাকা আদায় হয় সিদীপ তার সম্পরিমাণ টাকা উক্ত তহবিলে জমা করে থাকে।

তহবিলের সুবিধা ও পরিশোধের নিয়ম: তহবিলভুক্ত কোন স্টাফ কর্মরত অবস্থায় মৃত্যুবরণ করলে তার নির্বাচিত নমিনি সিদীপ কর্তৃক নির্ধারিত হারে সুবিধা প্রাপ্য হবেন (তার নিজস্ব অন্যান্য প্রাপ্য টাকার অতিরিক্ত)। অন্যদিকে তহবিলভুক্ত কোন স্টাফ ঘোষিত চাকরি হতে অব্যাহতি গ্রহণ করলে বা অসদাচারণ ব্যতীত অন্য কোন কারণে তাকে চাকরি হতে অব্যাহতি প্রদান করা হলে তিনি উক্ত তহবিলে তার নিজস্ব জমাকৃত সমুদয় টাকা ছড়ান্ত হিসাব নিষ্পত্তির সময় প্রাপ্য হবেন।

## একজন সহকর্মীর মৃত্যুতে তাঁর প্রাপ্য টাকা ও মৃত্যুজনিত ক্ষতিপূরণ তহবিল হতে ৩ লক্ষ টাকা প্রদান

সিদীপ-এর সিনিয়র ফিল্ড অফিসার সৈয়দ ফিরোজ আলম ২০১০ সালের ২১ জুলাই সংস্থার ওয়ার্কক ব্রাঞ্চে যোগদান করেন। তিনি একজন সৎ ও দায়িত্বশীল কর্মকর্তা ছিলেন এবং অত্যন্ত নিষ্ঠা ও আন্তরিকতার সাথে তার উপর অর্পিত দায়িত্ব পালন করে আসছিলেন। তিনি সর্বশেষ সংস্থার মহামায়া ব্রাঞ্চে কর্মরত অবস্থায় অসুস্থতাজনিত কারণে ছাটিতে থাকাকালে ২৯ অক্টোবর ২০১৪ ইন্টেকাল করেন।

উক্ত কর্মকর্তার মরদেহ এ্যাম্বুলেন্সে করে তার গ্রামের বাড়ি সিরাজগঞ্জে নিয়ে যাওয়া সহ অন্যান্য খরচ বাবদ ১৩,৬০০ টাকা প্রতিষ্ঠান থেকে বহন করা হয়।

উল্লিখিত ঘটনার প্রেক্ষিতে সৈয়দ ফিরোজ আলম-এর ছড়ান্ত হিসাব নিষ্পত্তি করে প্রতিষ্ঠানের নিকট তার নিজস্ব প্রাপ্য ১,৪৭,১২১ টাকা এবং মৃত্যুজনিত

ক্ষতিপূরণ তহবিল' হতে প্রাপ্য ৩,০০,০০০ টাকা নিয়ে সর্বমোট ৪,৪৭,১২১ টাকার চেক তার পরিবারের সদস্যদের কাছে হস্তান্তর করা হয়।



সদ্য প্রয়াত সৈয়দ ফিরোজ আলম-এর মা ও স্ত্রীর হাতে 'চেক' তুলে দিচ্ছেন সিদীপ-এর পরিচালক (প্রোগ্রাম)

# জনবলের অবস্থান

পদবী	জন
নির্বাহী পরিচালক	১
পরিচালক (প্রোগ্রাম)	১
ডেপুটি জেনারেল ম্যানেজার	২
এ্যাসিস্ট্যান্ট জেনারেল ম্যানেজার (ফিল্যাপ্স)	১
ম্যানেজার (ক্রিটিক প্রোগ্রাম)	২
ম্যানেজার (স্পেশাল প্রোগ্রাম)	১
এ্যাসিস্ট্যান্ট ম্যানেজার (ফিল্যাপ্স)	১
এ্যাসিস্ট্যান্ট ম্যানেজার (ক্রিটিক প্রোগ্রাম)	১
এ্যাসিস্ট্যান্ট ম্যানেজার (এমআইএস)	১
এ্যাসিস্ট্যান্ট ম্যানেজার (স্পেশাল প্রোগ্রাম)	১
সিনিয়র এডমিন অফিসার	১
সিনিয়র অডিট অফিসার	১
রিসার্চ এন্ড পার্সনেলকেশন অফিসার	১
সিনিয়র এমআইএস অফিসার	১
এডমিন অফিসার	১
একাউন্টস অফিসার	১
জুনিয়র এডমিন অফিসার	১
এ্যাসিস্ট্যান্ট একাউন্টস অফিসার	৩
জুনিয়র এ্যাসি. এডমিন অফিসার	২
জুনিয়র এ্যাসি. এডমিন অফিসার	১
জুনিয়র এ্যাসি. এমআইএস অফিসার	১
এক্সেকিউটিভ অফিসার	৬
ক্যাশ অফিসার	১
জুনিয়র ক্যাশ অফিসার	১
স্টের এন্ড ডেসপাস ইনচার্জ	১
ড্রাইভার	৬
হাউজকিপার	১
পিয়ান	৪
কুক	২
উপমোট	৪৮
জোনাল ম্যানেজার	৩
এরিয়া ম্যানেজার	২০
ব্রাঞ্চ ম্যানেজার	১১৭
অডিটর	১১
ব্রাঞ্চ হিসাবরক্ষক	৭১
মাইক্রো-এন্টারপ্রাইজ অফিসার	৯৫
ফিল্ড অফিসার	৫৮৯
পিয়ান ও কুক	১৬৯
উপমোট	১,০৭৫
ফিল্ড অফিসার (শিক্ষা সহায়তা কর্মসূচি)	৯২
শিক্ষিকা (শিক্ষা সহায়তা কর্মসূচি)	১,৯২০
উপমোট	২,০১২
মনিটরিং অফিসার/এডুকেশন প্রজেক্ট অফিসার (সিদীপ মডার্ন স্কুল)	৫
প্রধান শিক্ষক/টিম লিডার, সহকারী শিক্ষক ও আয়া (সিদীপ মডার্ন স্কুল)	৭২
উপমোট	৭৭
উপ-সহকারী কমিউনিটি মেডিকেল অফিসার	১৬
বাস্তু-সেবিকা	১৬
উপমোট	৩২
সর্বমোট	৩,২৪৪

৩০ জুন ২০১৫ পর্যন্ত

## প্রশিক্ষণ

সিদীপ-এর মানবসম্পদ উন্নয়ন/প্রশিক্ষণ বিভাগ সহকর্মীদের কাজের গুণগত মান ও দক্ষতা উন্নয়নের জন্য বিভিন্ন ধরনের প্রশিক্ষণ কার্যক্রম পরিচালনা সহ এ সংক্রান্ত বিভিন্ন কর্মশালার আয়োজন করে থাকে। মাঝেমধ্যে অভিষ্ঠ জনগোষ্ঠীর জন্যও প্রশিক্ষণ ও কর্মশালা আয়োজন করা হয়। দক্ষ, যোগ্যতাসম্পন্ন ও অভিজ্ঞ প্রশিক্ষকগণ প্রশিক্ষণ কার্যক্রমে নিয়োজিত রয়েছেন। পাশাপাশি অন্যান্য সহযোগী প্রতিষ্ঠান ও কর্মসূচির স্থায়িত্ব ও গুণগত মান বৃদ্ধির জন্য বিভিন্ন ধরনের প্রশিক্ষণের ব্যবস্থা করে থাকে।

সিদীপ-এর প্রশিক্ষণসমূহ -

ক. মানবিক উন্নয়ন প্রশিক্ষণ

খ. পেশাগত দক্ষতা উন্নয়ন প্রশিক্ষণ।

নিম্নোক্ত লক্ষ্য ও উদ্দেশ্যকে সামনে রেখে এসব প্রশিক্ষণ দেওয়া হয়।

## মানবিক উন্নয়ন প্রশিক্ষণ

এ প্রশিক্ষণের উদ্দেশ্য হলো অংশহণকারীকে সমাজ ও তার পারিপার্শ্বিক অবস্থা সম্পর্কে সচেতন করা, বিশ্লেষণধর্মী ক্ষমতার উন্নয়ন ঘটানো এবং সমস্যার গভীরে প্রবেশ করতে সহায়তা করা। প্রশিক্ষণসমূহ হলো মৌলিক প্রশিক্ষণ, ব্যবস্থাপনা কৌশল, ব্রাঞ্ছ পরিচালনা ও ব্যবস্থাপনা, পরিকল্পনা প্রণয়ন কৌশল, সম্ভয় ও খাণ ব্যবস্থাপনা, অর্থ ব্যবস্থাপনা, প্রকল্প ব্যবস্থাপনা, উদ্যোগ সৃষ্টি, গ্রাম সংগঠন উন্নয়ন ও ব্যবস্থাপনা, সচেতনতা সৃষ্টি, নেতৃত্বের উন্নয়ন, পরিবীক্ষণ ও মূল্যায়ন, অফিস ব্যবস্থাপনা, হিসাবরক্ষণ ব্যবস্থাপনা, দল গঠন ও দলীয় গতিশীলতা অনুশীলন ইত্যাদি।

## পেশাগত দক্ষতা উন্নয়ন প্রশিক্ষণ

এ প্রশিক্ষণের উদ্দেশ্য হলো অংশহণকারীকে সংশ্লিষ্ট কার্যক্রম সম্পর্কে স্বচ্ছ ও উপযুক্ত ধারণা প্রদান এবং বাস্তবতা সম্পর্কে সম্যক জ্ঞান অর্জনে সহায়তা করা যাতে তারা পরিস্থিতি অনুযায়ী উপযুক্ত সিদ্ধান্তের ভিত্তিতে বিভিন্ন প্রকার আয় বৃদ্ধির প্রকল্প নির্বাচন ও বাস্তবায়ন করতে পারেন। বিশেষ করে মাঠ পর্যায়ের কর্মকর্তাগণকে এ প্রশিক্ষণসমূহ দেয়া হয় যাতে তারা উপকারভোগীগণকে সরাসরি তাদের সেবা দিয়ে সহযোগিতা প্রদান করতে পারেন।

কর্মীর দক্ষতা, পেশাগত জ্ঞান, আচরণগত উন্নয়ন এবং কাজের গুণগত মান বৃদ্ধির জন্য প্রশিক্ষণ বিভাগ সকল পর্যায়ের কর্মী ও কর্মকর্তাদের প্রতিনিয়ত প্রশিক্ষণ, কর্মশালা, সভা ও সেমিনারের ব্যবস্থা করে। ২০১৪-২০১৫ অর্থবছরে যে সকল কোর্সের উপর প্রশিক্ষণ প্রদান করা হয়েছে নিম্নে তার তথ্য উপস্থাপন করা হলো।

### প্রশিক্ষণ-এর তালিকা

ক্র. নং	কোর্সের নাম	মেয়াদকাল	প্রশিক্ষণার্থী			
			সংস্থা কর্তৃক	পিকেএসএফ	সিডিএফ	মোট
১	ক্ষুদ্র বীমা কার্যক্রম বাস্তবায়ন	২০-২৫ আগস্ট '১৪	-	২ জন	-	২ জন
২	সংগ্রহ ও ক্ষুদ্র ঋণ ব্যবস্থাপনা	১৩-১৫ সেপ্টেম্বর '১৪	২৫ জন (এফও)	-	-	২৫ জন
৩	কর্মশালা	২১- ২২ সেপ্টেম্বর		১ জন	-	১ জন
৪	অর্থিক পণ্যের নকশা প্রণয়ন ও পণ্যের বহনযৌক্তিকরণ	১৪-১৬ অক্টোবর '১৪		২ জন	-	২ জন
৫	হিসাব ও আর্থিক ব্যবস্থাপনা	১৮-২১ অক্টোবর '১৪		২ জন	-	২ জন
৬	ধান উৎপাদন	০১-০৬ নভেম্বর '১৪		১ জন	-	১ জন
৭	প্রাথমিক স্বাস্থ্য সেবা সচেতনতা	১৫-২০ নভেম্বর '১৪	১৬ জন		-	১৬ জন
৮	পরীক্ষণ ও মূল্যায়ন	১৮-২২ নভেম্বর '১৪		২ জন	-	২ জন
৯	প্রশিক্ষকের জন্য প্রশিক্ষণ	২২-২৬ নভেম্বর '১৪		২ জন	-	২ জন
১০	কম্পিউটার হার্ডওয়্যার এবং সফটওয়্যার	২২-২৩ নভেম্বর '১৪	১৭ জন	-	-	১৭ জন
১১	কম্পিউটার হার্ডওয়্যার এবং সফটওয়্যার	২৪-২৫ নভেম্বর '১৪	১৪ জন	-	-	১৪ জন
১২	কম্পিউটার হার্ডওয়্যার এবং সফটওয়্যার	২৬-২৭ নভেম্বর '১৪	১৪ জন	-	-	১৪ জন
১৩	কম্পিউটার হার্ডওয়্যার এবং সফটওয়্যার	২৯-৩০ নভেম্বর '১৪	১৬ জন	-	-	১৬ জন
১৪	আর্থিক ব্যবস্থাপনা প্রশিক্ষণ	২৯-৩০ নভেম্বর	১৬ জন		-	১৬ জন
১৫	কম্পিউটার হার্ডওয়্যার এবং সফটওয়্যার	০৮-০৫ ডিসেম্বর '১৪	১৩ জন	-	-	১৩ জন
১৬	কম্পিউটার হার্ডওয়্যার এবং সফটওয়্যার	০৬-৭ ডিসেম্বর '১৪	১২ জন	-	-	১২ জন
১৭	কম্পিউটার হার্ডওয়্যার এবং সফটওয়্যার	০৮-০৯ ডিসেম্বর '১৪	১৯ জন	-	-	১৯ জন
১৮	ক্ষুদ্র�খণ কার্যক্রম ব্যবস্থাপনা	১৩-১৪ ডিসেম্বর '১৪	১৩ জন	-	-	১৩ জন
১৯	ক্ষুদ্রোখণ কার্যক্রম ব্যবস্থাপনা	১৭-১৮ ডিসেম্বর '১৪	১২ জন	-	-	১২ জন
২০	মৌলিক প্রশিক্ষণ	২০-২১ ডিসেম্বর '১৪	১৮ জন	-	-	১৮ জন
২১	মৌলিক প্রশিক্ষণ	২২-২৩ ডিসেম্বর '১৪	১৭ জন	-	-	১৭ জন
২২	মৌলিক প্রশিক্ষণ	২৭-২৮ ডিসেম্বর '১৪	১৬ জন	-	-	১৬ জন
২৩	ক্ষুদ্রোখণ কার্যক্রম ব্যবস্থাপনা	২৯-৩০ ডিসেম্বর '১৪	১৩ জন	-	-	১৩ জন
২৪	আর্থিক ব্যবস্থাপনা	২৫-২৯ জানুয়ারী '১৫	২ জন	-	-	২ জন
২৫	মাইক্রো এন্টারপ্রাইজ এন্ড স্মেল এন্ড মিডিয়াম এন্টারপ্রাইজ অপারেশন	৮-১২ মার্চ '১৫	-	২ জন	-	২ জন
২৬	হিসাব ও আর্থিক ব্যবস্থাপনা	১৪-১৬ মার্চ '১৫		২ জন	-	২ জন
২৭	দলীয় গতিশীলতা, সংগ্রহ ও ক্ষুদ্রোখণ ব্যবস্থাপনা	১৪- ১৭ মার্চ '১৫		২ জন	-	২ জন
২৮	ইন্টারনাল অডিট	১৯- ২৩ এপ্রিল '১৫		২ জন	-	২ জন
২৯	আভ্যন্তরীণ নিরীক্ষা সহায়ক প্রশিক্ষণ	১৬-৩১ এপ্রিল '১৫	৯০ জন	-	-	৯০ জন
৩০	রিস্ক ম্যানেজমেন্ট	২৬- ২৮ এপ্রিল '১৫		৩ জন	-	৩ জন
৩১	কম্পিউটার সফটওয়্যার এন্ড হার্ডওয়্যার	১৮-৩১ এপ্রিল '১৫	৯০ জন		-	৯০ জন
৩২	সংগ্রহ ও ক্ষুদ্র ঋণ ব্যবস্থাপনা	০৯-১১ মে '১৫	১৯ জন	-	-	১৯ জন
৩৩	রেকর্ড কিপিং ও রিপোর্টিং	২৩-২৪ মে '১৫	২০ জন	-	-	২০ জন
৩৪	আভ্যন্তরীণ নিরীক্ষা সহায়ক প্রশিক্ষণ	৩০-৩১ মে '১৫	৯ জন	-	-	৯ জন



উপরোক্ত প্রশিক্ষণ ছাড়াও প্রধান কার্যালয়ের ২ জন কর্মকর্তা ড্যাফোডিল ইউনিভার্সিটির মাধ্যমে এন্টারপ্রেইনারশিপের উপর প্রশিক্ষণ গ্রহণ করেন এবং ১ জন কর্মকর্তা আইএনএম কর্তৃক আয়োজিত ৬ মাস মেয়াদী মাইক্রোক্রেডিট ডিপ্লোমা কোর্সে ভর্তি হয়েছেন।

### পিকেএসএফ কর্তৃক আয়োজিত প্রশিক্ষণে অংশগ্রহণ

২০১৪-২০১৫ অর্থবছরে সংস্থার নিজস্ব প্রশিক্ষণ ছাড়াও পিকেএসএফ-এর মাধ্যমে সংস্থার ১৮ জন কর্মকর্তাকে আর্থিক ব্যবস্থাপনা, মাইক্রো এন্টারপ্রাইজ এন্ড অল এন্ড মিডিয়াম এন্টারপ্রাইজ অপারেশন, দলীয় গতিশীলতা, সঞ্চয় ও ক্ষুদ্রখণ্ড ব্যবস্থাপনা, রিস্ক ম্যানেজম্যান্ট সহ বিভিন্ন কোর্সের উপর প্রশিক্ষণ করানো হয়েছে।

# গবেষণা ও প্রকাশনা



## গবেষণা

### গ্রামবাংলায় উদ্ভাবনীমূলক অর্থনৈতিক কর্মকাণ্ড

গ্রামবাংলার মানুষ নানারকম উদ্ভাবনীমূলক অর্থনৈতিক কর্মকাণ্ডের সঙ্গে জড়িত। দরিদ্র মানুষ কাজের অভাবে বসে না থেকে নিজ উদ্যোগে বিভিন্ন কাজ বেছে নেয়। এসব কাজের মধ্যে তাদের উদ্ভাবনীমূলক বুদ্ধিমত্তার পরিচয় পাওয়া যায়। এসব কর্মকাণ্ড আমাদের অর্থনীতিতে গুরুত্বপূর্ণ ভূমিকা রাখে। অথচ এসব কাজ আমাদের আলোচনায় কম আসে। এ ধরনের কর্মকাণ্ড ধরে রাখতে ক্ষুদ্রখণ্ড প্রদানকারী সংস্থাসমূহ দরিদ্র মানুষকে খণ্ড দিয়ে থাকে। অনুকূল পরিবেশ ও সহযোগিতা পেলে এসব উদ্ভাবনীমূলক কর্মকাণ্ড আরো বিকশিত ও সম্প্রসারিত হতে পারে। গ্রামবাংলায় উদ্ভাবনীমূলক অর্থনৈতিক কর্মকাণ্ডের বৈচিত্র্য দেখার জন্য ও এতে ক্ষুদ্রখণ্ডের ভূমিকা কি তা অনুসন্ধানের জন্য সরেজমিনে পরিদর্শন করে গত বছর উদ্যোক্তাদের কেসস্টাডি সংগ্রহের একটি কাজ শুরু করা হয়েছিল।

এ কাজের ধারাবাহিকতায় চলতি বছর লেখক ও গবেষক মনজুর শামস নারায়ণগঞ্জ, মুসিগঞ্জ, কুমিল্লা, লক্ষ্মীপুর, নোয়াখালী এবং চট্টগ্রাম ইত্যাদি জেলার প্রত্যন্ত গ্রামাঞ্চল থেকে বহু উদ্যোক্তার কেসস্টাডি সংগ্রহ করেন। তাঁকে সার্বিক সহযোগিতা করেছেন সিদ্বীপের ম্যানেজার (স্পেশাল প্রোগ্রাম) জনাব মো. তারিকুল ইসলাম। এসব কেসস্টাডিতে বেঁচে থাকার সংগ্রামে দরিদ্র মানুষের বিরাট উদ্ভাবনী শক্তির পরিচয় ফুটে উঠেছে। কেসস্টাডিগুলো একটি বই আকারে প্রকাশ করার সিদ্ধান্ত নেওয়া হয়েছে।



### রচনা-প্রতিযোগিতা

সংস্থার শিক্ষা সহায়তা কর্মসূচিতে নিয়োজিত শিক্ষিকাদের জন্য ‘শিশুদের পড়ানোর সাথে সাথে আর কী কী করা যায়’ শীর্ষক একটি রচনা প্রতিযোগিতা আয়োজন করা হয়েছিল। বিরাট সংখ্যক রচনা থেকে প্রধান কার্যালয়ের কর্মকর্তাদের পরীক্ষণের ভিত্তিতে ১৪টি অঞ্চলের প্রতিটি থেকে ১ম, ২য় ও ৩য় স্থান অর্জনকারী ও ৪২ জন বিজয়ীর মধ্য থেকে আবার একজন শ্রেষ্ঠ রচনালেখক নির্বাচন করা হয়। বিজয়ী শিক্ষিকাদের প্রত্যেককে অর্থ-পুরস্কারসহ সনদপত্র, কাজী নজরুল ইসলামের ‘সঞ্চিতা’ ও রুশিদান ইসলাম রহমানের গল্লের বই ‘লাস্ট বেঢ়ের ছেলেটি’ ইত্যাদি পুরস্কার প্রদান করা হয়।

### গ্রন্থাগার

চলতি অর্থবছরে বাংলা একাডেমি আয়োজিত একুশে বইমেলা ও সময়ে সময়ে বিভিন্ন বইয়ের দোকান থেকে গুরুত্বপূর্ণ বই কিনে সংস্থার প্রধান কার্যালয়ে একটি গ্রন্থাগার গড়ে তোলা ও সমৃদ্ধ করা হয়েছে।

# প্রকাশনা

## ২০১৩-১৪ সালের বার্ষিক প্রতিবেদন, শিক্ষা প্রতিবেদন ও অন্যান্য

‘বার্ষিক প্রতিবেদন ২০১৩-১৪’ প্রথমবারের মতো ইংরেজি ও বাংলায় দুই ভাষায় এক মলাটে প্রকাশ করা হয়। সেই সঙ্গে ‘শিক্ষা প্রতিবেদন ২০১৩-১৪’ প্রকাশিত হয়। এছাড়া ২০১৫ সালের জন্য একটি সুদৃশ্য দেয়াল পঞ্জিকা ও একটি দিনলিপি প্রকাশ করে তা প্রধান কার্যালয় ও সকল শাখায় কর্মকর্তা-কর্মীদের মাঝে ও সংস্থার বিভিন্ন শুভানুধ্যায়ীর মাঝে বিতরণ করা হয়।

### শিক্ষায় সহায়তা ও শিশুদের পড়ানোর কৌশল

প্রকাশ: অক্টোবর ২০১৪

নির্বাহী পরিচালকের লেখা ‘মানব-সক্ষমতা বৃদ্ধির লক্ষ্যে প্রাণিক ও গরিব পরিবারের শিক্ষার্থীতে সামাজিক সহায়তা’ শীর্ষক রচনা, ‘শিক্ষা সহায়তা কর্মসূচি’ বিষয়ে সিদীপ কর্মকর্তা ও মাঠপর্যায়ের কর্মীদের লেখা ৪টি রচনা ও ‘শিশুদের ভালভাবে পড়ানোর কৌশল : আমার অভিভ্রতা’ শীর্ষক রচনা-প্রতিযোগিতায় যেসব শিক্ষিকা বিজয়ী হয়েছিলেন তাদের ৩টি লেখা নিয়ে ‘শিক্ষায় সহায়তা ও শিশুদের পড়ানোর কৌশল’ পুষ্টিকাটি প্রকাশ করা হয়। পিকেএসএফ কর্তৃক আয়োজিত উন্নয়ন মেলায় এটি পাঠক-দর্শকের দৃষ্টি আকর্ষণ করেছিল।



### শিক্ষা সহায়তা কর্মসূচি : পরিচিতি ও বাস্তবায়ন পদ্ধতি

প্রকাশ: মে ২০১৫

যারা শিক্ষানুরাগী ও যারা নিজেরা শিক্ষা সহায়তা কর্মসূচির অনুরূপ কর্মসূচি চালান তারা প্রায়ই এ সম্পর্কে জানতে চান। কর্মসূচিটি আসলে কিরূপ এবং কিভাবে চলে সে সম্পর্কে একটি গ্রন্থ থাকলে অনেকেই সহজে একটা ঘচ্ছ ধারণা পেতে পারেন। এ চিঠা থেকেই ‘শিক্ষা সহায়তা কর্মসূচি : পরিচিতি ও বাস্তবায়ন পদ্ধতি’ শীর্ষক এ গ্রন্থটি প্রস্তুত করা হয় ও বিভিন্ন পর্যায়ে তা বিতরণ করা হয়।

### লক্ষ্য : শিক্ষা-উন্নয়ন ও শিশুদের পড়ানোর কৌশল

প্রকাশ: মে ২০১৫

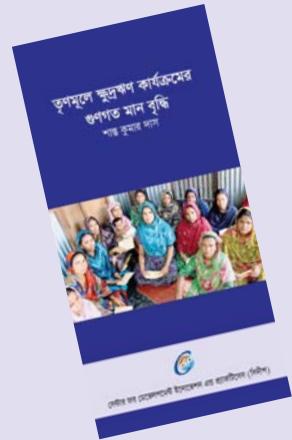
নির্বাহী পরিচালকের লেখা ‘লক্ষ্য হোক শিক্ষা-উন্নয়ন’ শীর্ষক একটি রচনা এবং ‘শিশুদের ভালভাবে পড়ানোর কৌশল : আমার অভিভ্রতা’ শীর্ষক রচনা-প্রতিযোগিতায় যেসব শিক্ষিকা বিজয়ী হয়েছিলেন তাদের ৬টি লেখা নিয়ে ‘লক্ষ্য : শিক্ষা-উন্নয়ন ও শিশুদের পড়ানোর কৌশল’ পুষ্টিকাটি প্রকাশ করা হয়।



## ক্ষুদ্রঋণ কার্যক্রমের গুণগত মান বৃদ্ধি

প্রকাশ: মে ২০১৫

ক্ষুদ্রঋণ কার্যক্রমের গুণগত মান ভাল থাকলে প্রতিষ্ঠানের সুনাম হয়। বর্তমানে ক্ষুদ্রঋণ সংস্থাসমূহ যেভাবে সামনের দিকে এগোচ্ছে তাতে এই কার্যক্রমের গুণগত মান বৃদ্ধি করতে না পারলে ভবিষ্যতে সামনের দিকে এগোনো অসম্ভব হয়ে পড়বে এবং সুনাম ক্ষুণ্ণ হবে। কার্যক্রমের গুণগত মান বৃদ্ধির জন্য সিদীপের ম্যানেজার (ক্রেডিট প্রোগ্রাম) শান্ত কুমার দাস ‘একটি ব্রাহ্মকে ভাল রাখার কৌশল’ এবং ‘আমি আমার ব্রাহ্মকে কিভাবে দেখতে চাই’ এই বিষয়ের উপর দুটি লেখা তৈরি করেছিলেন। যদি ব্রাহ্মে এই বিষয়গুলো যথাযথভাবে বাস্তবায়ন করা হয়, তাহলে ক্ষুদ্রঋণ কার্যক্রমের গুণগত মান বৃদ্ধি পাবে – এই প্রত্যাশায় লেখা দুটো নিয়ে একটি ব্রেশিউর প্রস্তুত করা হয়। এটি প্রত্যেক শাখায় কর্মীদের পড়ার জন্য দেওয়া হয়েছে।



## শিক্ষালোক

সিদীপ-এর শিক্ষা বিষয়ক নিয়মিত বুলেটিন

চলতি অর্থবছরে সিদীপের শিক্ষা বিষয়ক বুলেটিন ‘শিক্ষালোক’-এর মোট ৯টি সংখ্যা প্রকাশিত হয়েছে। সংস্থার প্রত্যেক শাখার মাধ্যমে এটি গ্রাম পর্যায়ে শিক্ষা-সংশ্লিষ্ট ব্যক্তিবর্গকে দেওয়া হয়। আমাদের শুভানুধ্যায়ী, দেশের বিভিন্ন লেখক, বৃদ্ধিজীবী, বিশিষ্ট সমাজকর্মী, পত্রপত্রিকার সম্পাদক, এনজিওর নেতৃত্বানীয় ব্যক্তি, বিশ্ববিদ্যালয়ের শিক্ষক প্রমুখকে ডাকযোগে শিক্ষালোক পোঁছে দেওয়া হয়। চলতি সংখ্যা সবসময় সংস্থার ওয়েবসাইটে পাওয়া যায়।

এ বছর শিক্ষালোক-এর কয়েকটি উল্লেখযোগ্য সংখ্যা ছিল: গ্রামীণ উন্নয়ন কর্মকাণ্ডের অংশী পথিক ড. আখতার হামিদ খান, বিশিষ্ট কবি ও মর আলী, ক্ষুলে ‘বাড়ির কাজ’ বন্ধের প্রবক্তা ইব্রাহীম সোবহান প্রমুখ ব্যক্তিত্বের উপর প্রকাশিত সংখ্যা।

শিক্ষালোকে প্রকাশিত কয়েকটি উল্লেখযোগ্য লেখা:

সালেহা বেগমের ‘রবীন্দ্রনাথ - গ্রাম-উন্নয়নের চিন্তায় ও কর্মধারায়’, মোহাম্মদ ইয়াহিয়ার ‘এনজিওদের দ্বিতীয় লক্ষ্য হোক শিক্ষা-উন্নয়ন’, আলমগীর খানের ‘শিক্ষা ও সংকৃতিচর্চার মেলবন্ধন হোক’, সালেহা বেগমের ‘শিলাইদহে রবীন্দ্রনাথের সাহিত্যচর্চা’ ইত্যাদি।



বিভিন্ন সংখ্যায় আচার্য জগদীশচন্দ্র বসু, রবীন্দ্রনাথ ঠাকুর, আহমদ ছফা, ভাই গিরিশচন্দ্র সেন প্রমুখ খ্যাতিমান লেখকের পুরনো মূল্যবান লেখা ছাপা হয়েছে যাতে সুধীমহলে শিক্ষালোকের প্রতি আগ্রহ বৃদ্ধি পেয়েছে।

শতবর্ষের বেশি পুরনো বিভিন্ন ক্ষুলের ইতিহাস, নিবেদিত-প্রাণ শিক্ষক-শিক্ষিকা, নিবেদিত-প্রাণ সমাজকর্মী, প্রত্যন্ত হামাঞ্চলে দরিদ্র মানুষের বিভিন্ন উঙ্গাবন্নীমূলক অর্থনৈতিক কর্মকাণ্ড ইত্যাদি নিয়ে বিভিন্ন লেখা শিক্ষালোকে নিয়মিত প্রকাশিত হয়েছে।

গল্প, কবিতা, বই-আলোচনা, সংস্থার শিক্ষা সহায়তা কর্মসূচিতে নিয়োজিত শিক্ষিকাদের লেখা, সংস্থার কর্মকাণ্ড ইত্যাদি নিয়মিত বিষয় হিসেবে থাকে। প্রকাশিত কোনো কোনো গল্প উচ্চ প্রশংসা লাভ করেছে। আমেরিকা-প্রবাসী বাংলাদেশের বিশিষ্ট বিজ্ঞানী ড. আশরাফ আহমেদের গল্পের ভঙ্গিতে লেখা সমাজ ও বিজ্ঞান বিষয়ক লেখাসমূহ পাঠকমহলে সমাদৃত হয়েছে।

ভবিষ্যতে ‘শিক্ষালোক’কে আরো আকর্ষণীয় করে তোলার চেষ্টা চলছে।

# সেমিনার

## মানব-সক্ষমতা বৃদ্ধির লক্ষ্যে বাদপড়া শিশুদের জন্য শিক্ষাকার্যক্রম

ঢাকায় বঙ্গবন্ধু আন্তর্জাতিক সম্মেলন কেন্দ্রে পল্লী কর্মসহায়ক ফাউণ্ডেশন (পিকেএসএফ) কর্তৃক আয়োজিত ‘উন্নয়ন মেলা’র দ্বিতীয় দিন ২৭ অক্টোবর ২০১৪ সকাল ১১ টায় সম্মেলন কেন্দ্রের মিডিয়া বাজার কক্ষে Building Human Capacity: Education Program for the Excluded শীর্ষক শিক্ষা বিষয়ক একটি সেমিনার অনুষ্ঠিত হয়। এতে মূল আলোচনা উপস্থাপন করেন টিএমএসএস-এর নির্বাহী পরিচালক ড. হোসনেয়ারা বেগম এবং সিদীপ-এর নির্বাহী পরিচালক মোহাম্মদ ইয়াহিয়া।

সেমিনারে প্রধান অতিথি হিসাবে উপস্থিত ছিলেন গণপ্রজাতন্ত্রী বাংলাদেশ-এর তত্ত্বাবধায়ক সরকারের সাবেক উপদেষ্টা এবং গণসাম্রাজ্য অভিযানের নির্বাহী পরিচালক জনাব রাশেদা কে. চৌধুরী। সেমিনারটিতে সভাপ্রস্থান ও সঞ্চালক-এর দায়িত্ব পালন করেন বেগম রোকেয়া বিশ্ববিদ্যালয়ের সম্মানিত উপাচার্য ও পিকেএসএফ-এর পরিচালনা পরিষদের সদস্য ড. এ. কে. এম. নূর-উন-নবী। সিদীপ-এর নির্বাহী পরিচালক তাঁর আলোচনায় সংস্থার শিক্ষা কর্মসূচির তথ্য তুলে ধরেন।

মোহাম্মদ ইয়াহিয়া তাঁর মানব-সক্ষমতা বৃদ্ধির লক্ষ্যে প্রাপ্তিক ও গরিব পরিবারের শিক্ষার্থীকে সামাজিক সহায়তা শীর্ষক মূল প্রবন্ধে উল্লেখ করেন, ‘কুল থেকে ঝরে পড়ার অনেক কারণ আছে। দারিদ্র্য নিশ্চয় প্রধান। এছাড়া, বাচ্চাদের ঘর থেকে যে সহযোগিতা লাগে এটি একটি বিশেষ কারণ হতে পারে। নিরক্ষর মা-বাবারা বাচ্চাদের কুলে পাঠাচ্ছেন। কুলে শিক্ষক সবার প্রতি নজর দিতে এবং সবার পড়া তৈরি করে দিতে পারছেন না। দরিদ্র বাবামা

ঘরেও বাচ্চাকে সহযোগিতা করতে পারছেন না। ঘরের সাহায্য নেই বলে কুলে পড়াশুনার চাপটা শিশুরা নিতে পারে না। একসময় এই শিশুদের অনেকেই কুল থেকে ঝরে পড়ে।’

তিনি আরো বলেন, ‘কিভাবে সহযোগিতাটা দেয়া যায় তা নিয়ে ভাবছিলাম। হ্যানীয় অফিসে এসে দুপুরে খাবার পর সহকর্মীদের নিয়ে বসলাম। সমস্যাটা নিয়ে কথা বললাম। গ্রামে কি এমন কোন শিক্ষিত মেয়ে বা মা পাওয়া যাবে যে বিকেলে দু ঘটা এ ধরনের বাচ্চাদের পরের কুলের পড়া শিখিয়ে দিতে পারবেন? সহকর্মীরা বলল, পাওয়া যাবে। সেদিনই গ্রামের পাঁচটি মেয়ে অফিসে আসল। সমস্যাটা তাদের বুবিয়ে দেয়া হল। আপনারা একটা জায়গা ঠিক করবেন, ১০-১৫টা এ ধরনের বাচ্চা চিহ্নিত করবেন, বিকালে তোটা থেকে ৫টা এই দুই ঘটা পড়া দেখিয়ে দেবেন। তারা উৎসাহের সাথে বললেন, কাজটি পারবেন। বললাম, আপনাকে ৫০০ টাকার একটি ছোট সম্মানী দেয়া হবে। পরের মাস থেকে ৫ জনই শুরু করলেন ৫টি কেন্দ্র। তারা পারলেন এবং খুব ভালভাবেই পারলেন। এদিকে ওদিকে সাড়া পড়ল। আরো অনেকেই কাজটা করতে চাইল। আমরা এই কর্মসূচিকে বললাম, শিক্ষা সহায়তা কর্মসূচি (শিসক)। প্রাইমারি কুলকে সাহায্য করা, কোন সমাজীয় কর্মসূচি নয়। ঝরে পড়া ঠেকানো। কুলের ছাত্রাঙ্গাসে থাকবে। পড়াশুনার এবং শাস্তির ভয় কেটে যাবে।’

এরপর মুক্ত আলোচনায় শিক্ষাক্ষেত্রের বিভিন্ন প্রতিবন্ধকতা, শিশুর পুষ্টিহীনতা, কারিকুলাম, শিক্ষাবন্ধী, ঝরে পড়া, শিশুর মনে অতিরিক্ত বইয়ের চাপ, কোচিং সেস্টোরের দৌরাত্য, বর্তমান পরীক্ষা পদ্ধতি ইত্যাদি বিষয় উঠে আসে।





## কেস স্টাডি

নাম : বানু বেগম

গ্রাম : সোনারগাঁও

জেলা : কুমিল্লা

## সুতার রশি এবং বানু বেগমের স্বপ্নছোঁয়া সোনার সংসার

বানু বেগমের বয়স এখন ষাট ছুঁই ছুঁই। একটি সোনার সংসারের স্বপ্ন দেখতেন সেই কিশোরী বয়স থেকে। সামাজিক প্রথার অনিবার্যতায় একদিন তার নিজের একটি সংসার হয়েছিল। সেই সংসারটিকেই আশৈশ্বর লালিত স্বপ্নে সাজাতে পেরেছেন তিনি। এই স্বপ্ন বাস্তবায়নে সুচারুভাবে কাজে লাগিয়েছেন পারিবারিক এবং নিজ গ্রামের গৌরবময় প্রতিহ্যকে, অর্থাৎ সুতা দিয়ে রশি তৈরির কর্মকুশলতাকে। উদয়ান্ত খেটেছেন নিজের লক্ষ্যকে সামনে রেখে। মজবুত হয়েছে পরিবারের আর্থিক ভিত। সঙ্গে সঙ্গে তা অবদান রেখে চলেছে দেশের অর্থনৈতিক অগ্রযাত্রায়ও।

সোনারগাঁওয়ে মোগড়াপাড়ার মানুষ বংশ পরম্পরায় রশি তৈরি করছেন। কোনো খোলা মাঠে দু প্রাণে বাঁশের খুঁটি গেড়ে বেশ কয়েক সারি করে নানা পুরুত্বের সুতা টানিয়ে খুঁটির এক প্রাণে কাঠের তৈরি বিশেষ যন্ত্রের ভেতর সব সুতা একসঙ্গে পাকিয়ে তৈরি হয় বিভিন্ন রঙের নানা পুরুত্বের রশি।

দশ বছর বয়স থেকেই বানু বেগম সুতা থেকে রশি তৈরির কাজ করে আসছেন। কাজ শিখেছেন বাবা ও মায়ের কাছে। তার বাবারও ছিল রশি তৈরির ছোটখাটো একটি কারখানা। সেখানে তখন তারা তুলা থেকে চরকায় সুতা কেটে তা দিয়ে রশি তৈরি করতেন। বিয়ের আগে ১৬/১৭ বছর বয়স পর্যন্ত বাবার বাড়িতে রশি তৈরির কাজ করেছেন। বিয়ের পর ঘামী আবৃত্তির বাড়িতে এসেও এ কাজই করতে থাকেন। তার ঘামীও একই গ্রামের ছেলে এবং বংশ পরম্পরায় তারাও সুতা থেকে রশি তৈরি করে আসছেন। তাদের দুই ছেলে ও এক মেয়ে। মেয়েকে বিয়ে দিয়েছেন। বড় ছেলে মাসুদ (২৬) এবং ছোট ছেলে রিয়াদও (২১) পারিবারিক ব্যবসায় জড়িত।

ব্যবসার পুঁজি বাড়তে ২০০৭ সাল থেকে তিনি সিদ্ধীপ থেকে ঝণ নিয়ে আসছেন।

তৈরিবাদি গ্রামসহ মোগড়াপাড়ার বেশ কয়েকটি গ্রামের মানুষের পেশা এই রশি তৈরি। তারা রশি সাধারণত ঢাকার চকবাজারের চক মোগলটুলিতে নিয়ে আড়তে বিক্রি করেন। বানু বেগমের ঘামী আবৃত্তির রহমান আমাদের জানালেন, তাদের উৎপাদিত রশি দৈনন্দিন নানা কাজে ব্যবহৃত হয়। গাড়ির টায়ার তৈরিতে ব্যবহৃত হয় তাদের তৈরি টায়ার-কর্ড নামের বিশেষ এক ধরনের রশি। চাহিদা অনুযায়ী খুবই উচ্চ মূল্যের এক ধরনের রশি তারা তৈরি করেন, যা দামি কার্পেট তৈরিতে দরকার হয়। ভেড়ার লোম দিয়ে তৈরি এ রশি কার্পেটের নকশায় ব্যবহৃত হয়।

ঢাকা ও চট্টগ্রামের গুদাম থেকে তিনি সুতা কিনে আনেন। বিদেশ থেকে আমদানিকৃত এসব সুতার কিছু কিছু আসে পাকানো অবস্থায়। সেগুলো শুধু সুতার কল বা টুইস্টার মেশিনে পাকিয়ে রশি তৈরি করে নেন। আবার অনেক সুতা আসে পাকহীন অবস্থায়, যেগুলোকে তারা কাঁচা সুতা বলে থাকেন। এই কাঁচা সুতাকে চরকিতে পাকিয়ে নিয়ে রশি তৈরি করতে হয়। বর্তমানে এ ব্যবসায় তার বিনিয়োগের পরিমাণ ১০ লাখ টাকা। মাসে তাদের এখন ৫০/৬০ হাজার টাকা লাভ থাকে। তিনি এখন দৈনিক ৬ জন লোক খাটান। এর ভেতর ৪ জন রয়েছেন কারিগর। একেকটা রশি তৈরির কল তারা ৫ হাজার টাকা খরচায় তৈরি করিয়ে নেন। এ ধরনের ৪টি কল রয়েছে তার। তারা বলেন এরকম রশির চাহিদা প্রতিনিয়ত বাড়ছে।

## কেস স্টাডি

নাম : রোকসানা বেগম  
 গ্রাম : খলিফারহাট  
 জেলা : নোয়াখালী



## রোকসানা বেগমের হোগলার কারুপণ্য

নোয়াখালীর খলিফারহাটে প্রায় সব বাড়িতেই হোগলা দিয়ে নানা সামগ্রী তৈরি হয়। এ গ্রামে রোকসানা বেগমের দোচালা ঘরটিতে হোগলাপাতার বেড়া, ওপরে পুরনো টিমের চাল। হোগলা দিয়ে তিনি পাটি ও দড়ি তৈরি করেন। পাখাও তৈরি করেন মাঝেমধ্যে। রোকসানার বাবার বাড়িও এ গ্রামেই। তারাও হোগলার পণ্য তৈরি করেন। বাবার বাড়ির এবং শুশুরবাড়ির পারিবারিক পেশা বলে ৯/১০ বছর বয়স থেকেই তিনি হোগলা দিয়ে নানান রকমের সামগ্রী তৈরি করতে শিখেছেন।

তার স্বামীর নাম নূরুল আমিন। বিয়ের পর দেখেছেন, হোগলার আয় ছাড়াও নূরুল আমিন এবং তার ভাইয়েরা ইটভটিতে কাজ করত। এতে কোনোরকমে সংসার চলত। এখনও তেমনই। রোকসানা মাসে ৯ হাজার হাত দড়ি তৈরি করতে পারেন। কিন্তু তার সত্তানের ছোট বলে পাটি তৈরির পরিমাণ কমে গেছে। এখন তিনি মাসে ৩০টির বেশি পাটি বানাতে পারেন না। বর্তমানে ১০০ হাত দড়ি বিক্রি করেন ২০ টাকায় এবং পাটি বিক্রি করেন ৭০/৮০ টাকায়।

প্রথমে তারা আঁটি হিসেবে হোগলাপাতা কিনে আনেন বাজার থেকে। বর্তমান বাজারে একেক আঁটি হোগলা কেনেন ৩০০ থেকে ৩৫০ টাকায়। হোগলা পাতার আঁটি খুলে উঠোনে বিছিয়ে রাতের কুয়াশায় ভিজিয়ে নেন। কুয়াশা বা শিশির না থাকলে সামান্য পানি ছিটিয়ে নেন। সারারাত উঠোনে বিছিয়ে রেখে সকালে একেকটি পাতাকে দুই ফালি করে নেন। কোনো কোনো সূক্ষ্ম সামগ্রী তৈরির সময় তারা একটি পাতাকে

তিনি/চার ফালি করেন।

তাদের তৈরি করা দড়ি বেপারিয়া বাড়ি থেকে কিনে নিয়ে যায়। হোগলার দড়ি দিয়ে চেয়ার, পাপোশ, ড্রাম আকারের বুড়ি, বালতি ইত্যাদিও তৈরি হয়। আর পাটিগুলো তারা বাজারে বা হাতে নিয়ে বিক্রি করেন।

হোগলা চাধিরা একবার কোনো ক্ষেতে হোগলা চাষ শুরু করলে নতুন করে তাদের আর চাষ করতে হয় না। হোগলা কেটে নেয়ার পর গোড়া থেকে আবার তা গজায়। বছরে দুবার – কার্তিক ও বৈশাখ মাসে তারা ক্ষেতে হোগলা কাটেন। এই হোগলা ক্ষেতে ফাঁকে ফাঁকে মরিচ, সয়াবিন ইত্যাদিও চাষ করেন।

রোকসানা বেগমের ২ মেয়ে ও ১ ছেলে। বড় মেয়ে রিয়ান আঙ্গুরের বয়স ৮ বছর, ছোট মেয়ে রিমুর বয়স ৫ বছর এবং ছেলে রাসেলের বয়স ৩ বছর। ছেলে-মেয়ে বড় হলে এবং যথেষ্ট পুঁজি সংগ্রহ করতে পারলে প্রশিক্ষণ নিয়ে ও আরো কারিগর খাটিয়ে হোগলার কারুপণ্য তৈরির ব্যবসা বড় করার ভবিষ্যৎ স্বপ্ন রয়েছে তার।



### কেস স্টাডি

নাম : মোখলেস বেপারি

গ্রাম : রমজান বেগ

জেলা : মুঙ্গিঙ্গ

## মোখলেস বেপারির বাঁশের চাঁই

এ দেশের কুটিরশিল্পের বিরাট এক অংশ জুড়ে রয়েছে বাঁশ ও বেতের নানা রকমের সামগ্রী। দেশের সীমা ছাড়িয়ে বিদেশের বাজারেও চাঁই করে নিচ্ছে বাঁশ-বেতের বাহারি সব উপকরণ।

মুঙ্গিঙ্গে রমজান বেগ গ্রামের প্রায় সবাই বৎশ পরম্পরায় এ পেশায় জড়িত। এখানে স্ত্রী ও ১৮/২০ বছরের এক মেয়ে নিয়ে মোখলেস বেপারির সংসার। তার বাবা ও বাঁশ দিয়ে চাঁই এবং বানা বানিয়ে বিক্রি করতেন। তাই ছেটবেলায়ই বাবার কাছে এ কাজ শিখেছেন এবং তখন থেকেই তিনি এ পারিবারিক পেশায় জড়িত। তিনি জানান, দ্বানীয় ভাষায় এদের চৈয়লাল বলে। জানালেন, জীবনধারণের জন্য এখনো এ পেশা বেশ ঝুঁকিপূর্ণ, কারণ মাঘ মাস থেকে আষাঢ় মাস পর্যন্ত এ পেশার মাত্রামুম, বছরের বাকি সময় তাদের অন্য কোনো পেশা বেছে নিতে হয়।

তিনি নিজে এ পেশায় প্রবেশ করেন ১৯৮৮ সালের বন্যার পর। সে সময় তার বাবা তাকে ১ শ মুলি বাঁশ কেনার জন্য ১২ শ টাকার দিতেন। এর সঙ্গে আরো কিনতে হতো হাজারখানেক টাকার নারকেলের কাতা। ৮/১০টা তল্লা বাঁশ কিনতে লেগে যেত প্রায় ১ হাজার টাকা। কারিগর কাজ করত ৯/১০ জন। সঙ্গাহে তাদের ৪ হাজার টাকা মজুরি দিতে হতো। সেই ১ শ মুলি বাঁশে মাছ ধরার চাঁই হতো ৮০/৯০টি। তা ১৬/১৭ হাজার টাকায় বিক্রি হতো দুই সঙ্গাহে।

বলা যায় সুন্দিনই ছিল তখন। ১৯৯৫ সালে বিয়ে করেন। তার স্ত্রীর নাম আকলিমা বেগম। তিনিও বাঁশের এ কাজ করতে বেশ দক্ষ। সে সময় তাদের তৈরি চাঁই শরীয়তপুর, চাঁদপুর, ভোলা, গাইবান্ধাসহ দেশের বিভিন্ন জেলায় যেত। বাবা মারা যান ১৯৯৭ সালে। তাদের চার ভাই ও তিনি বোনের সংসারে ঘোর

দুর্দিন নেমে আসে। তিনি বোনকে বিয়ে দেয়ার পর তারা চার ভাই ভিন্ন হয়ে যান। বেঁচে থাকার জন্য যখন যে কাজ জোটাতে পারতেন তা-ই করতেন। ক্ষেতে নিড়ানি দেওয়া, মাটি কাটা, মোট বওয়া সবই করেছেন। এভাবে পরিশ্রম করে করে নিজের আয়ের টাকা যতটা সম্ভব জমিয়ে জমিয়ে বাঁশের কাজের মাত্রামুম চাঁই ও বানা বানিয়ে বিক্রি করতেন। লাভের টাকা জমিয়ে পরের বছর আরো বেশি পুঁজি খাটিয়েছেন। এভাবে একসময় দুর্দিন কেটে যায়। নিজে পড়াশোনা করতে পারেননি বলে যে আক্ষেপ ছিল তা ঘোচাতে ছেলেমেয়েদের পড়াশোনা করাতে থাকেন।

৮/৯ বছর আগে এক সময় একটি এনজিও থেকে খণ্ড নিয়ে পুঁজি বাড়ালেন। এরপর সিদীপ থেকে খণ্ড নিতে থাকেন। খণ্ডের কিন্তি শোধ করার সময় কিছু টাকা বেশি করে জমা দিতেন। এভাবে তার সঞ্চয় হয়েছিল ২৭ হাজার টাকা। অন্য এনজিও থেকেও খণ্ড নিয়েছিলেন।

বর্তমানে তার এ কাজে পুঁজির পরিমাণ ১ লাখ টাকা। সংসার খরচ চালিয়েও মাসে ১৫ হাজার টাকা লাভ থাকে। এখন কোনো পাইকারের কাছে তিনি তার চাঁই বিক্রি করেন না। জেলেরা সরাসরি তার কাছে এসে চাঁই কিনে নিয়ে যায়। বর্তমানে তার এখানে ২০ জন লোক থাটে। শিশু ও নারী শ্রমিক মিলে আছে ১৩ জন। ঘাট বছরের এক বৃদ্ধাও আছেন। জানালেন, এককালীন লাখ চারেক টাকা খণ্ড জোগাড় করতে পারলে ব্যবসাটা আরো জমাতে পারতেন। কেননা বর্ষা মাত্রামুম বাঁশের দাম যখন সম্ভা থাকে তখন বাঁশ কিনে রাখতে পারলে তার উৎপাদন খরচ অনেক কমে যেত আর লাভ বেশি হতো।

## কেস স্টাডি

নাম : তাসলিমা  
 গ্রাম : ভবানিপুর  
 জেলা : কুমিল্লা



## তাসলিমার কেঁচোসারের কাহিনী

কুমিল্লার বুড়িচং উপজেলার ষোলনল ইউনিয়নের ভবানিপুর গ্রামের তরণী গ্রহণ্য তাসলিমা বেগমের কেঁচোসার তৈরির কাহিনী চমকপ্রদ। মাটিতে জৈব পদার্থের পরিমাণ বাঢ়াতে কম্পোস্ট সার, পচা আবর্জনা, সবুজ সার ইত্যাদির চেয়েও ভালো ভূমিকা রাখে কেঁচোসার বা ভার্মি কম্পোস্ট। কেঁচো খাবার খেয়ে মল হিসেবে যা ত্যাগ করে তা-ই হচ্ছে কেঁচোসার। কেঁচোকে গোবর, হাঁস-মুরগির বিষ্ঠা, শাক-সবজি ইত্যাদি জৈব পদার্থ খাইয়ে এই সার উৎপাদন করা হয়।

গভীর মাটির ধূসূর রঙের প্রজাতিগুলোর কেঁচোতে ভার্মি কম্পোস্ট হয় না। মাটির উপরিভাগে বিচরণ করা লাল কেঁচো প্রধানত আংশিক পচা জৈব পদার্থ খায় বলে এসব কেঁচো দিয়ে ভার্মি কম্পোস্ট তৈরি করা যায়। এ সার ব্যবহার করলে ফসলের উৎপাদন যেমন বাড়ে, তেমনি ফসলের গুণও বাড়ে। তুলনামূলকভাবে উৎকৃষ্ট এবং বড় মাপের ফল বা সবজি পাওয়া যায়। মাটির পানি ধারণক্ষমতা বাড়ায় বলে যে জমিতে এ সার ব্যবহার করা হয় সেখানে পানি কম লাগে। এ সার ব্যবহার করে ক্ষয়ায়িত লবণাক্ত মাটিতেও চাষাবাদ করা যায়, জমিতে আগচ্ছা জন্মে কম, ফসলের বীজের অক্ষুরোদগমক্ষমতা বাড়ে, রোগবালাই ও পোকামাকড়ের উপন্দুর কম হয়। এ সারের রাসায়নিক সারের চেয়ে খরচ অনেক কম এবং এ সার পরিবেশ দূষণ করে না।

তিনি দু হাজার টাকা খরচায় কেঁচোসার প্রকল্প শুরু করেন। সিদ্ধীপ থেকে এ পুরো খরচ বহন করা হয়। ১৫ থেকে ২১ দিনে এ সার ব্যবহারের উপযোগী হয়। তবে প্রথমবার তার ২৫ দিন লেগেছিল। তিনি এখনো বিক্রি শুরু করেননি ঠিকই, কিন্তু নিজেরা এবং পরিচিতজনেরা যারাই তাদের ফসলের ক্ষেত্রে বা সবজি বাগানে ব্যবহার করেছেন তারা সবাই বেশ ভালো ফলন

পেয়েছেন। প্রথমে তারা বাজার থেকে স্যানিটারি ল্যাট্রিনের সিমেন্টের দুটি চাক কিনে আনেন। পরিবহন-ব্যয়সহ দুটি চাকে খরচ পড়েছিল পাঁচ শ টাকা। তারা পুরুরপাড়ের উচু জায়গাটিতে যেখানে চাক দুটি রাখা হবে সেখানটা সিমেন্ট, খোয়া, জিআই-তারের ঢালাই দিয়ে পাকা করে নিয়েছেন। তারপর সেখানে চাক দুটি রেখেছেন। এরপর দুটি চাক ভরা যাবে এ পরিমাণের গোবর একটি পলিথিন বিছিয়ে তাতে রেখে দিয়েছিলেন দু মাস। গোবরের গ্যাস বেরিয়ে গেলে সেই গোবর দিয়ে চাক দুটির ওপরের দিকে ২ ইঞ্চি খালি রেখে ভরে দিয়েছিলেন। চাকে গোবর ভরা হয়ে গেলে তাতে লাল এন্ডেজিক প্রজাতির কেঁচো ছেড়ে দিয়েছিলেন। ২০০ কেজি গোবরে ৫ হাজার কেঁচো ছাড়ার নিয়ম থাকলেও তাকে দেয়া হয়েছিল ১ হাজার ২ শ কেঁচো। একেকটি কেঁচো দুটি করে ডিম দেয়। কোনো কোনো ক্ষেত্রে তিনটিও দেয়। এরপর ২৫ দিন পর চাকের গোবর চা-পাতার মতো হয়ে গেলে তারা বুঝলেন যে কেঁচোসার তৈরি হয়ে গেছে। তখন তারা চালুনি দিয়ে চেলে সেই সার ক্ষেত্রে প্রয়োগ করেছিলেন এবং ভালো ফসল পেয়েছিলেন তাতে। এরপর সেই দুটি চাক আবারো গ্যাস বের করে নেয়া গোবরে ভরে তাতে আবার কেঁচো ছেড়েছিলেন। তিনি জানালেন, এখানে কেঁচোসার বিক্রি হয় ১৫ টাকা কেজি দরে।

তাসলিমার স্বামী সাইফুল ইসলাম টাইলস মিস্ট্রি। ক্লাস এইট পর্যন্ত পড়ানোর পর বাবামা তাকে বিয়ে দেন। তার বড় ছেলে তামিম কোরাইশির বয়স আড়াই বছর আর ছোট ছেলে তাকবির কোরাইশির বয়স দেড় বছর। কেঁচো সার উৎপাদনের কাজ তিনি সোংসাহে করছেন। তার ইচ্ছে, এ সারের উৎপাদন আরো বাড়িয়ে বিক্রি করবেন এ এলাকার কৃষকদের কাছে।



## কেস স্টাডি

নাম : মনির হোসেন

গ্রাম : নাওতলা

জেলা : কুমিল্লা

## নাওতলায় খেলনা উড়োজাহাজের কারখানা

কুমিল্লার মাধাইয়ায় নাওতলার মনির হোসেন ও তার পরিবার শিশুদের জন্য কাঠের খেলনা উড়োজাহাজ তৈরির কারিগর। এটি লম্বা লাঠিওয়ালা। যা হাতে ধরে ঠেলে চালানো হয় ও আকর্ষণীয় আওয়াজ তৈরি করে। একইকমের মোট পাঁচ ধরনের খেলনা তিনি বানান। অন্যগুলোর নাম শাপলা, পাথি, ডিকা, ফেরকি ইত্যাদি। এসব কুমিল্লা ছাড়াও চট্টগ্রাম ও কক্সবাজারে যায়। এসবের মূল চাহিদা মেলায়। পহেলা বৈশাখ থেকে আষাঢ় মাস পর্যন্ত প্রতিদিনই কোথাও না কোথাও মেলা লেগে থাকে। যখন মৌসুম থাকে না, তখন তারা মৌসুমের জন্য মাল তৈরি করে রাখেন। প্রায় ৩০ বছর ধরে তদের এই ব্যবসা।

১ জন কারিগর ১ দিনে ১ হাজার মাল তৈরি করতে পারেন। তবে তারা ৪/৫ জন মিলে কাজ করেন। বাড়ির মহিলারাও খেলনার ছোটছোট অংশ তৈরি করে সহযোগিতা করেন। তারা ১ দিনে সাধারণত ২ হাজার আর মৌসুমে ৩ হাজার খেলনা তৈরি করেন। ভাল মৌসুমে দিনে ৩০০ টাকা মজুরিতে কিশোর বয়সের ২/৩ জন কর্মচারি রাখেন। খারাপ মৌসুমে আবার তাদেরকে ছেড়ে দেন। সাধারণত বছরে ৬ মাস ভাল আর ৬ মাস খারাপ যায়।

শিমুল, কদম, ছাতকানি ইত্যাদি গাছ কিনে স মিলে চিরে খেলনার লম্বা লাঠিটি তৈরি করা হয়। কনডেনসড দুধের খালি কৌটা কিনে ডিকা খেলনা বানানো হয়। ১ হাজার ডিকা কিনতে ৮ হাজার টাকা লাগে। প্লাস্টিক কেনা হয় হাজারিবাগ থেকে। প্রতিটি পাথির তৈরি খরচ ৭ টাকা, আর পাইকারি

বিক্রি করা যায় ৯ টাকায়। প্রতিটি ফেরকি ও শাপলার তৈরি খরচ ৬ টাকা, আর পাইকারি বিক্রি করা যায় ৭ টাকায়। ডিকা প্রতিটি তৈরি খরচ ৫ টাকা, আর পাইকারি ৬ টাকায় বিক্রি করা যায়। প্রতিটি খেলনায় এরকম ২/১ টাকা লাভ থাকে। খুচরা বাজারে এগুলো প্রতিটি ১৫ থেকে ২০ টাকায় বিক্রি হয়।

মনিরের ২ ছেলে ও ১ মেয়ে। তার ফলের ব্যবসা আছে। অবসর সময়ে তারা এই খেলনা তৈরি করেন। এছাড়াও তাদের নছিমনের ব্যবসা রয়েছে। সিদীপ থেকে তারা ৩ জন মোট ১ লাখ ৮০ হাজার টাকা খণ্ড নিরোচিলেন। খেলনা তৈরিতে তাদের ৩ লাখ টাকার মত পুঁজি খাটছে। মৌসুমে তাদের এ থেকে ২ মাসে ১ লাখ টাকা আয়। পহেলা বৈশাখে মাধাইয়াতে তারা ১ দিনে ১ লাখ টাকার খেলনাও বিক্রি করেছেন।

শিশুনের চাহিদা পূরণের জন্য এমনই বড় কাজ করেন মনির ও তার পরিবারের সদস্যরা।

# অন্যান্য কার্যক্রম



# সংস্থার অটোমেশন কার্যক্রম ও অগ্রগতি

আধুনিক ইনফরমেশন টেকনোলজি ব্যবহারের মাধ্যমে সংস্থার তথ্য প্রবাহকে গতিশীল, নির্ভুল ও অফসাইট মনিটরিংকে বাস্তবায়ন করার উদ্দেশ্যে সংস্থার আইটি বিভাগ নানামুখী পদক্ষেপ গ্রহণ করেছে ও বাস্তবায়ন করছে। সংস্থার ঋণ প্রোগ্রামের স্বচ্ছতা নিশ্চিত করার লক্ষ্যে ১৮ এপ্রিল ২০১১ ডাটাসফ্ট সিস্টেমস বাংলাদেশ লি. নামক একটি কোম্পানির সঙ্গে চুক্তি করা হয়। উক্ত কোম্পানির অনলাইন সফটওয়্যারটি ব্যবহার-উপযোগী করার উদ্দেশ্যে মে '১১ হতে সংস্থার আশুলিয়া এলাকার আশুলিয়া ও কাশিমপুর শাখায় পাইলটিংয়ের কাজ শুরু হয়। উক্ত কাজ পরের বছর ৩০ এপ্রিল সমাপ্ত হয়। পরবর্তীতে ৬টি ধাপে সংস্থার সবগুলো শাখায় সফটওয়্যারটি বাস্তবায়ন করা হয়েছে। সকল শাখার এমআইএস ও এআইএস প্রতিবেদন সংশোধন করে ম্যানুয়াল প্রতিবেদন বাতিল করা হয়েছে। বর্তমানে সফটওয়্যার জেনারেটেড প্রতিবেদন ব্যবহার করা হচ্ছে। বেশ কিছু ম্যানুয়াল রেজিস্টার বাতিল করে সফটওয়্যারের রেজিস্টার কার্যকর করা হয়েছে।

এছাড়াও সংস্থার আইটি টিম কয়েকটি সফটওয়্যার প্রস্তুত করেছে যা ব্যবহার হচ্ছে। যেমন Fund Management নামক একটি সফটওয়্যার প্রস্তুত করা হয়েছে। উক্ত সফটওয়্যারে সকল গৃহীত ঋণের স্বয়ংক্রিয় পদ্ধতিতে রিপেমেন্ট সিডিউল প্রস্তুত হয়, রিপেমেন্ট এলার্ঞ্জি সিস্টেম সহ রিপেমেন্ট লেটার, মাসভিত্তিক কম্পোনেন্ট-ওয়ারি প্রতিবেদন, প্রতিদিনের রিপেমেন্ট সিডিউল, এই পর্যন্ত ঋণ গ্রহণ, ফেরত, বর্তমান স্থিতি প্রতিবেদন ইত্যাদি তৈরি হয়।

CDIP Human Resource Management System নামক কর্মী ব্যবস্থাপনার উপর একটি সফটওয়্যার প্রস্তুত করা হয়েছে। ইতোমধ্যে সংস্থার সমস্ত কর্মীদের ব্যক্তিগত ফাইলের সব তথ্য সফটওয়্যারটিতে এন্ট্রি দিয়ে প্রতিদিনের তথ্য এন্ট্রি দেয়া হচ্ছে। ব্যক্তিগত ফাইলের প্রতিটি হার্ড কপি পিডিএফ ফাইলে স্ক্যান করে সংরক্ষণ করা হচ্ছে যা সফটওয়্যারটিতে লিংক করা রয়েছে। কর্মী ব্যবস্থাপনার জন্য প্রয়োজনীয় সমস্ত প্রতিবেদনই সফটওয়্যারটিতে প্রস্তুত হচ্ছে। বর্তমানে সফটওয়্যারটি লোকাল এরিয়া নেটওয়ার্কের মাধ্যমে পরিচালিত হয়। এটিকে ওয়েব-ভিত্তিক করার উদ্দেশ্যে আইটি টিম পরিকল্পনা গ্রহণ করে আগগ্নেশনের কাজ করছে। আশা করি আগামী অর্থবছরের মধ্যে একে সফলভাবে চালু করা যাবে। পরবর্তীতে সফটওয়্যারটিতে পে-রোল মডিউলটি সংযোজন করা হবে।

সংস্থার কর্মসূচির অফসাইট মনিটরিংকে কার্যকর করার উদ্দেশ্যে অনলাইন ভিত্তিক Day Closing নামক একটি সফটওয়্যার প্রস্তুত করা হয়েছে। শাখার প্রতিদিনের সকল হিসাবনিকাশ শেষ করে

সফটওয়্যারটিতে প্রতিটি শাখা তথ্য পোস্টিং দেয়। প্রধান কার্যালয় সহ যে কোন স্থান থেকে সফটওয়্যারটিতে লগ ইন করে তথ্য সংগ্রহ করে মনিটরিং করা যায়। এছাড়াও Borrowers' Photo Album নামক একটি সফটওয়্যার প্রস্তুত করা হয়েছে, যাতে প্রতিটি খাণীর ওয়েব-ক্যামের মাধ্যমে ছবি তুলে সংরক্ষণ করা হয়। পর্যায়ক্রমে সংস্থার অফসাইট মনিটরিংকে আরও কার্যকর করা হবে।

সংস্থার Remittance প্রোগ্রামের তথ্যপ্রবাহ স্বচ্ছ ও গতিশীল করা ও এতে ছন্দ আনার জন্য একটি ওয়েব-বেজড সফটওয়্যার প্রস্তুত করা হয়েছে। যা অতিশীঘ্রই শাখা পর্যায়ে ব্যবহার শুরু হবে। শাখা থেকে Remittance-এর তথ্য সফটওয়্যারটিতে পোস্টিং দিয়ে পে আউট করার জন্য প্রধান কার্যালয়ে তথ্য পাঠাবে। প্রধান কার্যালয় উক্ত তথ্যের ভিত্তিতে পে আউট করে টাকার পরিমাণ সফটওয়্যারের মাধ্যমে শাখায় জানিয়ে দেবে। শাখার পেস্টিং Remittance-টির সিরিয়াল নম্বর সফটওয়্যার থেকে শাখা জানতে পারবে। ফলে শাখা জেনে নিতে পারবে যে, তার Remittance-টি পে-আউট হতে কতো সময় প্রয়োজন হবে, গ্রাহককে পে-আউটের সময় জানিয়ে দেয়া সম্ভব হবে। রেজিস্টার সহ অন্যান্য সুবিধা সফটওয়্যারটিতে সংযোজন করার পরিকল্পনা রয়েছে।

## রেমিট্যাঙ্গ

সিদীপ প্রচলিত ক্ষুদ্রখণ্ড সেবা প্রদানের পাশাপাশি প্রবাসী বাংলাদেশীদের প্রেরিত অর্থ অত্যন্ত দ্রুততার সঙ্গে সংস্থার কর্ম-এলাকায় বসবাসরত তাদের পরিবার বা আত্মীয়-সজনদের কাছে পৌছে দেওয়ার জন্য Bank Asia-এর সঙ্গে ২০১০ সালে এক চুক্তি সম্পাদন করে ও সে অনুযায়ী প্রবাসীদের পরিবার-পরিজনের কাছে রেমিট্যাঙ্গ সেবা পৌছে দিচ্ছে।

বিশ্বখ্যাত মানি এক্সচেঞ্জ হাউজ যেমন ওয়েস্টার্ন ইউনিয়ন, আইএমই, মার্চেন্ট্রেড ও এক্সপ্রেস মানি-এর যে সকল দেশে নেটওয়ার্ক/কালেকশন বুথ আছে, সেই সকল দেশে কর্মরত প্রবাসী বাংলাদেশীরা ব্যাংক এশিয়ার সাব-এজেন্ট হিসাবে সিদীপ-এর ১০০টি শাখা অফিসের আওতাধীন গ্রামেগঞ্জে দ্রুততম সময়ে টাকা পাঠানোর সুবিধা পেয়ে আসছেন।

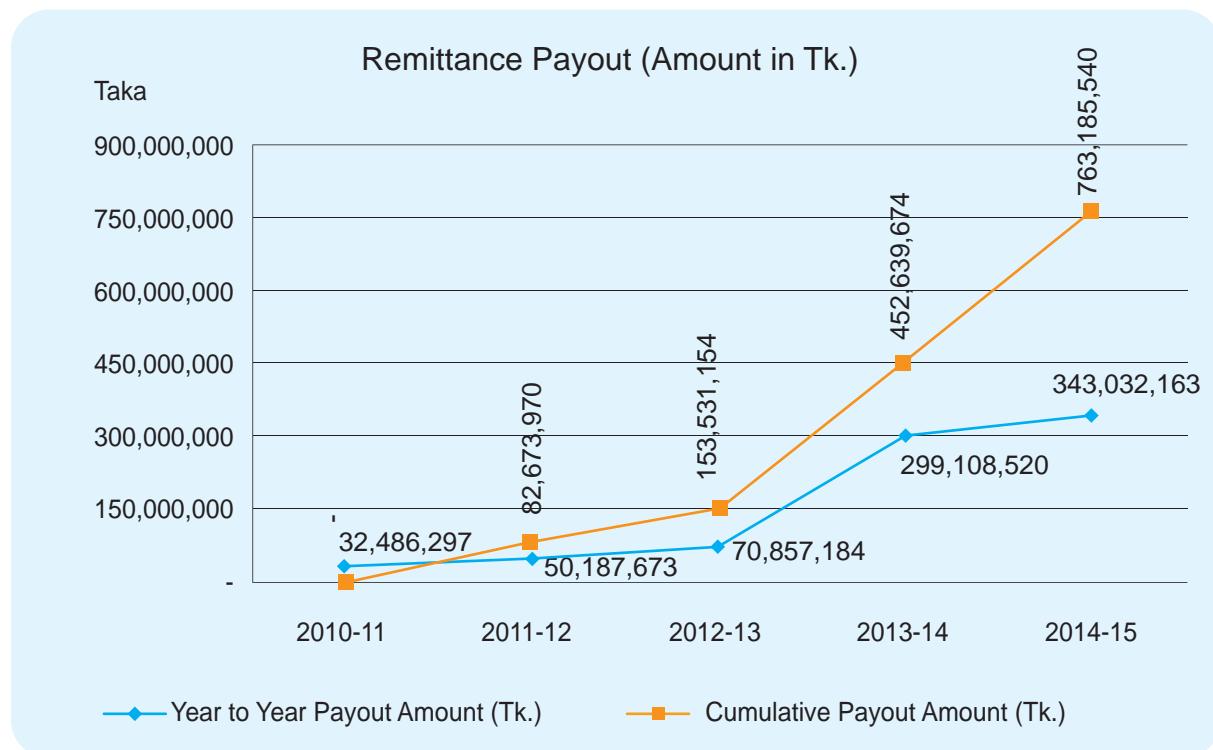
সিদীপ বর্তমান ২০১৪-১৫ অর্থবছরে প্রতি মাসে গড়ে ১,২১৩ জন গ্রাহকের মধ্যে প্রায় ২,৮৩,৬৮,৯৩০ কোটি টাকা রেমিট্যাঙ্গের অর্থ প্রদান করেছে।

## ২০১৪-১৫ অর্থবছরে রেমিট্যাঙ্ক কর্মসূচির মাসওয়ারি অগ্রগতির তথ্য নিম্নরূপ:

মাস	ওয়েস্টার্ন ইউনিয়ন		আইএমই		এক্সপ্রেস মানি		মোট	
	গ্রাহক সংখ্যা	প্রদানকৃত টাকা	গ্রাহক সংখ্যা	প্রদানকৃত টাকা	গ্রাহক সংখ্যা	প্রদানকৃত টাকা	গ্রাহক সংখ্যা	প্রদানকৃত টাকা
জুলাই '১৪	৮২৭	২,০২,১৪,১৫০	২২৬	৫৫,২১,৩৪৬	৮৭৮	৮৭,৬০,৮৯৬	১,৫৩১	৩,৮৮,৯৫,৯৯২
আগস্ট '১৪	৫৭৮	১,৬৬,৭০,৭৯৮	১৪৯	৩২,২২,৩৯৮	৩৭৭	৭২,০৫,২০৮	১,১০৮	২,৭০,৯৮,৩৯৬
সেপ্টেম্বর '১৪	৬৭০	১,৮৮,০৭,৩৫৬	১৮৪	৮৮,৫০,১৮৭	৫৩৮	১,২৩,১৯,৭২৮	১,৩৮৮	৩,৫৫,৭১,২৩১
অক্টোবর '১৪	৩৮৩	১,০২,৮১,১৩০	১২৮	২৬,৭৩,৯৬৫	৩৮৫	৭৮,৫০,৮৮১	৮৯৬	২,০৭,৬৫,৯৭৬
নভেম্বর '১৪	৬৪৬	১,৫০,৩৫,৭৫১	১৭৫	৪৬,৮৩,২৬২	৮৮৮	৮৯,৮১,৮৫৮	১,২৬৫	২,৮৭,০০,৮৬৭
ডিসেম্বর '১৪	৬২৫	১,৪৫,৬৩,৩৮২	১৭১	৮১,৪১,০২৮	৩৯৮	৮৮,৮৩,৮৪৬	১,২০০	২,৭১,৮৮,২৫৬
জানুয়ারি '১৫	৬৮৪	১,৬২,৩১,৬৬৬	১৯২	৮২,৮৫,৯৮৭	৮১৭	৮১,৭৪,৫৭৭	১,২৯৩	২,৮৬,৯২,১৯০
ফেব্রুয়ারি '১৫	৫৬৯	১,২৯,৮৫,৩৮৫	১৭৬	৮৭,৩৭,৩৬৭	৩৮৩	৭৮,৮৮,১৩৭	১,১২৮	২,৫৬,১০,৮৮৯
মার্চ '১৫	৬২৬	১,৫৩,৫৬,৬৬৮	২১৬	৫৪,১০,১০০	৩৬৮	৮৮,৮৭,৩৮৬	১,২১০	২,৯২,৫৪,১৫৪
এপ্রিল '১৫	৫৫০	১,৩১,৩৮,১৮৬	২২৮	৫৩,৯৭,০৯৬	৩৬৭	৮১,৬২,২৮৫	১,১৪৫	২,৬৬,৯৭,৫৬৭
মে '১৫	৫৩৬	১,২৬,৯৬,৮৩৬	২৩৮	৫৬,৬৬,৯৪৬	৮০৮	৯৮,০২,৫২৫	১,১৮২	২,৭৭,৬৬,৩০৭
জুন '১৫	৫০৭	১,২৩,৬২,৯৭১	২৬৭	৬৪,৮৮,৭৩৭	৮৩৯	৯৮,০৮,০৩২	১,২১৩	২,৮৬,১৯,৯৮০
সর্বমোট	৭,২০১	১৭,৮৩,০৮,২৭৯	২,৩৫৬	৫,৬৬,৩৮,৩৩৫	৮,৯৯৮	১০,৫৪,৮৮,৫৫১	১৪,৫৫৫	৩৪,০৮,২৭,১৬৫

এখানে উল্লেখ্য যে, আলোচ্য বছরে মার্চেন্ট্রেড নামক মানি এক্সচেঞ্জ হাউজ-এর মাধ্যমেও ১১২ জন গ্রাহককে ২৬,০৮,৯৯৮ টাকা রেমিট্যাঙ্ক প্রদান করা হয়েছে।

এছাড়াও বিগত কয়েক বছরের (অক্টোবর ২০১১ থেকে জুন ২০১৫) বছরওয়ারি ও ক্রমপঞ্জীভূত রেমিট্যাঙ্ক প্রদানের একটি তথ্যচিত্র নিম্নের আকাফে তুলে ধরা হলো।



# ক্ষুদ্রখণ বীমা ও স্বাস্থ্যবীমা প্রকল্প

দরিদ্র ও নিম্ন আয়ের জনগোষ্ঠীর বিভিন্ন ধরনের ঝুঁকি ও আর্থিক ক্ষতি হাসকরণের লক্ষ্যে ক্ষুদ্রবীমা প্রসার লাভ করছে। এই প্রকল্পের মূল উদ্দেশ্য হচ্ছে স্বল্প খরচে বীমা সেবার মাধ্যমে দরিদ্র জনগোষ্ঠী বিশেষ করে দরিদ্র মহিলা এবং তাদের পরিবারের বিভিন্ন ধরনের ঝুঁকি যেমন মৃত্যু, দুর্ঘটনা, অসুস্থিতা, গবাদি পশুর মৃত্যু ইত্যাদি জনিত আর্থিক ক্ষতি হাসকরণপূর্বক তাদের জীবন-জীবিকা এবং উৎপাদনশীল ও অনুৎপাদনশীল সম্পদের সুরক্ষা নিশ্চিত করা। এ প্রকল্পের আওতায় দরিদ্র ও নিম্ন আয়ের জনগোষ্ঠীকে অত্যন্ত সহজ শর্তে খণ্ডবীমা ও স্বাস্থ্যবীমা সেবা প্রদান করা হচ্ছে।

## ক্ষুদ্রখণ বীমা প্রকল্প

শুরুতে সংস্থার কুটি ও ধরখার শাখায় ক্ষুদ্রখণ বীমা প্রকল্প চালু করা হলেও বর্তমানে সংস্থার প্রত্যেকটি শাখায় এই প্রকল্প চালু রয়েছে। এই প্রকল্পের আওতায় খণ্ডবীমা অথবা তাঁর স্বামী/স্ত্রীর যে কোন একজনের মৃত্যু হলে অবশিষ্ট খণ্ডস্থিতি মওকুফ করা হয় এবং জমাকৃত সম্পত্তি নগদে ফেরত দেওয়া হয়। দাফন-কাফন বা শেষকৃত্যানুষ্ঠানের জন্য নগদ ৫,০০০ টাকা সুবিধা প্রদান করা হয়। উক্ত প্রকল্পের প্রিমিয়াম প্রদত্ত খণ্ডের ০.৪০% টাকা হিসাবে গ্রহণ করা হয়।

### শর্তাবলী

১. খণ্ডের কিন্তি পরিশোধের সময়কাল এবং খণ্ডের প্রকৃত মেয়াদকাল - এ দুয়ের মধ্যে ন্যূনতম সময়কালটিই হবে ক্ষুদ্রখণ বীমার প্রকৃত মেয়াদকাল;
২. ক্ষুদ্রখণ প্রদানকারী প্রতিষ্ঠানের খণ্ডবীমা অথবা তাঁর স্বামী/স্ত্রী কিংবা তাঁদের অবর্তমানে খানার প্রধান উপর্যুক্ত ব্যক্তির যে কোন একজনের মৃত্যু ঘটলে এই বীমা সুবিধা পাওয়া যাবে;
৩. কারো মৃত্যু সম্পর্কে সুনির্ণিত হলে দাফন-কাফন বা শেষকৃত্যানুষ্ঠানের জন্য নির্ধারিত ৫,০০০ টাকা যত দ্রুত সম্ভব গ্রহীতা বা নমনীয় নিকট পৌছানো হবে, এক্ষেত্রে বীমাদাবি আবেদনের জন্য অপেক্ষা করার প্রয়োজন হবে না;
৪. প্রিমিয়াম বা বীমা সুবিধার অর্থ দিয়ে কোনভাবেই খণ্ড কর্তন অথবা সম্পত্তি করা যাবে না;
৫. বীমার প্রিমিয়াম অ-ফেরতযোগ্য।

## স্বাস্থ্যবীমা প্রকল্প

কুটি অঞ্চলের আওতাধীন কুটি ও ধরখার শাখায় Developing Inclusive Insurance Sector Project (DIISP) চালু করা হয়েছে। উক্ত প্রকল্পের আওতায় দুই জন উপ-সহকারী কমিউনিটি মেডিকেল অফিসার (ম্যাটস) নিয়োগ দেওয়া হয়েছে। উপ-সহকারী কমিউনিটি মেডিকেল অফিসারগণ প্রতিদিন সকাল ৮টা হতে বিকাল ৫টা পর্যন্ত সিদ্ধীপ-এর সদস্য ও তার পরিবারের লোকজনদের প্রাথমিক স্বাস্থ্যসেবা প্রদান করেন।



স্বাস্থ্যক্ষাম্পে আগত রোগীদের চিকিৎসাসেবা প্রদান করছেন উপজেলা স্বাস্থ্য কমপ্লেক্সের চিকিৎসকগণ

এছাড়াও প্রতিমাসে চারদিন উপজেলা হাসপাতালের একজন এমবিবিএস ডাক্তার দ্বারা মাঠপর্যায়ে স্যাটেলাইট ফ্লিনিকের মাধ্যমে স্বাস্থ্যসেবা প্রদান করা হয়। সদস্য স্বাস্থ্য সেবা গ্রহণ করার জন্য ২০০ টাকা দিয়ে একটি স্বাস্থ্য কার্ড ক্রয় করেন। এই কার্ডের বিনিময়ে সদস্যসহ পরিবারের সকল সদস্যকে ১ বছরের জন্য চিকিৎসা সেবা সংক্রান্ত পরামর্শ দেওয়া হয়। এ পর্যন্ত কুটি শাখায় ২,৩৭১ জন ও ধরখার শাখায় ১,৮৩৪ জন সদস্য এবং তাদের পরিবারের লোকজনদের স্বাস্থ্যসেবা প্রদান করা হয়েছে। উপ-সহকারী কমিউনিটি মেডিকেল অফিসারগণ মাঠ পর্যায়ে বিভিন্ন সমিতিতে গিয়ে সদস্য ও তার পরিবারের লোকজনদের প্রাথমিক স্বাস্থ্যসেবা সম্পর্কে সচেতন করছেন।

বিশেষ করে মা ও শিশু স্বাস্থ্য, পরিবার পরিকল্পনা, অতিরিক্ত ঔষধ সেবনের অপকারিতা এবং সঠিক মাত্রায় ঔষধ সেবনের উপকারিতা সম্পর্কে সচেতন করছেন। এতে সিদীপ-এর সদস্যদের মাঝে ক্রমান্বয়ে স্বাস্থ্য সচেতনতা বৃদ্ধি পাচ্ছে এবং স্বাস্থ্যগত সমস্যা হ্রাসের জন্য ক্রমাগত কাউন্সিলিং করা হচ্ছে।

শাখার নাম	উপকারভোগীর সংখ্যা	সচেতনতা সৃষ্টি (জন)	স্ট্যাটিক ক্লিনিক-এ চিকিৎসা প্রদান (জন)	স্যাটেলাইট ক্লিনিক-এ চিকিৎসা প্রদান (জন)	ডাঙ্গার/হাসপাতালে থেরাপি ক্লিনিক-এ প্রদান (জন)
কুটি	১৪,২২৬	১৩,৫১৭	৮,২৭২	২,৭৪১	১,৪০৯
ধরখার	৯,১১৫	৩,৭৭২	৩,৩০৬	৬৭০	১১৫

## সিদীপ স্বাস্থ্যসেবা কর্মসূচি

Developing Inclusive Insurance Sector Project (DIISP) কর্মসূচির মতোই সংস্থার ১২টি শাখায় (নওপাড়া, আবুল্লাহপুর, হায়দরগঞ্জ, রামপুর, রায়পুর/গৌরীপুর, ভরসারবাজার, হায়দ্রাবাদ, বিটঘর, দক্ষিণ বাঙ্গুরা, মাথাভাঙ্গা, শ্রীকাইল ও সলিমগঞ্জ) স্বাস্থ্যসেবা কর্মসূচি চালু করা হয়। এ লক্ষ্যে উপ-সহকারী কমিউনিটি মেডিকেল অফিসার পদে ১২ জনকে

নিয়োগ দিয়ে তাদেরকে কুটি ও ধরখার শাখায় প্রশিক্ষণ করানো হয়। ট্রেনিং শেষে ৩০ মে ২০১৫ প্রধান কার্যালয়ে ওরিয়েন্টেশন অনুষ্ঠিত হয়। ওরিয়েন্টেশন শেষে সকলকে ব্যাগ, স্বাস্থ্য কার্ডসহ বিভিন্ন চিকিৎসাসামগ্ৰী বুঝিয়ে দেয়া হয়। সকল উপ-সহকারী কমিউনিটি মেডিকেল অফিসারগণ ১ জুন ২০১৫ থেকে স্বাস্থ্যসেবা কার্যক্রম শুরু করছেন।

শাখার নাম	উপকারভোগীর সংখ্যা	সচেতনতা সৃষ্টি (জন)	স্ট্যাটিক ক্লিনিক-এ চিকিৎসা প্রদান (জন)	স্যাটেলাইট ক্লিনিক-এ চিকিৎসা প্রদান (জন)	ডাঙ্গার/হাসপাতালে থেরাপি ক্লিনিক-এ প্রদান (জন)
কুটি	১৪,২২৬	১৩,৫১৭	৮,২৭২	২,৭৪১	১,৪০৯
ধরখার	৯,১১৫	৩,৭৭২	৩,৩০৬	৬৭০	১১৫
চারগাছ	৮,৭৫৬	৫২০	২৭৫	-	-
বিটঘর	৭,১৪০	১৪২	২৪৫	১৯	১৩
হায়দ্রাবাদ	৮,৫০৮	৩৬৬	৫৮৬	৮৬	৩
শ্রীকাইল	১১,১৯০	৬৫০	২৯০	৪১	-
সলিমগঞ্জ	১৭,৫১০	৫৬৭	৮৬৪	-	২৩
দক্ষিণ বাঙ্গুরা	৮,১৯২	৩৬০	৮৫৮	৮৫	১৬
ভরসার বাজার	৮,৭৩৬	১৫৩	১৪০	৫০	৫
রামপুর	৬,৮৭২	৮০০	২০২	৩১	১৭
আবুল্লাহপুর	৮২৬	৮৫০	৩০০	২৩	২৫
হায়দরগঞ্জ	২৬১	৫০০	২৬১	২১	৩
সর্বমোট	১২২,০৫২	২৩,৭৭২	১১,৪৭৩	৩,৭২৯	১,৬৫৯



স্বাস্থ্যক্লাসে আগত রোগীদের চিকিৎসাসেবা প্রদান করছেন স্বাস্থ্যসেবিকাগণ



# সমৃদ্ধি কর্মসূচি

তংগুল পর্যায়ের দরিদ্র পরিবারগুলোর সামগ্রিক দারিদ্র্য দূরীকরণ ও টেকসই উন্নয়ন এবং সংশ্লিষ্ট সকলের মানবিক বিকাশ নিশ্চিত করার লক্ষ্যে ‘দারিদ্র্য দূরীকরণের লক্ষ্যে দরিদ্র পরিবারসমূহের সম্পদ ও সফ্ফমতা বৃদ্ধি (সমৃদ্ধি)’ শীর্ষক একটি নতুন কার্যক্রম জুলাই ২০১৪ থেকে পিকেএসএফ-এর অর্থায়নে সংস্থার কুটি এলাকার চারগাছ শাখায় পরিচালিত হচ্ছে। সমৃদ্ধি কর্মসূচির আওতায় কার্যক্রমসমূহ -

১. শিক্ষা কার্যক্রম
২. স্বাস্থ্যসেবা কার্যক্রম
৩. পুষ্টি কার্যক্রম

## শিক্ষা কার্যক্রম

সমৃদ্ধি কর্মসূচির শিক্ষা কার্যক্রমের আওতায় চারগাছ শাখার মূলগ্রাম ইউনিয়নে ২৬টি শিক্ষা কেন্দ্র পরিচালিত হচ্ছে। উক্ত শিক্ষা কেন্দ্রগুলো ২ জন শিক্ষা সুপারভাইজার দ্বারা নিয়মিত পরিদর্শন ও মূল্যায়ন করা হয়। প্রতিটি শিক্ষাকেন্দ্রে আনন্দঘন পরিবেশে পাঠ্যনাম কার্যক্রম পরিচালিত হচ্ছে। শিক্ষাকেন্দ্রগুলোতে মাসিক গড় উপস্থিতি প্রায় ৯২%।



সমৃদ্ধি কর্মসূচির আওতায় পরিচালিত একটি শিক্ষাকেন্দ্র

## স্বাস্থ্যসেবা কার্যক্রম

স্যাটেলাইট ক্লিনিক ও স্ট্যাটিক ক্লিনিক: এ কর্মসূচির আওতায় সংস্থার চারগাছ শাখার আওতায় বিশেষজ্ঞ ডাঙ্কার দ্বারা মোট ৪৯টি স্যাটেলাইট ক্লিনিক পরিচালিত হয় এবং এ পর্যন্ত ১,৪৩৫ জন রোগীকে প্রাথমিক স্বাস্থ্যসেবা প্রদান করা হয়। স্যাটেলাইট ক্লিনিক পরিচালিত হয় এমন গ্রামের মধ্যে চন্দ্রপুর, বাহাদুরপুর, নিবড়া, আমখার, রাইতলা, শ্যামবাড়ি, জয়পুর, শেরপুর, নিমবাড়ি, বাউরখণ্ড, ডাবিরগর, লবখাঁ, মুলগ্রাম ও চারগাছ প্রভৃতি উল্লেখযোগ্য। এছাড়া সমৃদ্ধি কর্মসূচির আওতায় চারগাছ শাখায় এ পর্যন্ত মোট ২৪৬টি স্ট্যাটিক ক্লিনিকের মাধ্যমে মোট ১,২৯৭ জন রোগীকে সেবা প্রদান করা হয়।

উঠান বৈঠক: সমৃদ্ধি কর্মসূচির আওতায় চারগাছ শাখায় এ পর্যন্ত মোট ২৮৮টি উঠান বৈঠক করা হয়। সকল উঠান বৈঠকে স্বাস্থ্য-সহকারীগণ উপস্থিত ছিলেন। উঠান বৈঠকগুলোতে সংস্থার পরিচিতি, স্বাস্থ্য কার্ড, হাইজেনিক পরিবেশ, পরিষ্কার-পরিচ্ছন্নতা, স্বাস্থ্যসম্মত পায়খানা ব্যবহার, নিরাপদ পানি পান, বাথরুম ব্যবহারের পর ডিটারজেন্ট মিশ্রিত বোতলের পানি দ্বারা হাত পরিষ্কার করা এবং সাধারণ রোগ ও রোগের চিকিৎসা সম্পর্কে বিজ্ঞানিত আলোচনা করা হয়। উঠান বৈঠক করার ফলে জনগণের মাঝে স্বাস্থ্যবিষয়ক সচেতনতা বৃদ্ধি পাচ্ছে।

স্বাস্থ্যক্যাম্প: পিকেএসএফ-এর সহযোগিতায় সমৃদ্ধি কর্মসূচির আওতায় সংস্থার চারগাছ শাখা কর্তৃক বিভিন্ন সময়ে শিশু ও গাইনি, শিশু ও সাধারণ রোগ, হন্দরোগ, হাড়জোড়া ও ব্যথা, নাক-কান-গলা বিষয়ক স্বাস্থ্যক্যাম্প অনুষ্ঠিত হয়। দিনব্যাপী স্বাস্থ্যক্যাম্পে উপজেলা স্বাস্থ্য কমপ্লেক্সের ডাঙ্কারগণ চিকিৎসাসেবা প্রদান করে থাকেন। এ পর্যন্ত বিভিন্ন বিষয়ে মোট ৩টি স্বাস্থ্যক্যাম্প অনুষ্ঠিত হয় এবং এতে ৯০২ জন রোগীকে বিভিন্ন বিষয়ে চিকিৎসা ও পরামর্শ প্রদান করা হয়। স্বাস্থ্যক্যাম্প আয়োজনে এলাকায় মানুষের মধ্যে ব্যাপক সাড়া পরিলক্ষিত হয়।

চক্ষু চিকিৎসা শিবির: স্বাস্থ্যক্যাম্প ছাড়াও ১২ জুন ২০১৫ পিকেএসএফ-এর সহযোগিতায় ‘সমৃদ্ধি কর্মসূচির আওতায় সংস্থার চারগাছ শাখার সার্বিক ব্যবস্থাপনায় এবং বাংলাদেশ জাতীয় অঙ্ক কল্যাণ সমিতি-কুমিল্লা-এর পরিচালনায় একটি চক্ষু চিকিৎসা শিবির অনুষ্ঠিত হয়। উক্ত শিবিরে বিশেষজ্ঞ মেডিকেল অফিসার ও প্যারামেডিক দ্বারা দিনব্যাপী ১৫৪ জন রোগীকে সম্পূর্ণ বিনামূল্যে চিকিৎসা সেবা ও ঔষুধ বিতরণ করা হয়। এছাড়া ৬ জন ছানি অপারেশনযোগ্য রোগী পাওয়া যায় যাদের কুমিল্লায় বাংলাদেশ জাতীয় অঙ্ক কল্যাণ সমিতি থেকে ছানি অপারেশন করানো হয়।

## পুষ্টি কার্যক্রম

সমৃদ্ধি কর্মসূচির পুষ্টি কার্যক্রমের আওতায় কর্মসূচিভুক্ত স্বাস্থ্য কার্ডধারী দরিদ্র সদস্যদের খানাভুক্ত সদস্যদের মাঝে পিকেএসএফ সরবরাহকৃত ঔষুধ (ট্যাবলেট অ্যালবেনডাজল), আয়রন জাতীয় ঔষুধ (ক্যাপসুল অয়রন, ফলিক এসিড ও জিংক) এবং পুষ্টিকণা বিতরণ করা হচ্ছে।

# কৃষি ও প্রাণিসম্পদ সম্পর্কিত কর্মসূচি

পরিবর্তনশীল কৃষি প্রযুক্তির সাথে কৃষকদের পরিচয় করিয়ে দিতে এবং এসব প্রযুক্তি ব্যবহারে তাদেরকে উৎসাহিত করতে ২০১৪-১৫ অর্থবছর হতে পিকেএসএফ ও সিদীপ-এর মৌখিক উদ্যোগে কুমিল্লা এলাকায় কৃষি ও প্রাণিসম্পদ সম্পর্কিত কর্মসূচি শুরু করা হয়। কর্মসূচির মাধ্যমে কৃষি, মৎস্য ও প্রাণিসম্পদ খাতের ১৭টি প্রযুক্তির আওতায় মোট ২০০টি প্রদর্শনী, ১৪টি প্রশিক্ষণ, ৩টি মাঠ দিবস, ৭টি পরামর্শ সভা ও গুরু/ছাগলের বিভিন্ন রোগের টিকা দেয়া কর্মসূচি বাস্তবায়ন করা হয়। এর মাধ্যমে কুমিল্লাস্থ ভরাসারবাজার ও নিমসার শাখায় মোট ১৪৯২ জন কর্মসূচির সুবিধা প্রাপ্ত হয়েছেন। একনজরে কৃষি কর্মসূচির সার্বিক অর্জন তুলে ধরা হলো।



কৃষি ও প্রাণিসম্পদ ইউনিটের আওতায় কেঁচোসার খামার এবং সবজি ফেকে  
ফেরোমোন ফাঁদ করে পোকা দমন

প্রযুক্তির নাম	প্রযুক্তির আওতায় প্রদত্ত সেবার বিবরণ	সুবিধাতোগীর সংখ্যা
গুটি ইউরিয়া সার প্রয়োগে ধান উৎপাদন	সার, সেচ ও মজুরিসহ অন্যান্য খরচ	৩৭
পোরাস পাইপ প্রয়োগে ধানের সেচ খরচ হ্রাস	ছিদ্রযুক্ত পাইপ, সেচ ও মজুরিসহ অন্যান্য খরচ	১১
ফেরোমোন ফাঁদ করে পোকা দমন	ফেরোমোন ফাঁদ, ঠেকনা, সেচ ও মজুরিসহ অন্যান্য খরচ	১৩
কম্পোস্ট উৎপাদন	চালার টিন, বাঁশ ও মজুরিসহ অন্যান্য খরচ	১০
মারিয়া মডেলে ধান বীজ সংরক্ষণ	বীজ, সার, ড্রাম ও অন্যান্য খরচ	৮০
নতুন জাতের ফসল চাষ	বীজ, চারা, সার ও অন্যান্য খরচ	৮
বসতবাড়িতে সবজি চাষ	বীজ, চারা, সার, বেড়া, নেট ও অন্যান্য খরচ	১৮
গ্রাইটকালীন টমেটো চাষ	বীজ/চারা, সার, সেচ, পলি টানেল, হরমোন, মজুরিসহ অন্যান্য খরচ	১
কেঁচো কম্পোস্ট সার উৎপাদন	কেঁচো, রিং, পলি, চালুনি ও অন্যান্য খরচ	৫০
গুরু মোটাতাজাকরণ	ঘর তৈরি/মেরামত, ঘাস চাষের খরচ, প্রক্রিয়াজাত খাদ্য, কেঁচো সার প্লান্ট স্থাপন, টিকা, ওষধ, অন্যান্য খরচ	৬
গাভী পালন	ঘর তৈরি/মেরামত, ঘাস চাষের খরচ, কেঁচো সার প্লান্ট স্থাপন, বাচুর ব্যবস্থাপনা, টিকা, ওষধ, অন্যান্য খরচ	৬
ছাগল পালন	মাচা তৈরি, ছাগল কিনে দেওয়া, ঘাস চাষের খরচ, ভিটামিন ও ওষধ প্রদান	১৬
দেশি মাছের (মলা, শিং, পাবদা) সাথে ইন্ট্রিডিং করে মাছের মিশ্র চাষ ও পুরুর পাড়ে সজি চাষ	পোনা কিনে দেয়া, পুরুর ও পাড় মেরামত, চুন, ভিটামিন ও খাদ্য কিনে দেয়া এবং পাড়ে সজি চাষের উপকরণ দেয়া	৮৩
প্রশিক্ষণ	বিভিন্ন কৃষি প্রযুক্তি মাঠে বাস্তবায়নের বিষয়ে হাতে-কলমে বিশেষজ্ঞ দ্বারা প্রশিক্ষণ প্রদান	৮৫ ব্যাচে ২৫০
কৃষি পরামর্শ কেন্দ্র	কৃষি, মৎস্য ও প্রাণিসম্পদ বিশেষজ্ঞের উপস্থিতিতে খামারিদের সমস্যার সমাধান করা	৩৫০ খামারি
মাঠ দিবস	সফলভাবে বাস্তবায়িত কৃষি প্রযুক্তির সাথে অন্যান্য খামারিদের পরিচয় করানো	১৫০ খামারি
টিকা/প্রতিষেধক	গুরু ও ছাগল পালনকারী খামারিদের বিভিন্ন রোগের টিকা ও প্রতিষেধক প্রদান	১০০ গুরু ও ৫০ ছাগল

# উত্তরবঙ্গে নতুন শাখার কার্যক্রম ও অগ্রগতি

৭ জুলাই ২০১৪ পিকেএসএফ আমাদেরকে ৩০টি নতুন শাখা খোলার অনুমোদন দেয়। আমরা ২০১৪ সালের সেপ্টেম্বরে ১০টি শাখায় এবং ২০১৫ সালের এপ্রিল মাসে আরও ১০টি শাখায় ঋণ কার্যক্রম শুরু করি। বর্তমানে আমরা অনুমোদিত ৩০টি শাখার

মধ্যে ২০টি শাখায় ঋণ কার্যক্রম পরিচালনা করছি। প্রধান কার্যালয় থেকে উর্ধ্বতন কর্মকর্তাগণ উপস্থিত থেকে স্থানীয় গণ্যমান্য ব্যক্তিগৱের উপস্থিতিতে মিলাদ মাহফিলের মাধ্যমে সকল শাখার ঋণ কার্যক্রম উদ্বোধন করেন।



সংস্থার ভাস্তুরা ত্রাণে মিলাদ মাহফিলের মাধ্যমে ঋণ কার্যক্রমের উদ্বোধন (বাঁয়ে)। স্থানীয় বয়োজ্যেষ্ঠ দারা ঋণ বিতরণ (ডানে)

## নতুন ২০টি শাখার অগ্রগতির তথ্য

ক্র. নং	শাখার নাম	কার্যক্রম শুরুর তারিখ	৩০ জুন ২০১৫ পর্যন্ত অর্জিত অগ্রগতির তিনি					
			সদস্য সংখ্যা	ঋণী সংখ্যা	বিতরণকৃত ঋণের পরিমাণ	ঋণস্থিতি	বকেয়া	সঞ্চয়স্থিতি
১	কাশিনাথপুর	সেপ্টেম্বর '১৪	৮৬৪	৭২৭	১৮,৩২৬,০০০	১২,০৫৮,০৩৩	-	২,৩৭৩,২৮৫
২	সি এন্ড বি বাজার	"	৮৩২	৭৩৯	১৬,০৯৯,০০০	১০,৮৫৭,৮৫১	-	২,৬৬৯,৪৬৬
৩	সাঁথিয়া	"	৯৪২	৮৪৬	২০,০৬৬,০০০	১২,৯৫৫,৬০০	-	২,৮৪৫,৭৯৬
৪	অনন্ত	"	৮৮০	৭৫৭	১৯,৮৬৫,০০০	১৩,১৭০,০৫৯	-	৩,০১০,৮০২
৫	বালুচর	"	৮৪৪	৭৬৮	১৬,৫০৬,০০০	১০,৬২৭,১৯৭	-	২,৬৭০,৭৬২
৬	দেবোন্তর	"	৬৮৮	৫৬৩	১৮,২৩৬,০০০	১১,১৮৩,৬৮৫	২২,৬৩৫	১,৯৫০,৯৩৮
৭	রাজাপুর	"	৭৮৬	৬৬৮	১৮,৫৪৮,০০০	১২,৩৭৩,৮৯২	-	৩,০২৯,৯৭৮
৮	হরিমপুর	"	৭৪৩	৬৪৩	১৯,১২২,০০০	১২,৮৪১,১৬০	-	২,৭৮৩,৩০৮
৯	পুঁঠিয়া	"	৫৩২	৫০৩	১০,৩৬৫,০০০	৬,৮৩৯,১৮১	২৮,০৭৩	১,২২৮,৮৩২
১০	কাটাখালি	"	৬১৭	৫৪৬	১৩,৮৫৭,০০০	৯,২১২,৮২৩	৮৮২	১,৮৬২,৮০৮
১১	সুজানগর	এপ্রিল '১৫	২৫১	১৪৯	৩,৮৭০,০০০	৩,৭১২,০৪২	-	৮০৫,১৭২
১২	আওতাপাড়া	"	২১৯	১৫৭	৮,০৪২,০০০	৩,৮৫১,৯৪৭	-	৮৯৯,১৪৯
১৩	নলডাঙা	"	২১৩	১৫৮	৩,৮২২,০০০	৩,২৫২,১০৬	-	৩৬৯,৬৮৮
১৪	তাহেরপুর	"	২৩৪	১৪২	৩,৮৮৪,০০০	৩,৩২৫,৫১২	-	৪৩৭,০০৭
১৫	পৰা	"	১০৮	৬৩	১,৬৩৮,০০০	১,৬১০,৯৬৭	-	২১৮,৬৫০
১৬	ভাস্তুরা	"	১০১	৪১	৯৮০,০০০	৯৩২,৭৫০	-	১১৬,৯২২
১৭	বাগাতিপাড়া	"	১৬৫	৫৭	১,৯৪৪,০০০	১,৯২৯,৫০০	-	৩১৮,৯৪৮
১৮	বনপাড়া	"	৯৭	৩৭	৮৬২,০০০	৮৬২,০০০	-	১৩৪,১১৯
১৯	গুরদাসপুর	"	১৪৯	৭৯	১,৭৩৭,০০০	১,৭২২,২৩৪	-	২১১,৮১৮
২০	সিংড়া	"	১৪৫	৭৫	২,৩৪৪,০০০	২,৩০৯,৮২৭	-	২৭৫,৯৪৩
মোট		"	৯৪১০	৭৭১৮	১৯৪,৯০৯,০০০	১৩৪,৮২৭,৫৬৬	৫১,১৪৯	২৭,৪৪৯,৩৬৯

উপরে ২০টি শাখার যে সব তথ্য দেয়া হয়েছে তাছাড়াও বিগত বছরে ২০টি শাখার কেউই স্বয়ংকরতা অর্জন করতে পারেনি। এ পর্যন্ত আমরা ১,১৭,০২,৫৪৪ টাকা লোকসান দিলেও আমাদের শাখাগুলোর কার্যক্রমের স্বয়ংকরতা প্রতি মাসেই বাঢ়ে। নিম্নের ছকে ১০টি শাখা যা সেপ্টেম্বর ২০১৪ সালে এবং অন্য ১০টি শাখা যা এপ্রিল ২০১৫ সালে শুরু করা হয়েছে তাদের স্বয়ংকরতার হার দেখানো হলো। আমরা আশা করছি প্রথম ১০টি শাখা এ বছর লোকসান ছাড়িয়ে স্বয়ংকর হয়ে উঠবে।

## জুন ২০১৫ মাস পর্যন্ত আয়-ব্যয় বিবরণী (নতুন ২০ শাখা)

শাখার কোড নং	শাখার নাম	এ পর্যন্ত ব্যয়			এ পর্যন্ত আয়			এ পর্যন্ত আয় অতিরিক্ত ব্যয়	শাখার স্বয়ংকরতা
		বেতন ও ভাতা	অন্যান্য ব্যয়	মোট ব্যয়	সা. চার্জ বাবদ আয়	অন্যান্য আয়	মোট আয়		
শাখা শুরুর মাস: সেপ্টেম্বর ২০১৪									
১১	কাশিনাথপুর	৭৫৫,৮৬৩	১,০২৫,৮৮৮	১,৭৮১,৩০৭	৭৯০,৭৯৮	২৩,০৮০	৮১৩,৮৭৮	(৯৬৭,৮২৯)	৮৫.৬৯
১২	সি এন্ড বি বাজার	৬৫১,৯১৭	৯১০,১৯৮	১,৫৬২,১১৫	৬৮১,৬৪৫	২১,২৪৫	৭০২,৮৯০	(৮৫৯,২২৫)	৮৫.০০
১৩	সাঁথিয়া	৬৫৫,৫৯৮	১,০৪৬,৮৮৩	১,৭০২,৮৮১	৯১৫,৫২৩	২৪,২৮০	৯৩৯,৮০৩	(৭৬২,৬৭৮)	৫৫.২০
১৪	অনন্ত	৭৮০,৮৬৮	১,০৮৩,৩৫০	১,৮২৩,৮১৪	৮৫২,৯৩৩	২৩,৯১০	৮৭৬,৮৪৩	(৯৪৬,৯৭১)	৮৮.০৮
১৫	বালুচর	৬৪৭,৭৪৫	৯০১,০৬৮	১,৫৪৮,৮০৯	৭৪০,৩২২	২২,৯১০	৭৬৩,২৩২	(৭৮৫,৫৭৭)	৮৯.২৮
১৬	দেবোত্তর	৭৩২,৯১৪	১,০৯১,৬৮৯	১,৮২৪,৬০৩	৯০৫,১৭৭	১৮,১০৫	৯২৩,২৮২	(৯০১,৩২১)	৫০.৬০
১৭	রাজাপুর	৬৪৩,৮৮৬	৯৯৮,৮১২	১,৬৪২,৬৯৮	৭৮৪,৮১৫	২০,১২০	৮০৮,৯৩৬	(৮৩৭,৭৬২)	৮৯.০০
১৮	হরিশপুর	৬৪৬,৭৮০	১,০২৬,৫৬৩	১,৬৭৩,৩৪৩	৮৮৪,৬০১	১৯,৫৬৫	৮৬৮,১৬৫	(৮০৫,১৭৮)	৫১.৮৮
১৯	পুঁয়া	৬৯০,৭৬১	৭৭৩,৮৩০	১,৪৬৪,৫৯১	৫০৭,৫৭০	১৪,০৫০	৫২১,৬২০	(৯৪২,৯৭১)	৩৫.৬২
১০০	কাটাখালি	৬৯৭,২৯৭	৮২৩,১৭৭	১,৫২০,৮৭৮	৫৩৮,৮৭৭	১৬,১২৫	৫৫৫,৮০২	(৯৬৪,৬৭২)	৩৬.৫৫
উপ-মোট		৬,৮৬৩,২২৫	৯,৬৮১,০১০	১৬,৫৪৪,২৩৫	৭,৫৬৬,২৬১	২০৪,১৯০	৭,৭৭০,৮৫১	(৮,৭৭৩,৭৮৪)	
শাখা শুরুর মাস: এপ্রিল ২০১৫									
১০১	সুজানগর	১৭৬,১২৮	২১৩,৮৯৮	৩৮৯,৬২২	২০,৬৯২	৫,৯৬৫	২৬,৬৫৭	(৩৬২,৯৬৫)	৬.৮৪
১০২	আওতাপাড়া	১৮৪,১০৭	২২২,৫৮৭	৪০৬,৬৯৪	২৪,৮৯৭	৫,২২৫	৩০,১২২	(৩৭৬,৫৭২)	৭.৪১
১০৩	নলডাঙ্গা	১৫৮,১০৯	২০৪,০০২	৩৬২,১১১	২২,২৫৬	৫,১৪০	২৭,৩৯৬	(৩৩৪,৭১৫)	৭.৫৭
১০৪	তাহেরপুর	১৮৪,৫৮৪	২০৮,৭০৫	৩৯৩,৩১৯	২০,৭৬২	৫,১১০	২৬,৪৭২	(৩৬৬,৮৪৭)	৬.৭৩
১০৫	পৰা	১০৩,৯৩২	১২৪,৭১২	২৩২,৬৪৪	৩,০১৭	২,৮৭৫	৫,৪৯২	(২২৭,১৫২)	২.৩৬
১০৬	ভঙ্গুৱা	১১০,২১৯	১২১,১৫৯	২৩৯,৩৭৮	৯৫০	২,২৬৫	৩,২১৫	(২৩৬,১৬৩)	১.৩৪
১০৭	বাগাতিপাড়া	১২৬,৮৩৭	১৫০,৫৮০	২৭৭,৮১৭	১,৯০০	৩,৫৮৫	৫,৪৮৫	(২৭১,৯৩২)	১.৯৮
১০৮	বনপাড়া	১২৬,৯১৩	১২০,৯১৭	২৪৭,৮৩০	-	২,১২৫	২,১২৫	(২৪৫,৯০৫)	০.৮৬
১০৯	গুৰুদাসপুর	১০৮,৬৪২	১২৩,৮১৭	২৩২,৮৫৯	১,৯৩৮	৩,৩৭৫	৫,৩০৯	(২২৭,১৫০)	২.২৮
১১০	সিংড়া	১৩১,৮৭৮	১৫৫,৫৯৭	২৮৭,৮৭১	৮,৪৭৭	৩,৪৩৫	৭,১১২	(২৭৯,৫৫৯)	২.৭৫
উপ-মোট		১,৪১১,৩৪১	১,৬৫৭,৬০৮	৩,০৬৮,৯৪৫	১০০,৮৮৫	৩৯,৩০০	১৪০,১৮৫	(২,৯২৮,৭৬০)	
সর্বমোট		৮,২৭৪,৫৬৬	১১,৩৩৮,৬১৮	১৯,৬১৩,১৮০	৭,৬৬৭,১৪৬	২৪৩,৮৯০	৭,৯১০,৬৩৬	(১১,৭০২,৫৮৮)	

## সিদীপ সৌর শক্তি প্রকল্পের শুরুর কথা

দারিদ্র্য বিমোচন তথা সামাজিক উন্নয়নের মহান লক্ষ্য নিয়ে সিদীপ ১৯৯৫ সালে দারিদ্র্য জনগণকে ক্ষুদ্রখণ্ড প্রদানের মাধ্যমে যাত্রা শুরু করে। দীর্ঘ ১০ বছর পর ২০০৫ সালে একই ধারায় গ্রামীণ দারিদ্র্য জনগোষ্ঠীর জীবন যাত্রার মান উন্নয়নের লক্ষ্যে শিক্ষা সহায়তা কর্মসূচি শুরু করে। এই দীর্ঘ ২০ বছর মাঠ পর্যায়ে উন্নয়ন কার্যক্রম পরিচালনায় সঞ্চালিত অভিজ্ঞতায় এটা স্পষ্টতই অনুভূত হয়েছে যে, সার্বিকভাবে টেকসই উন্নয়নের জন্য আর্থিক সহায়তার পাশাপাশি শিক্ষা, স্বাস্থ্য ও অন্যান্য অত্যাবশ্যক সেবা ছাড়াও দারিদ্র্য জনগণের কাছে ন্যূনতম খরচে আলো (বিদ্যুৎ) পৌছে দিতে হবে - যাতে তারা রাতের বেলায় কাজ করতে পারে, ছেলেমেয়েরা রাতের বেলায় লেখাপড়া করতে পারে, গ্রামীণ পরিবেশেও রাতের বেলায় প্রয়োজনীয় চিত্তবিনোদনের সুযোগ পায়। এরপে চিত্তা-চেতনায়

সিদীপ Infrastructure Development Company Limited (IDCOL) নামক একটি আধা সায়ত্বশাসিত সরকারী প্রতিষ্ঠানের (যারা সৌর বিদ্যুৎসহ অন্যান্য অবকাঠামো উন্নয়নে সহযোগিতা করে থাকে) সহযোগী পার্টনার হওয়ার জন্য ৩০ জুলাই ২০১৩ আবেদনপত্র জমা দেয় এবং প্রায় ২ বছরব্যাপী নানা ধরনের প্রক্রিয়াগত কাজ সম্পন্ন করে। অবশেষে ১৬ জুন ২০১৫ সালে IDCOL-এর সঙ্গে পার্টনারশিপ চুক্তি (Partnership Agreement) স্বাক্ষরিত হয়। এখন আগমী অর্থ বছরের শুরুতেই সৌর বিদ্যুৎ প্রকল্পের কাজ যেন বাস্তবায়িত হয় এই লক্ষ্যে ইতিমোহেই প্রয়োজনীয় ব্যবস্থা সম্পন্ন করা হচ্ছে।

আশা করাই জুলাই ২০১৫ হতে এই সৌর বিদ্যুৎ প্রকল্প মাঠ পর্যায়ে বাস্তবায়ন শুরু হবে এবং সিদীপের লক্ষিত জনগণ এর সুফল পাবে।

# উন্নয়ন মেলায় সিদীপ



সিদীপ-এর স্টলে পিকেএসএফের চেয়ারম্যান ড. কাজী খলীকুজ্জমান ড. উগ-ব্যবস্থাপনা পরিচালক ড. জসীম উদ্দীন ও অন্যরা।

ক্ষুদ্রখণ বিতরণকারী সরকারি প্রতিষ্ঠান পল্লী কর্ম-সহায়ক ফাউন্ডেশন (পিকেএসএফ)-এর প্রতিষ্ঠার রাজতজ্ঞানী উপলক্ষ্যে রাজধানীর শেরে বাংলা নগরে বঙ্গবন্ধু আন্তর্জাতিক সম্মেলন কেন্দ্রে ২৬-৩১ অক্টোবর সপ্তাহব্যাপী উন্নয়ন মেলা-২০১৪ অনুষ্ঠিত হয়। উক্ত মেলায় পিকেএসএফ-এর ৮১টি সহযোগী সংস্থা, কয়েকটি সরকারি প্রতিষ্ঠান, একটি আন্তর্জাতিক প্রতিষ্ঠান ও একটি বিদেশি সংস্থা অংশগ্রহণ করে। এছাড়া পিকেএসএফ-এর একটি নিজস্ব স্টলও ছিল। মেলায় মোট স্টল ছিল ১২৫টি। মেলা প্রতিদিন সকাল ১০টা থেকে শুরু হয়ে রাত সাড়ে ৮টা পর্যন্ত চলে। ক্ষুদ্রখণ নিয়ে গড়ে তোলা ক্ষুদ্র ও কুটির শিল্পের উদ্যোক্তারা নিজেদের এবং সদস্যদের তৈরি বিভিন্ন ধরনের পণ্যের সমাহার নিয়ে তাদের স্টল সাজিয়ে বসে যা মেলায় আগত দর্শনার্থীদের নজর কাঢ়ে।

বৈচিত্র্যময় পণ্যের সমারোহের মাঝে পিকেএসএফ-এর সহযোগী সংস্থা সেন্টার ফর ডেভেলপমেন্ট ইননোভেশন এন্ড প্র্যাকটিসেস (সিদীপ) তাদের স্টল সাজিয়েছিল নিজস্ব প্রকাশনী সামগ্রী নিয়ে। শিক্ষা ও ক্ষুদ্রখণ প্রোগ্রাম বিষয়ক বিভিন্ন ছবি দিয়ে সাজানো সিদীপ-এর স্টল সকলের দ্রষ্টি আকর্ষণ করে। স্টলের পুরো অংশ জুড়ে ছিল সিদীপ-এর শিক্ষাবিষয়ক শোগান ‘কোনো গাঁয়ে কোনো ঘর, কেউ রবে না নিরক্ষর’। সংস্থার ম্যানুয়েল, বার্ষিক প্রতিবেদন,

বার্ষিক শিক্ষা প্রতিবেদন, ‘ক্ষুদ্রখণে সঠিক সদস্য যাচাই-বাচাই’, ‘ক্ষুদ্রখণে খেলাপি না হওয়ার উপায় ও প্রতিরোধে করণীয়’, ‘একটি ভিন্নধর্মী প্রয়াস’, শিক্ষা বিষয়ক ফোন্ডার (বাংলা ও ইংরেজি), ‘নরসিংহপুর : স্থানীয় ব্যবস্থাপনায় পানি সরবরাহের অনুসরণীয় দ্রষ্টান্ত’, ‘বাকসা ঘাস - একটি অতি প্রয়োজনীয় গোখাদ্য’, ‘শিক্ষায় সহায়তা ও শিশুদের পড়ানোর কোশল’ এবং নিয়মিত শিক্ষা বিষয়ক বুলেটিন ‘শিক্ষালোক’-এর বিভিন্ন সংখ্যা ইত্যাদি পুস্তক-পুষ্টিকা ও প্রকাশনা সিদীপ-এর স্টলে শোভা পেয়েছে। এসব প্রকাশনা মেলায় আগত দর্শকদের নজর কেড়েছে। দর্শনার্থীরা উক্ত প্রকাশনাগুলো মনোযোগ দিয়ে দেখেন এবং পছন্দসই বই কিনে নেন। পিকেএসএফ-এর উদ্যোগে আয়োজিত ক্ষুদ্র উদ্যোক্তাদের উন্নয়ন মেলা পরিণত হয়েছিল এক মিলন মেলায়।

# কর্মী সমাবেশ ও বার্ষিক মিলনমেলা

প্রতিবছরের ন্যায় এ বছরও সংস্থা সকল সহকর্মী ও তাদের পরিবার-পরিজনকে নিয়ে বার্ষিক কর্মী সমাবেশ ও বনভোজন/মিলনমেলা আয়োজন করে।

২৬ মার্চ ২০১৫ অফিস সংলগ্ন মাঠে তিতাস অঞ্চলে বার্ষিক কর্মী সমাবেশ ও বনভোজন অনুষ্ঠিত হয়। সকাল ১০টা থেকে তিতাস অঞ্চলের সকল কর্মকর্তা-কর্মচারি এবং তাদের পরিবার-পরিজনের অংশহুগে দিনব্যাপী সাংস্কৃতিক অনুষ্ঠান, বিভিন্ন ধরনের খেলাধুলা (সূচে সুতা পরানো, পিলো পাসিং, হাঁড়িভাঙ্গা, মোরগ লড়াই, চেয়ার খেলা, ক্রিকেট খেলা), দুপুরের খাবার গ্রহণ এবং লটারি ড্র ও পুরস্কার বিতরণ অনুষ্ঠিত হয়। উক্ত অনুষ্ঠানে সংস্থার চেয়ারম্যানসহ গভর্নিং বডির সদস্য, নির্বাহী পরিচালক এবং মাঠ পর্যায়ের কর্মকর্তাগণ অংশগ্রহণ করেন।

৩ এপ্রিল ২০১৫ টংগীবাড়ি উপজেলা মিলনায়তনে মুসিগঞ্জ এলাকার, ময়নামতি শাখা সংলগ্ন খালি মাঠে ময়নামতি এলাকার, কুটি এরিয়া অফিসের সামনে কুটি এলাকার, শ্রীকাইল কলেজ ক্যাম্পাসে সলিমগঞ্জ এলাকার, নারায়ণগঞ্জের সোনারগাঁ লোকজ শিল্প জাদুঘরে সোনারগাঁ এলাকার সাথে মডার্ন স্কুলের নবীগঞ্জ, মদনগঞ্জ, ভবেরচর ক্যাম্পাসের; ১৭ এপ্রিল ২০১৫ উত্তরবঙ্গের ১৪টি শাখা মিলে (রাজাপুর, হরিপুর, কাটাখালি, পুঁথিয়া, অন্ত, বালুচর, দেবোত্তর, সঁথিয়া, সিএভবি বাজার, কাশিনাথপুর, তাহেরপুর, নলভাঙ্গা, আওতাপাড়া এবং সুজানগর); ২৭ মার্চ ২০১৫ বারইয়ারহাট, বজরা ও মাইজদী এলাকার সমন্বয়ে চট্টগ্রাম জেনের এবং ফেনী সদর উপজেলার নিহাল পল্লী'-তে হাজীগঞ্জ ও লক্ষ্মীপুর এলাকার বার্ষিক কর্মী সমবেশ ও বনভোজন অনুষ্ঠিত হয়।

৩ মে কুমিল্লা জেনের ময়নামতি অঞ্চলের আয়োজনে পাহাড় ঘেরা সুন্দর মনোরম পরিবেশে ময়নামতি রেশম বোর্ডে বাণসরিক কর্মী



সংস্থার চেয়ারম্যান, নির্বাহী পরিচালক ও পরিচালনা পর্যবেক্ষণ সদস্য (বাঁ থেকে)

সমাবেশের আয়োজন করা হয়। দিনব্যাপী কর্মসূচির মধ্যে ছিল পল্লীগীতি ও ভাট্টিয়ালি গান, নৃত্য ও যাদু প্রদর্শনী। এছাড়া লটারি ড্র অনুষ্ঠিত হয়।

প্রতিটি অনুষ্ঠানেই সকাল থেকে বাচ্চাদের বিভিন্ন প্রতিযোগিতার আয়োজন, ফুটবল খেলা, ক্রিকেট খেলা, হাঁড়িভাঙ্গা খেলা, রশ টানাটানি খেলা, অতিথি মহিলাদের চেয়ার খেলা, ছেট ছেট ছেলেমেয়েদের নাচ-গান, কোতুক, অভিনয় এবং সকলে মিলে দুপুরে খাবার গ্রহণের মাধ্যমে দিনটি উদযাপন করা হয়। দুপুরের খাবার গ্রহণের পর অনুষ্ঠিত হয় আকর্ষণীয় লটারির ড্র অনুষ্ঠান ও পুরস্কার বিতরণ। কিছু কিছু অনুষ্ঠানে সংস্থার উর্ধ্বতন কর্মকর্তাদের সাথে সাথে স্থানীয় গণ্যমান্য ব্যক্তিবর্গ উপস্থিত হয়ে সকলকে উৎসাহিত করেন। কিছু অনুষ্ঠানে অংশগ্রহণকারী সকলকে পুরস্কার হিসেবে সংস্থার লোগো সম্মিলিত একটি সিরামিকের প্লেট প্রদান করা হয়।



মাঠ পর্যায়ে কর্মী ও স্বজনদের খেলায় অংশগ্রহণ

# নিরীক্ষা ও আর্থিক বিবরণ

# সংস্থার আর্থিক অবস্থান

সংস্থার আর্থিক অবস্থান বিবেচনা করতে হলে সংস্থা কর্তৃক অর্জিত বিভিন্ন আর্থিক অনুপাতগুলোকে বিশ্লেষণ প্রয়োজন। নিম্নে অনেকগুলো এ ধরনের অনুপাত এবং কিছু অনুপাতের বিগত ৫ বছরের পরিবর্তন দেখানো হয়েছে। গত বছরে আমরা ২০টি শাখা ১০টি ১০টি করে ২ পর্যায়ে শুরু করেছি এবং আরও ১০টি শাখা শুরুর সকল প্রস্তুতি নেয়া হয়েছে। এর জন্য জনবল অনেক বাড়াতে হয়েছে, প্রস্তুতির অনেক ব্যয় হয়েছে, তবে শাখাগুলো থেকে আমরা এখনও কোনরূপ উদ্বৃত্ত তৈরি করতে পারিনি। বরং এই শাখাগুলোর জন্যে আমরা লোকসান করেছি ১,১৭,০২,৫৪৪ টাকা। এর প্রভাব পড়েছে অনুপাতগুলোতে। বিশেষ করে কার্যক্রমের স্বয়ংক্রতা ও সংস্থার আর্থিক স্বয়ংক্রতায় এর সর্বোচ্চ প্রভাব লক্ষ্য করা যায়।

বিভিন্ন অনুপাত বিগত বছরের সাথে তুলনা করে দেখানো হলো:

## কার্যক্রমের স্বয়ংক্রতা

কার্যক্রমের স্বয়ংক্রতা বলতে সংস্থার খণ্ড কার্যক্রমের যাবতীয় পরিচালনা ব্যয় এবং কার্যক্রম দ্বারা অর্জিত সেবামূল্যের মাধ্যমে নির্বাহ করার অনুপাত বা হারকে বুঝায়। এই হার সংস্থার কার্যক্রমের স্বয়ংক্রতার দিক নির্দেশনা দিয়ে থাকে। আমাদের সংস্থার কার্যক্রমের স্বয়ংক্রতা নিম্নরূপ:

কার্যক্রমের স্বয়ংক্রতা (২০১৩-২০১৪)	কার্যক্রমের স্বয়ংক্রতা (২০১৪-২০১৫)
১৬৩.৯২%	১৫০.৫৪%

২০১৩-২০১৪ অর্থবছরে আমাদের কার্যক্রমের স্বয়ংক্রতা ছিল ১৬৩.৯২%। এর তুলনায় বর্তমান বছরে ১৫০.৫৪% হয়েছে অর্থাৎ ১৩.৩৮% হ্রাস পেয়েছে। গত অর্থবছর থেকে বর্তমান অর্থবছরে ১৫.৪৫% আয় বৃদ্ধি পেয়েছে। পক্ষান্তরে ব্যয় বৃদ্ধি পেয়েছে ২৫.৭১%। এর মধ্যে নৃতন ২০টি শাখা আরম্ভ করার খরচ এবং বিগত বছরে বেতন, গ্র্যাচুইটি ও আয়কর খাতে ব্যয় বেশি বৃদ্ধি পেয়েছে। আয় বৃদ্ধির তুলনায় ব্যয় বৃদ্ধি বেশি হওয়ায় বর্তমান বছরে কার্যক্রমের স্বয়ংক্রতার পরিমাণ হ্রাস পেয়েছে।

## সংস্থার আর্থিক স্বয়ংক্রতা

আর্থিক স্বয়ংক্রতা বলতে ব্যাংক হারে তহবিল মূল্য পরিশোধ করে সংস্থার খণ্ড কার্যক্রমের যাবতীয় পরিচালনা ব্যয় এবং কার্যক্রম দ্বারা অর্জিত সেবামূল্যের অনুপাত বা হারকে বুঝায়। কর্মসূচির আয় বছর থেকে বছরভিত্তিতে উপরোক্ত সকল ব্যয় মিটানোর পরও একটি উদ্বৃত্ত সৃষ্টি করতে পারে, যা মুদ্রাস্ফীতিজ্ঞত ফলাফল (টাকার অবমূল্যায়নের জন্য সৃষ্টি ঘাটতি) মিটাতে পারে। আমাদের সংস্থার আর্থিক স্বয়ংক্রতা নিম্নরূপ:

আর্থিক স্বয়ংক্রতা (২০১৩-২০১৪)	আর্থিক স্বয়ংক্রতা (২০১৪-২০১৫)
৮২.৮১%	৭৬.৪৩%

২০১৩-২০১৪ অর্থবছরে আমাদের আর্থিক স্বয়ংক্রতা ছিল ৮২.৮১%। ২০১৪-২০১৫ অর্থবছরে ৭৬.৪৩% হয়েছে অর্থাৎ ৬.৩৮% হ্রাস পেয়েছে। (উল্লেখ্য, ২০১৩-২০১৪ অর্থবছরে হ্রাসের পরিমাণ ছিল ১১.৫৭%)।

২০১৩-২০১৪ অর্থবছরে সংস্থার মোট ব্যয় এবং ইনপুটেড কস্ট অফ ক্যাপিটাল-এর পরিমাণ ছিল ৬৫,৯৪,৬০,৫৪২ টাকা যা ২০১৪-২০১৫ অর্থবছরে ২৫.০৮% বৃদ্ধি পেয়ে ৮২,৪৮,৮০,৮০৫ টাকা হয়েছে। ২০১৩-২০১৪ অর্থ বছরে এর বৃদ্ধির পরিমাণ ছিল ৩০.৯৪%। ২০১৩-২০১৪ অর্থবছরের তুলনায় ২০১৪-২০১৫ অর্থবছরে ব্যয় বৃদ্ধি পাওয়ায় বর্তমান বছরে আর্থিক স্বয়ংক্রতা হ্রাস পেয়েছে।

## দায় পরিশোধ ক্ষমতা

দায় পরিশোধ ক্ষমতা (২০১৩-২০১৪)	দায় পরিশোধ ক্ষমতা (২০১৪-২০১৫)
১.২১ : ১	১.১৯ : ১

দায় পরিশোধ ক্ষমতা বিগত বছরে আমাদের ছিল ১.২১ : ১ যা এ বছর হয়েছে ১.১৯ : ১। যদিও পিকেএসএফ-এর নির্দেশনা মোতাবেক ১ টাকা তহবিলের বিপরীতে চলতি দায় ১.২৫ টাকা পর্যন্ত গ্রহণযোগ্য তথাপি সংস্থার বর্তমান অবস্থা এই অনুপাতে ভাল অর্থাৎ ১.১৯ টাকা।

## পুঁজির তুলনায় দায়-এর অনুপাত

সংস্থার নিজস্ব তহবিলের অনুপাতে মোট দায় গ্রহণ ক্ষমতা এর মাধ্যমে নিরূপণ করা হয়। পিকেএসএফ-এর নির্দেশনা মোতাবেক সর্বোচ্চ অনুপাত হচ্ছে ৫ : ১। আমাদের এই অনুপাত হচ্ছে ২.১২ : ১।

পুঁজির তুলনায় দায় (২০১৩-২০১৪)	পুঁজির তুলনায় দায় (২০১৪-২০১৫)
২.০৬ : ১	২.১২ : ১

বিগত বছরের তুলনায় পুঁজি-দায়-এর হার এ বছরেও কমেছে। অর্থাৎ সংস্থার দায় পরিশোধের ক্ষমতা বৃদ্ধি পেয়েছে।

## কার্যক্রমে পুঁজির ব্যবহারের অনুপাত

সংস্থার আর্থিক সচলতা পরিমাপের জন্য এই অনুপাত ব্যবহৃত হয়ে থাকে। এই অনুপাত মোট তহবিলের কি পরিমাণ অংশ সংস্থার নিজস্ব তহবিল থেকে ব্যবহৃত হচ্ছে তার নির্দেশনা দিয়ে থাকে। পিকেএসএফ-এর নির্দেশনা মোতাবেক এই অনুপাত ন্যূনতম ১০% থাকা ভাল। আমাদের এই অনুপাত ৩৬.১৭%।

পুঁজির ব্যবহারের অনুপাত (২০১৩-২০১৪)	পুঁজির ব্যবহারের অনুপাত (২০১৪-২০১৫)
৩৬.৯৬%	৩৬.১৭%

বর্তমানে আমাদের নিজস্ব তহবিলের পরিমাণ ১০৩,৩০,৩৯,৭১৫ টাকা। চলতি অর্থবছর শেষে এই অনুপাত ৩৬.১৭%। জুন ২০১৪-এর পরিমাণ ছিল ৩৬.৯৬%। গত বছরের তুলনায় এ বছর সদস্যদের সঞ্চয়ের পরিমাণ বেড়েছে, অন্যদিকে খণ্ড প্রদান এবং নিজস্ব তহবিলের অনুপাতও বৃদ্ধি পেয়েছে এবং পাশাপাশি পিকেএসএফ থেকে ধারের অনুপাত হ্রাস পেয়েছে।

## তারল্য-সঞ্চয় অনুপাত

বর্তমানে সংস্থার শাখা পর্যায়ে সঞ্চয় ফেরতের পরিমাণ ও অন্যান্য খরচ মিটানোর জন্য পর্যাপ্ত পরিমাণ তারল্য বিদ্যমান রয়েছে। সংস্থার বর্তমান সামগ্রিক বাধ্যতামূলক সঞ্চয়ের পরিমাণ ১,০৩,৮৯,৩১,১৫৫ টাকা, স্বেচ্ছা সঞ্চয়ের পরিমাণ ৯,৯৭,৫৫,১৭৪ টাকা এবং মেয়াদী সঞ্চয়ের পরিমাণ ২০,৮৯,৩২,৩২৮ টাকা অর্থাৎ সর্বমোট সঞ্চয়ের পরিমাণ

১৩৪,৭৬,১৮,৬৫৭ টাকা যার বিপরীতে তারল্যের পরিমাণ রয়েছে এফডিআর হিসেবে ১৬,০০,০০,০০০ টাকা এবং হাতে নগদ ও ব্যাংক ব্যালেন্স হিসেবে ৭,২২,১৯,৮০৯ টাকা অর্থাৎ সর্বমোট ২৩,২২,১৯,৮০৯ টাকা যা মোট সঞ্চয় তহবিলের ১৭.২৩%। বিগত বছরে এই হার ছিল ৩১.৬৮%। পিকেএসএফ-এর নির্দেশনা মোতাবেক এই তারল্যের অনুপাত ন্যূনতম ১০% রাখার কথা বলা হয়।

## আয়-ব্যয় বিশ্লেষণ

২০১৩-২০১৪ অর্থবছরে সংস্থায় মোট আয় হয়েছিল ৫৪,৬১,২৮,৫১৩ টাকা যা ২০১৪-১৫ অর্থবছরে ১৫.৪৫% বৃদ্ধি পেয়ে ৬৩,০৮,৮৮,৮৪৯ টাকা হয়েছে। ২০১৩-১৪ অর্থবছরে ব্যয় ৩৩,৩১,৭০,৪৯৩ টাকা থেকে ২৫.৭১% বৃদ্ধি পেয়ে বর্তমান অর্থবছরে মোট ব্যয় দাঁড়িয়েছে ৪১,৮৮,২৯,৩৩৬ টাকা।

## আর্থিক পর্যালোচনা

সংস্থার আর্থিক অবস্থার সার্বিক বিশ্লেষণ থেকে এটা স্পষ্টই প্রতীয়মান হয় যে সংস্থার আর্থিক সামর্থ্য ও ভিত্তি ক্রমাগতভাবে মজবুত হচ্ছে। নিম্নোক্ত ছকে বিগত ৫ বছরের অর্জিত ফলাফলের বিভিন্ন অনুপাত দেয়া হলো:

Performance Area	Different Aspects of Microfinance Programmes	Operational Performance Trend Report of CDIP				
		Jun '11	Jun '12	Jun '13	Jun '14	Jun '15
Programme Outreach	Branch	90	90	90	90	110
	Member	94,909	109,690	119,195	127,834	151,891
	Borrower	83,959	93,367	100,528	107,303	126,030
	No of Credit Officer	382	398	415	439	589
	Total Staff	786	844	899	916	1,142
	Loan Portfolio at field (Tk. in Crore)	125.74	164.64	195.02	215.19	275.92
	Overdue (Tk. in Crore)	0.78	0.95	0.89	1.13	1.10
	Capital Fund (Equity)	29.84	44.20	63.55	85.22	103.30
Investment	FDR & Other Investment	8.21	13.86	16.61	34.84	28.05
Sources of Fund	PKSF Fund	52.45	62.40	55.00	55.65	57.43
	Bank Loan	5.00	3.80	2.60	1.40	0.20
	Savings Fund	51.48	72.59	91.41	106.30	134.76
	Capital Fund (Equity)	29.84	44.20	63.55	85.22	103.30
Fund as a % of Loan Portfolio	PKSF Fund	38.00%	34.00%	26.00%	22.00%	20.81%
	Bank Loan	4.00%	2.00%	1.00%	1.00%	0.07%
	Savings Fund	37.00%	40.00%	43.00%	43.00%	48.84%
	Capital Fund (Equity)	22.00%	24.00%	30.00%	34.00%	37.44%

Performance Area	Different Aspects of Microfinance Programmes	Operational Performance Trend Report of CDIP				
		Jun '11	Jun '12	Jun '13	Jun '14	Jun '15
Productivity	Member/Branch	1,055	1,219	1,324	1,420	1,381
	Member/Credit Officer	248	276	287	291	258
	Borrower/Credit Officer	220	235	242	244	214
	Borrower Coverage (%)	88.00%	85.00%	84.00%	84.00%	82.97%
	Portfolio/Credit Officer (Tk. in Lacs)	32.92	41.37	46.99	39.02	46.85
	Portfolio/Total Staff (Tk. in Lacs)	16.00	19.51	21.69	23.49	24.16
	Credit Officer : Total Staff	2.06	2.12	2.17	2.09	1.94
Portfolio Quality	On Time Recovery Rate/OTR (%)	99.36%	99.19%	99.60%	99.58%	99.78%
	Cum. Recovery Rate/CRR (%)	99.88%	99.90%	99.93%	99.93%	99.95%
	Portfolio at Risk (%)	0.89%	0.66%	0.53%	0.67%	0.52%
Asset-Liability and Efficiency	Debt : Equity	3.95:1	3.26:1	2.46:1	2.06:1	2.12:1
	Return on Asset (ROA)	6.59%	8.33%	9.13%	8.59%	7.13%
	Return on Equity (ROE)	34.64%	38.98%	35.88%	28.63%	22.71%
Financial Ratios	Portfolio % of Total Asset	83.00%	84.00%	86.00%	80.00%	84.55%
	PKSF loan % of Total Portfolio	42.00%	38.00%	28.00%	26.00%	20.81%
	Growth in Field Outstanding	48.00%	31.00%	18.00%	10.00%	2.40%
	Yield on Avg Portfolio	26.00%	25.00%	26.00%	27.00%	25.68%
	Cost as % of Avg Portfolio	18.00%	15.00%	16.00%	16.00%	17.06%
	Fixed Asset % of Total Asset	2.64%	2.95%	3.39%	2.88%	3.15%
Composition of Portfolio	RMC (Rural Microcredit) loan Portfolio %	48%	39%	43%	42%	0%
	UMC (Urban Microcredit) loan Portfolio %	0%	0%	2%	6%	0%
	ME (Micro Enterprise) loan Portfolio %	47%	52%	43%	42%	0%
	UP (Utrapoor) loan Portfolio %	0%	0%	0%	0%	0%
	Agriculture loan Portfolio %	5%	6%	8%	9%	0%
	Seasonal loan Portfolio %	0%	3%	3%	1%	0%
	Jagoron	0%	0%	0%	0%	48.78%
	Agrosor	0%	0%	0%	0%	41.54%
	Sufolon	0%	0%	0%	0%	9.57%
	Buniad	0%	0%	0%	0%	0.11%

Basic Ratios	Standard	Jun '11	Jun '12	Jun '13	Jun '14	Jun '15
Debt to Capital Ratio	Max. 9 t 1	3.95 t 1	3.26 t 1	2.46 t 1	2.06 t 1	2.12:1
Capital Adequacy Ratio	Min. 15%	21.10%	25.66%	31.03%	36.96%	36.17%
Current Ratio	Min. 2 t 1	1.64 t 1	1.62 t 1	1.60 t 1	2.06 t 1	2.15:1
Liquidity to Savings Ratio	Min. 10%	14.25%	12.51%	10.84%	23.75%	11.87%
Rate of Return on Capital	Min. 1%	36.23%	38.98%	35.88%	28.63%	22.71%
Debt Service Cover Ratio	Min 1.25 t 1	1.32 t 1	1.22 t 1	1.20 t 1	1.21 t 1	1.19:1
Cum. Recovery Rate (CRR)	Min. 95%	99.88%	99.90%	99.93%	99.93%	99.95%
On Time Recovery Rate (OTR)	Min 92%	99.36%	99.19%	99.60%	99.58%	99.78%

# সংস্থার তহবিলের উৎস এবং মিশ্রণ

২০০৯-১০ অর্থবছর পর্যন্ত সিদ্বীপের সকল কার্যক্রমের তিনটি উৎস ছিল: সদস্যদের জমাকৃত সঞ্চয়, পিকেএসএফ থেকে প্রাপ্ত খণ্ড এবং সিদ্বীপের নিজস্ব উদ্ভৃত ও নিয়ন্ত্রণাধীন তহবিলসমূহ। ২০১০-১১ অর্থবছরে প্রথমবারের মতো বাণিজ্যিক ব্যাংক থেকেও তহবিল সংগ্রহ করা হয়েছে। তবে এ বছরে এসে আমরা বাণিজ্যিক ব্যাংক থেকে গৃহীত ৫ কোটি টাকা খণ্ডের প্রায় সবচেয়ে পরিশোধ করেছি। বর্তমান খণ্ডস্থিতি ২১,১৯,৮৮৯ টাকা মাত্র। নিচে বিভিন্ন তহবিলের বর্ণনা দেয়া হলো।

## সঞ্চয় তহবিল

সংস্থার অর্থায়নের অন্যতম প্রধান তহবিল হচ্ছে সঞ্চয়। সংস্থায় তিনি ধরনের সঞ্চয় কার্যক্রম রয়েছে। যেমন: বাধ্যতামূলক সঞ্চয়, মেয়াদী সঞ্চয় এবং স্বেচ্ছা সঞ্চয়, যার সংক্ষিপ্ত বর্ণনা নিম্নে দেওয়া হলো।

### ১. বাধ্যতামূলক সঞ্চয়

এধরনের সঞ্চয় সদস্যগণ সাধারণত সাধারণত ভিত্তিতে জমা করে থাকেন। ন্যূনতম ২০ টাকা করে প্রতি সদস্য প্রতি সপ্তাহে বাধ্যতামূলকভাবে জমা করে থাকেন। সদস্যগণ ইচ্ছা করলে এই সঞ্চয় অতিরিক্তও করতে পারেন। জুন ২০১৫ পর্যন্ত এই সঞ্চয়ের আওতায় মোট স্থিতির পরিমাণ ১০৩,৮৯,৩১,১৫৫ (একশত তিনি কোটি উননবই লক্ষ একশিশ হাজার একশত পঞ্চাশ) টাকা। এ ধরনের সঞ্চয়ের জন্য সংস্থা সদস্যদের জমাকৃত সঞ্চয়ের মাসিক সর্বনিম্ন স্থিতির উপর বার্ষিক ৬% হারে সুদ প্রদান করে থাকে। বর্তমান অর্থবছরে সদস্যদেরকে সুদ বাবদ সর্বমোট ৫,২৭,৬২,৩৭০ (পাঁচ কোটি সাতাশ লক্ষ বাষ্পিত্ব হাজার তিনশত সত্তর) টাকা প্রদান করা হয়েছে। সংস্থার সর্বশেষ ৫ বছর পর্যন্ত বছরভিত্তিক সঞ্চয়ের স্থিতি নিম্নে দেয়া হলো:

সাল	জুন '১১	জুন '১২	জুন '১৩	জুন '১৪	জুন '১৫
টাকা	৩৩৯,২০৭,৭০৫	৫৩৫,৬৩৮,২৫৮	৬৯১,২৪৮,৯১৭	৮৪১,৮৭৪,৬৮৬	১,০৩৮,৯৩১,১৫৫

### ২. মেয়াদী সঞ্চয়

যে কোন সদস্য স্বেচ্ছায় এই বিশেষ সঞ্চয় তহবিলে মাসিক ভিত্তিতে অর্থ জমা রাখতে পারেন। এই সঞ্চয় তহবিলের উপর সুদের হার সর্বনিম্ন ৬% এবং সর্বোচ্চ ১১.৫%। এই জমার হার ১০০ টাকা বা এর গুণিতক হতে হবে। জুন ২০১৫ পর্যন্ত এই তহবিলের আওতায় মোট স্থিতির পরিমাণ ২০,৮৯,৩২,৩২৮ (বিশ কোটি উননবই লক্ষ বাষ্পিত্ব হাজার তিনশত আটাশ) টাকা।

### ৩. স্বেচ্ছা সঞ্চয়

২০১৪ সালের ১লা এপ্রিল থেকে স্বেচ্ছা সঞ্চয় নামে একটি নতুন সঞ্চয় প্রদার্শ চালু করা হয়। যে কোন সদস্য ইচ্ছা করলে এই সঞ্চয় তহবিলে যে কোন পরিমাণের সঞ্চয় জমা ও উত্তোলন করতে পারেন। সদস্যগণ জমাকৃত সঞ্চয়ের উপরে ৮% হারে সুদ প্রাপ্ত হন।

মাস	এপ্রিল '১৪	মে '১৪	জুন '১৪	জুন '১৫
টাকা	৯,২৩০,৮৩৯	১৬,৫৬৫,৮৫০	২,৪১৬৭,৯৩৮	৯৯,৭৫৫,১৭৮

## নিজস্ব তহবিল

সংস্থার কার্যক্রম পরিচালনার ক্ষেত্রে নিজস্ব তহবিল একটি গুরুত্বপূর্ণ ভূমিকা পালন করছে। নিজস্ব তহবিলের মধ্যে উদ্ভৃত তহবিল খণ্ড কার্যক্রমের যে কোন প্রয়োজনে তাৎক্ষণিকভাবে ব্যবহৃত হয়ে থাকে। এছাড়াও নিজস্ব তহবিলের আওতায় আরো রয়েছে ক্ষুদ্র বুঁকি এবং মেম্বার ওয়েলফেয়ার ফান্ড, ক্ষুদ্রবীমা, ক্রমপুঞ্জীভূত অবচয় তহবিল, কর্মী জামানত, খণ্ড সঞ্চিত, গ্র্যান্টাইটি ফান্ড, মৃত্যুজনিত ক্ষতিপূরণ তহবিল, কর্মী-বিসহি, অসময়িত দাবি, ছুটি জনিত বেতন, খরচ সঞ্চিত হিসাব, রেমিট্যাস ফান্ড ইত্যাদি, যা সংস্থা খণ্ড কার্যক্রমে প্রয়োজনবোধে ব্যবহার করে।

খাতের নাম	টাকা
<b>তহবিল</b>	
উদ্বৃত্ত তহবিল	৯২,৮৮,০৫,১৫৮
রিজার্ভ ফান্ড	১০,৪২,৩৪,৫৫৭
উপমোট (ক)	১০৩,৩০,৩৯,৭১৫
<b>অন্যান্য তহবিল</b>	
দুর্যোগ ব্যবস্থাপনা তহবিল	২,৭৫,৮৭,২২৩
ক্ষুদ্র ঝুঁকি এন্ড মেমোর ওয়েলফেড়ার ফান্ড	৫,৮৫,৯২,৫৫৬
ক্ষুদ্র বীমা	১৩,৪৩,৬৮৯
ক্রমপুঞ্জীভূত অবচয় তহবিল	৩,০০,৮১,৫২১
কর্মী জামানত	৬৭,৬৫,৮৫৯
খণ্ড ক্ষয় সংঘর্ষিতি	৩৬,৩৩৩,১৪৮
গ্র্যাচুইটি ফান্ড	৭,০৩,৮৭,২২১
মৃত্যুজনিত ক্ষতিপূরণ তহবিল	৫০,৭১,৬৮৬
কর্মী-বিশেষ সংপত্তি হিসাব (বিসহি)	৯৯,০৬,৪৩৯
অসমান্বিত দাবি	৩৮,৭৯,৮৮৬
চুটিজনিত বেতন	৮১,৮৭,৮২৫
খরচ সংঘর্ষিতি হিসাব	৫৬,৩৯,৫৬০
উপমোট (খ)	২৫,৯৬,৫৬,১৬৯
সর্বমোট (ক+খ)	১২৯,২৬,৯৫,৮৮৮

## পিকেএসএফ (পল্লী-কর্ম সহায়ক ফাউণ্ডেশন) থেকে প্রাপ্ত ঋণ

সংস্থার অর্থায়নের প্রধান বাহ্যিকতহবিল হচ্ছে পিকেএসএফ-এর ঋণ। সংস্থা পিকেএসএফ থেকে সাত ধরনের ঋণ গ্রহণ করেছে: গ্রামীণ ক্ষুদ্রঋণ (আরএমসি), ক্ষুদ্র উদ্যোগ ঋণ (এমইএল), ইউএমসি, জাগরণ, অহসর, সুফলন এবং বুনিয়াদ ঋণ। জুন ২০১৫ শেষে পিকেএসএফ থেকে গৃহীত কম্পোনেন্টভিত্তিক ঋণস্থিতির অবস্থান নিম্নে দেয়া হলো:

কম্পোনেন্ট	গ্রামীণ ক্ষুদ্রঋণ	ক্ষুদ্র উদ্যোগ ঋণ	ইউএমসি	জাগরণ	অহসর	সুফলন	বুনিয়াদ	সর্বমোট
ঋণস্থিতির পরিমাণ (টাকা)	১৬,১৭,০০,০০০	১৩,৩৬,০০,০০০	৬,৮০,০০,০০০	১১,০০,০০,০০০	৬,০০,০০,০০০	৮,০০,০০,০০০	৫০,০০,০০০	৫৭,৪৩,০০,০০০
ঋণের শতাংশ	২৮.১৬%	২৩.২৬%	১১.১৮%	১১.১৫%	১০.৪৫%	৬.৯৭%	০.৮৭%	১০০%

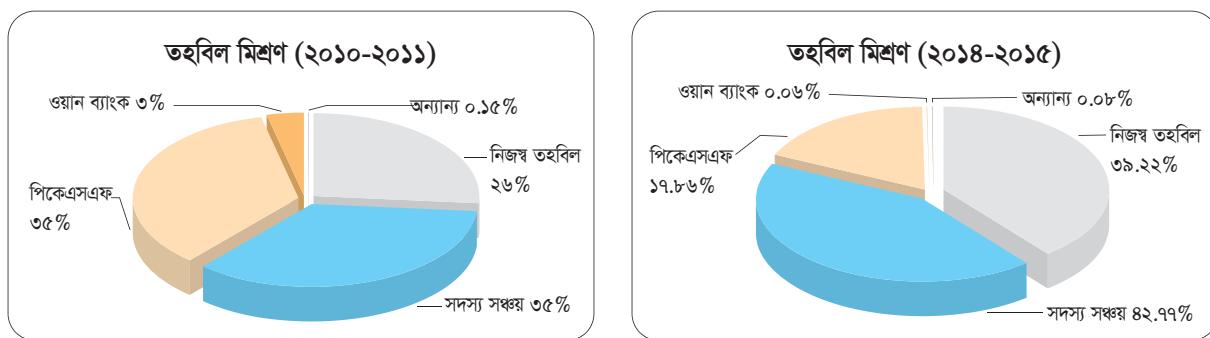
## বাণিজ্যিক ব্যাংক (ওয়ান ব্যাংক) থেকে প্রাপ্ত ঋণ

ঋণ কার্যক্রমের কলেবর বৃদ্ধি ছাড়াও যুগের সঙ্গে তাল মিলিয়ে দক্ষতা ও সক্ষমতা বৃদ্ধির প্রয়োজনে তহবিলের বহুমুখীকরণ যুক্তিযুক্ত বিবেচিত হওয়ায় সংস্থা ২০১১-১২ অর্থবছরে ওয়ান ব্যাংক থেকে ৫ কোটি টাকার ঋণ গ্রহণ করে। ওয়ান ব্যাংক থেকে গৃহীত এই ৫ কোটি টাকা সংস্থার প্রচলিত নিয়মে মাঠে কৃষি খাতে ঋণ হিসাবে ব্যবহৃত হয়েছে। বর্তমানে ওয়ান ব্যাংকের সাথে আমাদের ঋণস্থিতি ২১,১৯,৮৮৯ টাকা।

## বিগত ৫ বছরে সংস্থার তহবিলের উৎস

বিগত ৫ বছরে নিজস্ব তহবিল ক্রমাগত বেড়েছে, সঞ্চয়ও বেড়েছে। অন্যদিকে পিকেএসএফ থেকে গৃহীত খণ্ড ক্রমাগতভাবে কমেছে যা নিম্নোক্ত ছকে দেওয়া হলো।

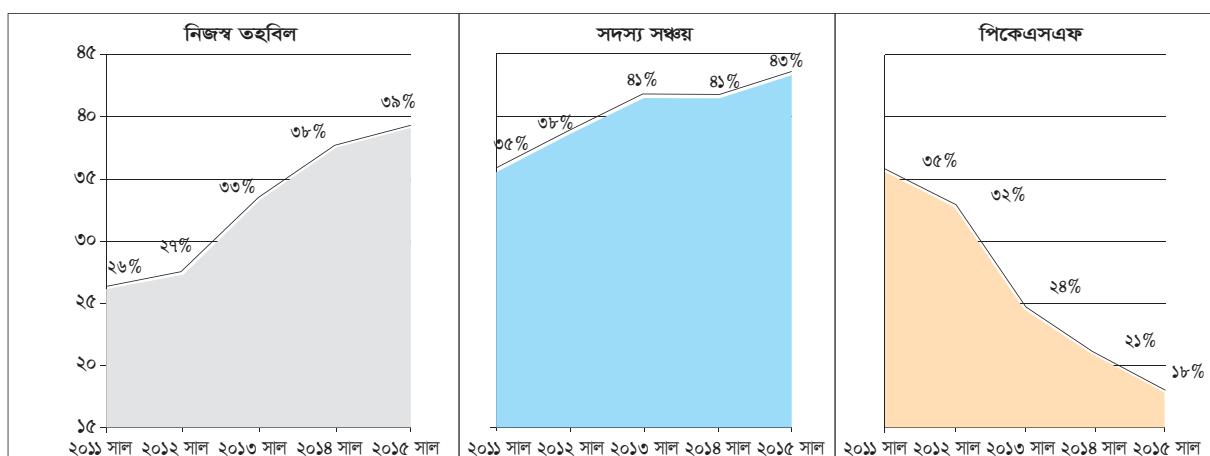
তহবিলের নাম	২০১১		২০১২		২০১৩		২০১৪		২০১৫	
	টাকা	হার								
নিজস্ব তহবিল	৩৯,৭৬,৯০,৫৮৯	২৬.৩৪%	৫৩,৫২,৩৩,২২৫	২৭.৪২%	৭৬,৬১,৮৮,২২৭	৩৩.৮২%	১০১,৯৬,৯০,০৯১	৩৭.৭২%	১২৭,০৩,৩২,৫৬৮	৩৯.০৮%
সদস্য সঞ্চয়	৫২,১৮,৭৮,১৭৭	৩৫.০৯%	৭৮,৫০,৯২,২১৬	৩৮.১৭%	৯৩,৯৯,৮৮,২৪১	৪১.০০%	১১০,৬৮,৯৫,১১৭	৪০.৯৫%	১৩১,৫৭,৮৩,৮৭৮	৪২.৯০%
পিকেএসএফ	৫২,৮৪,২৬,৬৬৮	৩৫.০০%	৬৩,১৮,৬৩,১৩৬	৩২.৩৭%	৫৫,৭৯,৮৮,৫৪৩	২৪.৩৮%	৫৬,১১,২৩,৩৫৮	২০.৯৬%	৫৮,২৭,৫৬,৬৮৯	১৭.৯১%
ওয়ান ব্যাংক	৫,১৬,৮৮,৬৫০	৩.৮২%	৩,৮০,১৩,২৫৬	১.৯৫%	২,৬৯,১৩,৯৭২	০১.৯৭%	১,৪৫,১৬,৩৮৯	০.৫৩%	১,১৯,৮৮৯	০.০৭%
অন্যান্য	২২,৫৩,৭৮২	০.১৫%	১৭,২৪,৮৮১	০.০৯%	১৫,১৪,৩০৮	০.০৭%	৯,৭৫,২০১	০.০৮%	২৬,৩০,৯৪৮	০.০৮%
মোট	১৫০,৯৮,৮৯,৮৬২	১০০%	১৯৫,১৯,২৬,৭১৪	১০০%	২২৯,২৫,৮৯,২৯১	১০০%	২৭০,৩২,০০,১৫২	১০০%	৩২৫,৩৬,২৩,৯৬৮	১০০%



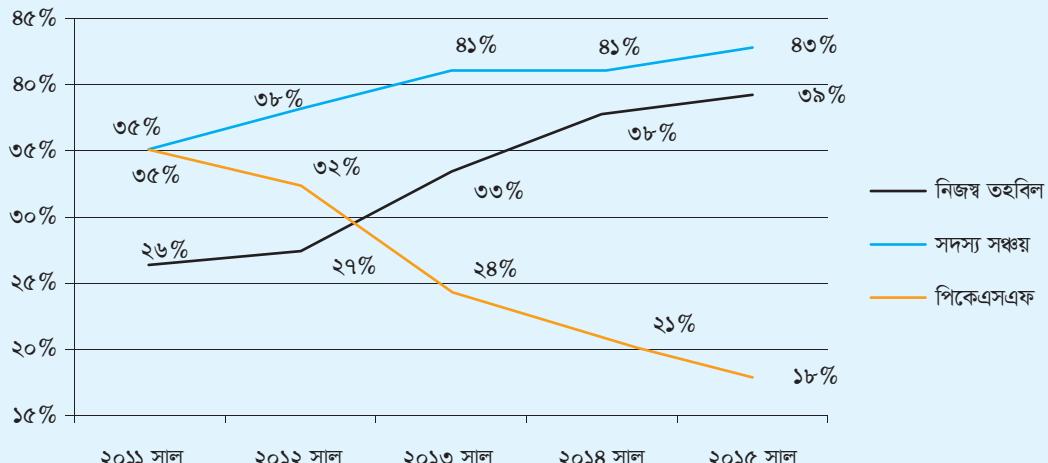
বছর	তহবিলের নাম	নিজস্ব	সঞ্চয়	পিকেএসএফ	ওয়ান ব্যাংক	অন্যান্য	মোট
২০১১		২৬.৩৪%	৩৫.০৯%	৩৫.০০%	৩.৮২%	০.১৫%	১০০%
২০১২		২৭.৪২%	৩৮.১৭%	৩২.৩৭%	১.৯৫%	০.০৯%	১০০%
২০১৩		৩৩.৮২%	৪১.০০%	২৪.৩৮%	১.৯৭%	০.০৭%	১০০%
২০১৪		৩৭.৭২%	৪০.৯৫%	২০.৯৬%	০.৫৩%	০.০৮%	১০০%
২০১৫		৩৯.০৮%	৪২.৯১%	১৭.৯১%	০.০৬%	০.০৮%	১০০%

উপরোক্ত ছক ও নিম্নোক্ত বার গ্রাফ থেকে দেখা যায় ২০১১ সালে সিদ্ধীপি-এর নিজস্ব তহবিলের পরিমাণ ২৬.৩৪% থেকে বেড়ে ২০১৫ সালে ৩৯.২২%-এ উন্নীত হয়েছে। একই সঙ্গে সদস্য সঞ্চয়ের পরিমাণও একই সময়কালে ৩৫.০৯% থেকে বেড়ে ৪২.৯১%-এ উন্নীত হয়েছে। পক্ষান্তরে পিকেএসএফ-এর খণ্ড নির্ভরশীলতা ২০১১ সালের ৩৫% থেকে কমে ২০১৫ সালে ১৭.৯১%-এ নেমে এসেছে।

বিষয়টিকে নিম্নে বার গ্রাফ ও রৈখিক গ্রাফে দেখানো হলো:



বিষয়টিকে নিম্নে বার গ্রাফে দেখানো হলো:



## অভ্যন্তরীণ নিরীক্ষা

ত্রাখের কার্যক্রমকে ঘচ্ছতা ও অধিক জবাবদিহিতার আওতায় রাখার লক্ষ্যে এবং ত্রাখের কাজগুলো সংস্থার নির্ধারিত নীতিমালার মধ্যে বাস্তবায়ন করা হয় কিনা সেগুলো বাস্তবে দেখার জন্য প্রতি ১৫টি ত্রাখের জন্য একজন করে অডিট অফিসার কর্মরত আছেন।

ত্রাখে অভ্যন্তরীণ নিরীক্ষা কার্যক্রম দুভাবে করা হয়ে থাকে: ১) সাধারণ অডিট ও ২) সার্বিক অডিট। একজন অডিট অফিসার ১টি ত্রাখে সংশ্লেষণ করে সাধারণ অডিট কার্যক্রম সম্পাদন করেন। কিন্তু সার্বিক অডিটের ধরন ভিন্ন। সার্বিক অডিটে একজন টিম লিডারের অধীনে একটি ত্রাখে যত জন ফিল্ড অফিসার কর্মরত থাকেন তত জন অডিট অফিসার সংশ্লেষণ পুরো ৬ দিন ত্রাখের সমিতি ও অফিসের সকল বিষয় নিরীক্ষা করে থাকেন। বর্তমানে অডিট বিভাগে ১১ জন অডিট অফিসার কর্মরত রয়েছেন।

এছাড়া অভ্যন্তরীণ নিরীক্ষা কার্যক্রমের অভিজ্ঞতা অর্জনের জন্য চলতি অর্থবৎসরে ১৪ জন এরিয়া ম্যানেজার ও ২৯ জন ত্রাখ ম্যানেজার সার্বিক অডিটে পর্যায়ক্রমে অংশগ্রহণ করেছেন।

সংস্থার অভ্যন্তরীণ নিরীক্ষা বিভাগ ২০১৪-২০১৫ অর্থবৎসরে সংস্থার ১১০টি ত্রাখে মোট ১৬৯টি সাধারণ অডিট ও ৩৮টি সার্বিক অডিট সম্পন্ন করেছে। আগামীতে সার্বিক অডিট বৃদ্ধির চিহ্ন-ভাবনা চলছে। কারণ সার্বিক অডিট ছাড়া একটি ত্রাখের অসঙ্গতি ও ভুল-ক্রচির বিস্তারিত তথ্য পাওয়া যায় না। তাই সংস্থা সার্বিক অডিটের উপর বিশেষ গুরুত্ব দিচ্ছে। নিম্নে মাসভিত্তিক অডিটের চিত্র দেখানো হলো।

### মাসভিত্তিক সাধারণ অডিটের ত্রাখ সংখ্যা

জুলাই '১৪	আগস্ট '১৪	সেপ্টেম্বর '১৪	অক্টোবর '১৪	নভেম্বর '১৪	ডিসেম্বর '১৪
১৬টি	২৪টি	১৭টি	৮টি	২২টি	১৬টি
জানুয়ারি '১৫	ফেব্রুয়ারি '১৫	মার্চ '১৫	এপ্রিল '১৫	মে '১৫	জুন '১৫
১২টি	৫টি	৫টি	১৬টি	১৩টি	১৫টি
মোট	১৬৯				

### মাসভিত্তিক সার্বিক অডিটের ত্রাখ সংখ্যা

জুলাই '১৪	আগস্ট '১৪	সেপ্টেম্বর '১৪	অক্টোবর '১৪	নভেম্বর '১৪	ডিসেম্বর '১৪
৩টি	১টি	৩টি	২টি	২টি	২টি
জানুয়ারি '১৫	ফেব্রুয়ারি '১৫	মার্চ '১৫	এপ্রিল '১৫	মে '১৫	জুন '১৫
২টি	৩টি	৬টি	৪টি	৬টি	৪টি
মোট	৩৮				

# অডিট রিপোর্ট

## ও আধিক প্রতিবেদন

**HAQUE SHAHALAM MANSUR & CO.**  
CHARTERED ACCOUNTANTS

Our Reference :

Your Reference :

Date : 09 AUG 2015

Independent Auditor's Report  
To the Members of General Body of  
Centre for Development Innovation and Practices  
Annexure-A1/1

We have audited the accompanying Financial Statements of **Centre for Development Innovation and Practices**, which comprise the Consolidated Statement of Financial Position as at June 30, 2015, and the Statement of Comprehensive Income, Statement of Cash Flows, Receipts and Payments Statement, Statement of Changes in Equity for the year then ended June 30, 2015 and a summary of significant accounting policies and other explanatory notes.

**Management's responsibility for the financial statements**

Management is responsible for the preparation and fair presentation of these financial statements in accordance with International Financial Reporting Standards (IFRS), and for such internal control as management determines is necessary to enable the preparation of financial statements that are free from material misstatement.

**Auditors' responsibility**

Our responsibility is to express an independent opinion on these financial statements based on our audit. We conducted our audit in accordance with International Standards on Auditing (ISA), as adopted by The Institute of Chartered Accountants of Bangladesh (ICAB). These standards require that we plan and perform the audit to obtain reasonable assurance about whether the financial statements are free from material misstatement. An audit includes examining, on a test basis, evidence supporting the amounts and disclosures in the financial statements.

**Opinion**

In our opinion, the Financial Statements present fairly, in all material respects, the financial position of **Centre for Development Innovation and Practices** as at June 30, 2015 and its financial performance and its cash flows for the year then ended June 30, 2015 in accordance with International Financial Reporting Standards (IFRS) and other applicable laws and regulations including MRA guidelines.

We also report that:

- a) We have obtained all the information and explanations which to the best of our knowledge and belief were necessary for the purpose of our audit and made due verification thereof.
- b) In our opinion, proper books of accounts as required by law and MRA Act and Rule have been kept by Centre for Development Innovation and Practices so far as it appeared from our examination of those books, and
- c) In our opinion, the statement of financial position and the statement of comprehensive income dealt with by the report are in agreement with the books of account.

Dhaka  
Dated: August 9, 2015



*Haque Shah Alam Mansur*  
(Haque Shah Alam Mansur & Co.)  
Chartered Accountants

**HAQUE SHAHALAM MANSUR & CO.**  
CHARTERED ACCOUNTANTS

Centre for Development Innovation and Practices  
Consolidated Statement of Financial Position  
As at 30, June 2015

Annexure-A1/2

Particulars	Notes	2014 - 2015 Amount	2013 - 2014 Amount
<b>Properties and Assets</b>			
<b>Non-current assets</b>			
Property, plant and equipment	6	70,002,861	74,282,962
Intangible assets	7	2,546,540	2,942,400
<b>Total Non-Current Assets</b>		<b>72,549,401</b>	<b>77,225,362</b>
<b>Current Assets</b>			
Short term loan to members	8	2,759,180,180	2,151,929,732
Short term investment	9	325,506,213	346,167,160
Staff loan outstanding	10	9,722,509	9,076,691
Accounts receivables	11	4,515,864	3,079,362
Advance, deposits and prepayments	12	5,031,975	2,933,911
Stock of printing materials	13	1,999,379	276,716
Suspense account	14	2,898,639	2,958,249
Cash in hand	15	294,800	172,548
Cash at banks	16	71,925,008	87,103,246
<b>Total Current Assets</b>		<b>3,181,074,567</b>	<b>2,603,697,615</b>
<b>Total Properties and Assets</b>		<b>3,253,623,968</b>	<b>2,680,922,977</b>
<b>Capital Fund and Liabilities</b>			
<b>Capital Fund</b>			
Cumulative surplus	17	928,805,158	755,169,145
Reserve fund	18	104,234,557	75,516,914
<b>Total Capital Fund</b>		<b>1,033,039,715</b>	<b>830,686,059</b>
Other funds	19	163,819,596	105,652,430
<b>Total Capital &amp; Other Fund</b>		<b>1,196,859,311</b>	<b>936,338,489</b>
<b>Non-Current Liabilities</b>			
Loan from PKSF	20	574,300,000	556,500,000
Loan from One Bank Ltd. - long term	21	2,000,000	14,000,000
<b>Total Non-Current Liabilities</b>		<b>576,300,000</b>	<b>570,500,000</b>



**HAQUE SHAHALAM MANSUR & CO.**  
CHARTERED ACCOUNTANTS

Particulars	Notes	2014 - 2015 Amount	2013 - 2014 Amount
<b>Current Liabilities</b>			
Members savings deposits	22	1,347,618,657	1,063,007,770
Staff savings - BISOHI	23	9,906,439	10,621,175
Staff security deposit	24	6,765,859	5,429,039
Accounts payable	25	70,175,100	58,790,168
Loan loss provision	26	36,333,144	30,657,723
Unsettled claim	27	3,879,446	1,881,145
Deposit against remittance	28	3,000,000	3,000,000
Loan from Provident Fund	29	1,079,501	188,022
Advance from PKSF (DIISP)	30	200,000	509,446
Advance from PKSF (ENRICH)	31	1,506,511	-
<b>Total Current Liabilities</b>		<b>1,480,464,657</b>	<b>1,174,084,488</b>
<b>Total Capital Fund and Liabilities</b>		<b>3,253,623,968</b>	<b>2,680,922,977</b>

The accompanying notes form an integral part of this financial statement.

*M. Lalit*  
Executive Director

*S. Shahalam*  
Chairman

As per our report of same date

Dated: August 09, 2015  
Dhaka

*Haque Shahalam Mansur & Co.*  
(Haque Shahalam Mansur & Co.)  
Chartered Accountants



**HAQUE SHAHALAM MANSUR & CO.**  
**CHARTERED ACCOUNTANTS**

Centre for development innovation and practices  
Statement of Comprehensive Income  
For the year ended June 30, 2015

Annexure-A1/3

Particulars	Notes	2014 - 2015 Amount	2013 - 2014 Amount
<b>Income</b>			
Service charges on Loan		597,882,858	515,427,578
Others service charge		1,727,432	1,822,896
Bank Interest		2,261,827	2,517,367
Bank Interest on FDR		25,681,855	24,109,094
Microcredit loan application fee		739,935	1,856,045
Members Admission Fee		724,295	-
Sale of Pass book		996,550	-
Others	32	474,096	395,533
<b>Total</b>		<b>630,488,849</b>	<b>546,128,513</b>
<b>Expenditure</b>			
Service charge of PKSF Loan		43,602,336	39,133,811
Service charges of Agriculture-One Bank Ltd.		1,085,861	2,662,934
Interest on Members Savings		52,762,370	43,249,606
Interest on Voluntary Members Savings		4,642,031	255,127
Interest on Members Savings - Term		16,662,336	17,606,401
Interest on Staff Savings - BISOHI		942,439	850,214
Interest on Staff Security Deposit		443,939	395,900
Salaries and allowances		198,712,226	155,954,748
Office rent		8,411,667	7,097,476
Printing and stationery		7,608,534	5,341,569
Travelling		2,798,276	2,068,440
Conveyance		1,654,715	326,375
Telephone and postage		3,818,679	3,337,924
Transportation		354,615	335,661
Repair and maintenance		1,734,239	2,928,409
Fuel cost		3,952,525	3,642,678
Gas and electricity		2,335,379	2,034,209
Entertainment		260,701	168,707
Advertisement		97,571	106,067
Newspaper and periodicals		462,322	298,129
Bank charges/DD charges		707,350	1,193,889
Bank charge - FDR		131,535	-
Registration fees		422,850	17,250
Meeting expenses		288,306	292,952
Training expense		1,473,313	2,146,105
Utensil and Crockeries		175,696	-
Vehicle maintenance		561,133	578,792
Legal expense		87,627	69,130



**HAQUE SHAHALAM MANSUR & CO.**  
CHARTERED ACCOUNTANTS

Particulars	Notes	2014 - 2015		2013 - 2014
		Amount	Amount	Amount
CDIP Modern School expenses		-		324,400
Other operation expenses		175,886		110,982
Donation & Subscription		224,256		-
Audit fees		57,500		57,500
Taxes		5,065,162		4,876,024
LLPE		8,127,890		3,153,105
DMFE		5,996,103		5,154,276
Gratuity expenses		28,154,831		17,000,180
Staff Death Coverage Expense		2,016,722		726,295
Software & Website Maintenance		2,655,684		-
Health Service Program (ENRICH)		69,652		-
Education Service Program (ENRICH)		9,032		-
Computer accessories		306,830		631,954
Consultancy fees		1,248,350		224,250
Research and publication		44,000		-
Depreciation		7,741,007		
Amortization		745,860		8,819,024
<b>Total Expenditure</b>		<b>418,829,336</b>		<b>333,170,493</b>
<b>Excess of Income over Expenditure</b>		<b>211,659,513</b>		<b>212,958,020</b>
<b>Total</b>		<b>630,488,849</b>		<b>546,128,513</b>

The accompanying notes form an integral part of this financial statement.

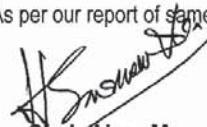


Executive Director



Chairman

As per our report of same date

  
 (Haque Shah Alam Mansur & Co.)  
 Chartered Accountants

Dated: August 09, 2015  
 Dhaka



**HAQUE SHAHALAM MANSUR & CO.**  
CHARTERED ACCOUNTANTS

Centre for development innovation and practices  
Statement of Cash Flows  
For the year ended June 30, 2015

Annexure-A1/5

Particulars	Notes	2014 - 2015 Amount	2013 - 2014 Amount
<b>A. Cash Flow from Operating Activities:</b>			
Surplus for the year		211,659,513	212,958,020
Add: Amount considered as non-cash items:			
Prior year adjustment		371,197	(1,413,442)
DMFE		5,996,103	5,154,276
Loan Loss Provision		8,127,890	3,153,105
CRF Reserve		-	277,733
Depreciation and amortization for the year		7,804,346	8,793,634
<b>Sub-total of Cash Flow from Operating Activities:</b>		<b>233,959,049</b>	<b>228,923,326</b>
<b>Non-cash items</b>			
Loan disbursed to members		(5,266,509,000)	(4,214,424,861)
Loan realized from members		4,560,597,664	4,012,668,072
Increase/decrease in current assets		93,887,152	1,044,115
Increase/decrease in current liabilities		55,065,700	36,751,242
<b>Sub total of non-cash items</b>		<b>(556,958,484)</b>	<b>(163,961,432)</b>
<b>Net cash used in Operating Activities</b>		<b>(322,999,435)</b>	<b>64,961,894</b>
<b>B. Cash flow from Investing Activities:</b>			
Acquisition of Property, plant and equipment		(3,128,385)	(8,687,131)
Investment		20,660,947	(182,288,688)
Capital Work-in-Progress		-	-
<b>Net cash used in Investing Activities</b>		<b>17,532,562</b>	<b>(190,975,819)</b>
<b>C. Cash Flow from Financing Activities:</b>			
Loan received		372,500,000	389,500,000
Members Savings		284,610,887	151,505,995
Repayment of loan		(354,700,000)	(383,000,000)
Loan from One Bank Ltd.		(12,000,000)	(12,000,000)
<b>Net cash used in Financing Activities</b>		<b>290,410,887</b>	<b>146,005,995</b>
<b>D. Net increase/decrease (A+B+C)</b>		<b>(15,055,986)</b>	<b>19,992,070</b>
Add: Cash and bank balance at the beginning of the year		87,275,794	65,087,326
<b>Cash and bank balance at the end of the year</b>		<b>72,219,808</b>	<b>85,079,396</b>

The accompanying notes form an integral part of this financial statement.



Executive Director

Dated: August 09, 2015  
Dhaka

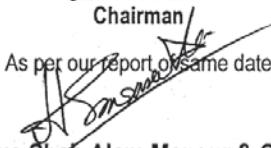


9



Chairman

As per our report on same date

  
(Haque Shah Alam Mansur & Co.)  
Chartered Accountants

**HAQUE SHAH ALAM MANSUR & CO.**  
 CHARTERED ACCOUNTANTS

Centre for development innovation and practices  
**Statement of Changes in Equity**  
 For the year ended June 30, 2015

Annexure-A/1/6

Particulars	Cumulative surplus	Reserve Fund (RF)	Total	Taka
<b>Balance as on July 01, 2014</b>	755,169,145	75,516,914	830,686,059.00	
Add: Prior year's adjustment	371,197		371,197.00	
Add: Surplus during the year	211,659,513		211,659,513.00	
Add/Less: Transferred to RF during the year	(21,165,951)			
Add/Less: Adjustment during the year (RF)	(7,551,692)			
Add/Less: Adjustment during the year (DMF)	(13,415)			
Add/Less: Transferred to Health support program	(40,861)		(40,861.00)	
Add/Less: Transferred to Education Support Program (Shisok)	(6,300,885)		(6,300,885.00)	
Add/Less: Transferred to CDIP Modern School	(3,321,893)		(3,321,893.00)	
<b>Balance as on June 30, 2015</b>	<b>928,805,158</b>	<b>104,234,557</b>	<b>1,033,039,715.00</b>	



10

# পরিশিষ্ট

# এক নজরে সিদ্ধিপ

বিগত ৫ বছর : ২০১৯-১৫

ক্র. নং	অর্জিত অঞ্চলগতির তথ্য	জুন '১১	জুন '১২	জুন '১২	জুন '১৪	জুন '১৫
১	জেলা	১৩	১৩	১৩	১৩	১৬
২	অধঃভূল	১৮	১৮	১৮	১৮	২২
৩	ত্রাপ্তি	৯০	৯০	৯০	৯০	১১০
৪	সদস্য	৯৪,৯০৯	১০৯,৬৯০	১১৯,১৯৫	১২৭,৮৩৮	১৫১,৮৯১
৫	মোট সদস্য সঞ্চয় (কোটি টাকা)	৫১.৯২	৭২.৫৮	৯১.৮১	১০৬	১৩৪.৭৬
৬	খণ্ড বিতরণ (কোটি টাকা)	২৫৩.৩১	৩২৩.৭৬	৩৮৯.২০	৪২১	৫২৬.৬৫
৭	খণ্ড আদায় (কোটি টাকা)	২১২.১৮	২৮৪.৮৬	৩৫৮.৩৮	৪০১	৪৬৫.৯২
৮	খণ্ডিতি (কোটি টাকা)	১২৫.৭৫	১৬৪.৬৮	১৯৫.০১	২১৫	২৭৫.৯১
৯	নিজস্ব তহবিল (কোটি টাকা)	২৯.৮৩	৪৪.১৯	৬৩.৫৫	৮১	১০৩.৩০
১০	আয়/ব্যয়ের উন্নত (কোটি টাকা)	৯.৫০	১৪.৪৩	১৯.৩২	২১.০৯	২১.১৬
১১	আয় (কোটি টাকা)	২৭.৩৮	৩৬.৫৯	৪৭.৫৩	৫৪.৬১	৬৩.০৮
১২	ব্যয় (কোটি টাকা)	১৭.৮৭	২২.১৬	২৮.২০	৩৩.৫১	৪১.৮৮
১৩	কার্যক্রমের স্বয়ঙ্গতার হার (%)	১৫৩.১৮%	১৬৫.১০%	১৬৮.৫৩%	১৬২.৯৩%	১৫০.৫৮%
১৪	কর্মী-প্রতি গড় খণ্ডিতি (লক্ষ টাকা)	৩২.৯২	৪১.৩৭	৪৬.৯৯	৪৯.০১	৪৬.৮৫
১৫	জনবল (সংখ্যা)	২,৬০৯	৩,১৬৯	৩,৫৪৩	৩,৮৬৩	৩,২৪৪

# ২১ বছরের অগ্রগতির তথ্যচিত্র

১৯৯৫-২০১৫

প্রথম সাত বছর (১৯৯৫-২০০১)

বিবরণ	ডিসে'৯৫	ডিসে'৯৬	ডিসে'৯৭	ডিসে'৯৮	ডিসে'৯৯	ডিসে'০০	জুন'০১
জেলা	১	১	২	২	২	২	৩
উপজেলা	১	২	৮	৫	৬	৭	৮
জেন	-	-	-	-	-	-	-
অঞ্চল	-	১	১	২	২	২	২
ব্রাঞ্চ	১	৩	৫	৬	৬	৮	১০
সমিতি	১৫	৬৫	৮১	২৪৫	৩১১	৪১৫	৪৯৯
সদস্য	১০৯	১,০৯৫	৩,১১৫	৩,৫৬৫	৭,৮৮৯	৮,৬০১	১১,০৪৮
সাধারণ সঞ্চয়	৭,৮৩০	২,৮৫,৫৩০	১৫,৮৩,২৫৩	৩২,৯৯,৮৩৬	৮০,৮৭,১৯৬	৭,৩২৮,৬৮৮	৯,৮৯৮,৯৮১
নিরাপত্তা সঞ্চয়	-	-	-	-	-	-	-
বিশেষ সঞ্চয়	-	-	-	-	-	-	-
বেচ্ছা সঞ্চয়	-	-	-	-	-	-	-
খণ্ড বিতরণ (আসল)	-	১,৮০৭,৮২৬	৬,৮৬২,০০০	১৫,৩৫৪,০০০	২৯,৭৯১,০০০	৫৬,৮০৯,০০০	৭৯,৮০৩,০০০
খণ্ড আদায় (আসল)	-	৯২০,২৬১	৮,৮২৭,৮৮০	১১,৮২৫,৬১০	২২,০২৩,৮৯২	৮২,৭৪৩,০৮৩	৫৮,৮৬৫,০৬১
খণ্ডস্থিতি (আসল)	-	৮৮৭,৫৬৫	২,৮৩৮,১২০	৩,৯২৮,৩৯০	৭,৭৬৭,১০৮	১৪,০৬৫,৯৫৭	২০,৫৩৭,৯৩৯
আশা-র খণ্ড সহায়তা	-	-	১,৩০০,০০০	১,৯০০,০০০	২,০১০,০০০	১,৯৩০,০০০	২,৫৬০,০০০
পিকেএসএফ-এর খণ্ড সহায়তা	-	-	-	-	৮০০,০০০	৮,৭৬০,০০০	৭,৮৬০,০০০
স্টাফ	৮	৮	১৮	২৫	২৭	৪১	৫৬

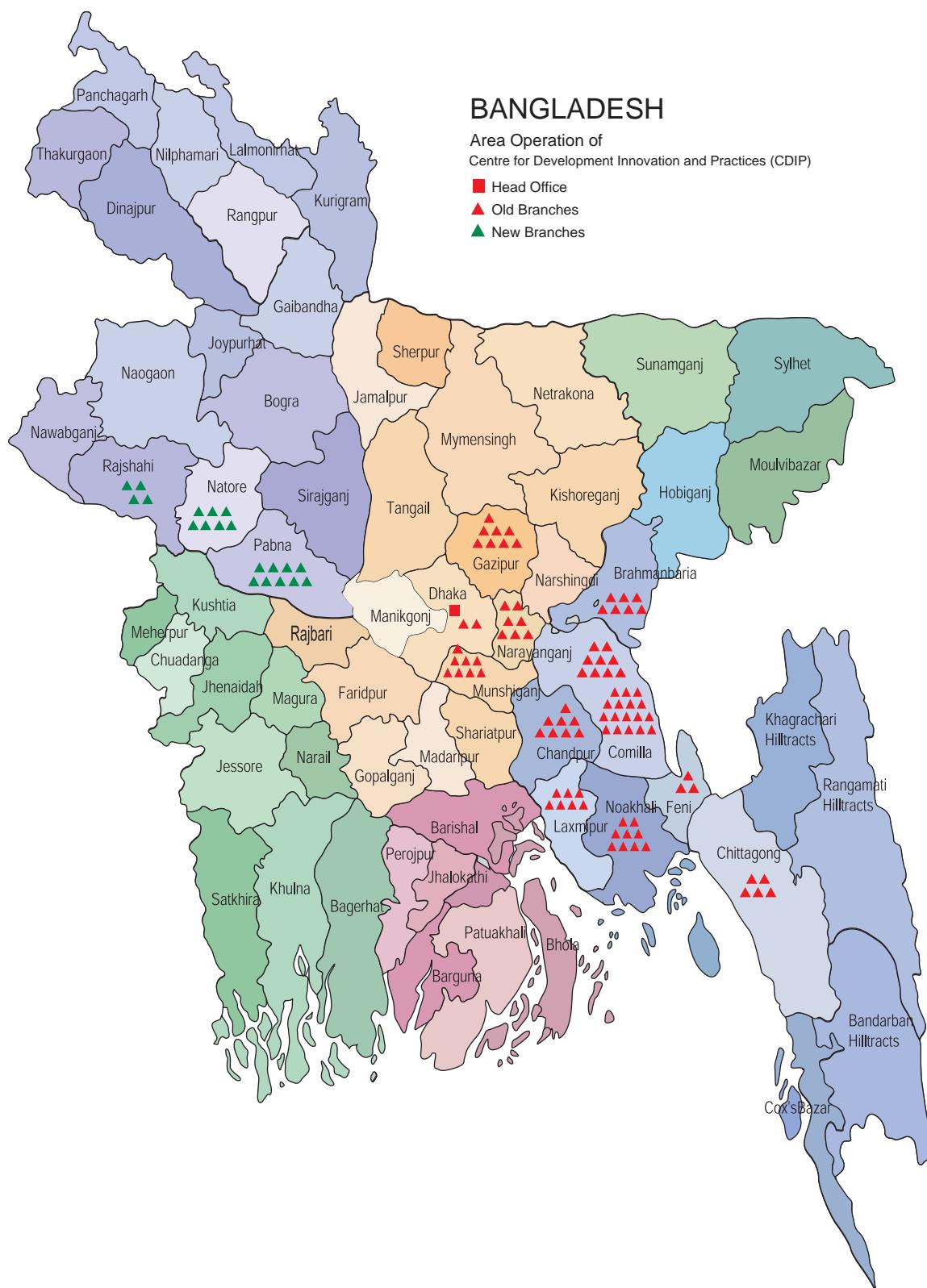
দ্বিতীয় সাত বছর (২০০২-২০০৮)

বিবরণ	জুন'০২	জুন'০৩	জুন'০৪	জুন'০৫	জুন'০৬	জুন'০৭	জুন'০৮
জেলা	৩	৩	৫	৬	১১	১২	১২
উপজেলা	৯	১০	১৯	২২	৩১	৩৯	৮৮
জেন	-	-	-	-	-	-	-
অঞ্চল	২	৩	৫	৬	১০	১০	১১
ব্রাঞ্চ	১০	১২	২২	৩০	৫০	৫৮	৬৫
সমিতি	৬৩২	৮৬৭	১,৩৩৮	১,৫৭৮	২,০৬১	২,৮৫৫	৩,২৭৬
সদস্য	১৮,৭৭০	২০,৩৫১	২৮,৩৮৩	৩০,৪৬৩	৪১,০৫২	৫৬,৬৫৭	৫৬,২১৮
সাধারণ সঞ্চয়	১৮,৮৮৬,৭৬১	২২,৭০০,৭৮৯	৩৮,৯৩৮,৭২৮	৩৯,২৫৮,৯৮৮	৪০,০৭০,১৯৮	৬১,৩০৯,২৯১	৯৪,৭৩৭,০৬৮
নিরাপত্তা সঞ্চয়	-	-	-	৭,৮৭৫,০৩৫	২০,৮১৩,৬৮০	৩৮,৫৬১,৮৯৫	৮০,৬০১,৮৪৮
বিশেষ সঞ্চয়	-	-	-	-	-	-	-
বেচ্ছা সঞ্চয়	১৪৪,১৮৮,০০০	২৫৫,৮৩৯,০০০	৮৫৮,৮৫৫,০০০	৬৬১,৫৪০,০০০	১,০০০,৯২৭,৫৬৬	-	-
খণ্ড বিতরণ (আসল)	১০৯,৫১৭,৭০৯	১৯৭,০৬৩,১০০	৩৬৬,৫৬৮,৮০৮	৫৫৯,১৮৩,১০৬	৮৫০,০৩০,৬৬৮	১,৬৯৭,৭০৭,৮৩৭	২,৪৯৮,০৬৭,৮৩৭
খণ্ড আদায় (আসল)	৩৪,৬৭০,২৯১	৫৮,৭৭৫,৯০০	৮৮,২৮৬,১৯৬	১০২,৩৫৬,৮৯৮	১৫০,৮৯৬,৯০২	১,৪০৫,০৮৬,২৮৮	২,১০১,৯২১,৯২১
খণ্ডস্থিতি (আসল)	১,৮৩০,০০০	৬৬৯,৯৯৯	৩০৯,৯৯৯	২,২৭৯,৯৯৯	২,৪৯৯,৯৯৮	২৯২,৬২১,১৪৯	৩৯৬,১৪৫,৫০৮
আশা-র খণ্ড সহায়তা	১৪,২২০,০০০	৩৩,৯৮০,০০০	৫০,২৯৯,০০০	৩৩,৮৩৩,০০০	৫১,১৮০,০০০	-	-
পিকেএসএফ-এর খণ্ড সহায়তা	৬৪	৮৯	১৭২	২৩৮	২৯৭	২২৭,৮০০,৮২৫	৩১৪,৯৪৫,৬৫৬
স্টাফ						৪৯১	৭৮৩

ত্রুটীয় সাত বছর (২০০৯-২০১৫)

বিবরণ	জুন '০৯	জুন '১০	জুন '১১	জুন '১২	জুন '১৩	জুন '১৪	জুন '১৫
জেলা	১২	১২	১৩	১৩	১৩	১৩	১৬
উপজেলা	৫৮	৫৮	৬৮	৬৮	৬৮	৬৮	৮৭
জোন	১	৩	০৮	৫	৫	৬	৫
অঞ্চল	১২	১২	১৪	১৪	১৪	১৪	২২
ব্রাহ্ম	৭০	৭০	৯০	৯০	৯০	৯০	১১০
সমিতি	৩,৬২৯	৮,২৩১	৫,৪২১	৬,০৩৬	৬,৮৪৮	৬,৯১৩	৮,৫০৬
সদস্য	৬২,৫৭৬	৭৬,২৫৪	৯৪,৯০৯	১০৯,৬৯০	১১৯,১৯৫	১২৭,৮৩৮	১৫১,৮৯১
সাধারণ সঞ্চয়	১৪৭,৯০৮,১৫৩	২৩০,২৭৮,৩১৭	৩৩১,২০৭,৭০৫	৫৩৫,৬৩৮,২৫৮	৬৯১,২৪৮,৯১৭	৮৪১,৮৭৮,৬৮৬	১,০৩৮,৯৩১,১৫৫
নিরাপত্তা সঞ্চয়	৮৮,০৫৯,২০৫	৫০,০৭৯,০১০	৬২,৮২১,১৪৫	-	-	-	-
বিশেষ সঞ্চয়	-	৩৫,৬০৫,৯০০	১৩,১৯২,৮০০	১৯০,২২৭,৭০০	২২২,৮৯৯,৯৭৫	১৯৭,৩৬৫,১৪৬	২০৮,৯৩২,৩২৮
যেচ্ছা সঞ্চয়	-	-	-	-	-	২৪,১৬৭,৯৩৮	৯৯,৯৫৫,১৭৪
খণ্ড বিতরণ (আসল)	৩,৯১৫,৩৫২,৮৮১	৫,৪৮০,৫৫২,৮৮১	৭,৯৭৮,০৮৯,৮০৬	১১,২১৫,৫৭২,৩৬৭	১৫,১০৭,৫৭৪,৬৮২	৮,২১৪,০৮৮,৮৬১	৫,২৬৬,৫০৯,০০০
খণ্ড আদায় (আসল)	৩,১০১,৯৬৬,২৩০	৮,৫৯৩,২২১,৫৩০	৬,৭২০,৬৬৬,২২৭	৯,৫৬৯,১৪৫,২০৮	১৩,১৫৭,৮০১,৭৩৯	৮,০১২,২৮৮,০৩০	৮,৬৫৯,২৫৮,৫৫২
খণ্ডস্থিতি (আসল)	৬১৩,৫৮৬,২১১	৮৪৭,৩৩০,৯১১	১,২৫৭,৮২৩,৫৭৯	১,৬৪৬,৮২৭,১৬৩	১৯৫,০১৭২,৯৪৩	২,১৫১,৯২৯,৯৩২	২,৭৫৯,১৮০,১৮০
আশা-র খণ্ড সহায়তা	-	-	-	-	-	-	২,০০০,০০০
পিকেএসএফ-এর খণ্ড সহায়তা	৪১৬,১৭১,৮৫৫	৮৬৬,৫০০,০০০	৫১৪,৫০০,০০০	৩৭০,০০০,০০০	৩২৬,০০০,০০০	৩৮৯,৫০০,০০০	৫৭৮,৩০০,০০০
স্টাফ	৮৪১	১,১৬০	২,৬০৯	৩,১৬৯	৩,৫৮৩	৩,৮৬৩	৩,২৪৮

# মানচিত্রে সিদিপের কর্ম-এলাকা এবং শাখাসমূহের অবস্থান



# শাখাসমূহের তালিকা : নাম ও ঠিকানা

- ০১. কুটি ব্রাহ্ম**  
গ্রাম ও পো : কুটি, থানা : কসবা  
জেলা : ব্রান্ডশবাড়ীয়া।
- ০২. ধরখার ব্রাহ্ম**  
তত্ত্ব, (উত্তরা ব্যাংক বিল্ডিং), পো : ছতুরা  
শরীফ, থানা : আখাউড়া, জেলা : ব্রান্ডশবাড়ীয়া।
- ০৩. চারগাছ ব্রাহ্ম**  
গ্রাম ও পো : চারগাছ, থানা : কসবা  
জেলা : ব্রান্ডশবাড়ীয়া।
- ০৪. বিটঘর ব্রাহ্ম**  
পো : বিটঘর, থানা : নবীনগর  
জেলা : ব্রান্ডশবাড়ীয়া।
- ০৫. সাহেবাবাদ ব্রাহ্ম**  
পো : সাহেবাবাদ, থানা : বি-পাড়া  
জেলা : কুমিল্লা।
- ০৬. কামালা ব্রাহ্ম**  
গ্রাম : কামালা (জলিল সদাগরের বাড়ি)  
পো : কামালা, থানা : মুরাদনগর, জেলা : কুমিল্লা।
- ০৭. সলিমগঞ্জ ব্রাহ্ম**  
পো : সলিমগঞ্জ বাজার, থানা : নবীনগর  
জেলা : ব্রান্ডশবাড়ীয়া।
- ০৮. হায়দ্রাবাদ ব্রাহ্ম**  
পো : হায়দ্রাবাদ, থানা : মুরাদনগর  
জেলা : কুমিল্লা।
- ০৯. শ্রীকাইল ব্রাহ্ম**  
পো : শ্রীকাইল, থানা : মুরাদনগর  
জেলা : কুমিল্লা।
- ১০. কুপসদী ব্রাহ্ম**  
গ্রাম : বাল্লাকান্দি (বিফলা মেষারের বাড়ি)  
পো : কুপসদী উত্তর বাজার, ভায়া - শ্যামগ্রাম  
থানা : বাঘরামপুর, জেলা : ব্রান্ডশবাড়ীয়া।
- ১১. ভেলাচং ব্রাহ্ম**  
পো : ভেলাচং পুরাতন বাজার  
থানা : নবীনগর, জেলা : ব্রান্ডশবাড়ীয়া।
- ১২. দ. বাসুরা ব্রাহ্ম**  
পো : দ. বাসুরা, থানা : মুরাদনগর,  
জেলা : কুমিল্লা।
- ১৩. ময়নামতি ব্রাহ্ম**  
পো : ময়নামতি, থানা : বুড়িচং, কুমিল্লা।
- ১৪. ভরসার বাজার ব্রাহ্ম**  
পো : ভরসার বাজার, থানা : বুড়িচং  
জেলা : কুমিল্লা।
- ১৫. নিমসার ব্রাহ্ম**  
গ্রাম : নিমসার (ওহাব মাষ্টারের বাড়ি)  
পো : নিমসার, থানা : বুড়িচং, জেলা : কুমিল্লা।
- ১৬. মোহনপুর ব্রাহ্ম**  
পো : মোহনপুর, থানা : দেবিদ্বার  
জেলা : কুমিল্লা।
- ১৭. চাঁপাপুর ব্রাহ্ম**  
রোড নং ৩, ব্লক নং বি, হাউজিং স্টেট  
খেলার মার্থ সংলগ্ন, পুরাতন পুলিশ ফাঁড়ি  
কোতয়ালী, জেলা : কুমিল্লা।
- ১৮. মাধাইয়া ব্রাহ্ম**  
গ্রাম : সোনাপুর, পো : মাধাইয়া বাজার  
থানা : চান্দিবা, জেলা : কুমিল্লা।
- ১৯. মিয়ার বাজার ব্রাহ্ম**  
গ্রাম : বেলঘর, (মিয়াবাড়ি) পো : মিয়া বাজার  
উপজেলা : চৌদ্দগ্রাম, জেলা : কুমিল্লা।
- ২০. বারেরা ব্রাহ্ম**  
গ্রাম : বারেরা (শাজাহান সরকারের বাড়ি)  
পো : ও থানা : দেবিদ্বার, জেলা : কুমিল্লা।
- ২১. লাকসাম ব্রাহ্ম**  
দিলকুবা আলম ভবন, গ্রাম : নশরতপুর  
পো : লাকসাম, থানা : লাকসাম, জেলা : কুমিল্লা।
- ২২. বাগমারা ব্রাহ্ম**  
গ্রাম : সৈয়দপুর (রফিকুল ইসলামের বাড়ি)  
পো : বাগমারা, সদর দফ্তর, জেলা : কুমিল্লা।
- ২৩. বিপুলাসার ব্রাহ্ম**  
গ্রাম : কাছি (হাজী মোঢ় খোরশেদ আলম এর  
বাড়ি), পো : বিপুলাসার, থানা : মনোহরগঞ্জ  
জেলা : কুমিল্লা।
- ২৪. নাস্লকোট ব্রাহ্ম**  
গ্রাম : নাস্ল কোট (হাউজিং), পো : নাস্লকোট  
থানা : নাস্লকোট, জেলা : কুমিল্লা।
- ২৫. মুদাফ্ফরগঞ্জ ব্রাহ্ম**  
গ্রাম : মুদাফ্ফরগঞ্জ (আন্দুর রব মাষ্টার বাড়ি)  
পো : মুদাফ্ফরগঞ্জ, থানা : লাকসাম  
জেলা : কুমিল্লা।
- ২৬. খিলাবাজার ব্রাহ্ম**  
পো : খিলাবাজার (খিলা উত্তর বাজার এম এস  
মার্কেট), থানা : মনোহরগঞ্জ, জেলা : কুমিল্লা।
- ২৭. জিনসার ব্রাহ্ম**  
গ্রাম ও পো : জিনসার, থানা : কুমিল্লা সদর  
জেলা : কুমিল্লা।
- ২৮. সোনারগাঁ ব্রাহ্ম**  
হাতকোপা উপজেলা রোড, পো : সোনারগাঁ  
থানা : সোনারগাঁ, জেলা : নারায়ণগঞ্জ।
- ২৯. মদনপুর ব্রাহ্ম**  
গ্রাম : চাঁনপুর, (কলেজে কাছে), পো : মদনপুর  
থানা : বন্দর, জেলা : নারায়ণগঞ্জ।
- ৩০. মদনগঞ্জ ব্রাহ্ম**  
গ্রাম : আলীনগর (হামিদ উল্লাহ মেষারের বাড়ি)  
পো : মদনগঞ্জ, থানা : বন্দর  
জেলা : নারায়ণগঞ্জ।
- ৩১. আড়াইহাজার ব্রাহ্ম**  
গ্রাম : দেবৈপুরা (পালপাড়া)  
পোঃ ও থানা : আড়াইহাজার  
জেলা : নারায়ণগঞ্জ।
- ৩২. ভবেরচর ব্রাহ্ম**  
গ্রাম : ভবেরচর (কলিমুল্লাহ কলেজ সংলগ্ন)  
পো : ভবেরচর বাজার, থানা : গজারিয়া  
জেলা : মুসীগঞ্জ।
- ৩৩. নবীগঞ্জ ব্রাহ্ম**  
নবীগঞ্জ বাজার (দুলাল সর্দারের বাড়ি)  
পো : নবীগঞ্জ, থানা : বন্দর, জেলা : নারায়ণগঞ্জ।
- ৩৪. সিন্দিরগঞ্জ ব্রাহ্ম**  
ছেট জাবারের বাড়ি, বার্মা বাস স্ট্যান্ড  
বাগপাড়া, পো : লক্ষ্মীনারায়ণ মিলস, সিন্দিরগঞ্জ  
পৌরসভা, থানা : সিন্দিরগঞ্জ, জেলা : নারায়ণগঞ্জ।
- ৩৫. গাউচিয়া ব্রাহ্ম**  
মোঃ মনতাজুল হক-এর বাড়ি  
গোলাকান্দাইল, পো : ভুলতা  
থানা : রূপগঞ্জ, জেলা : নারায়ণগঞ্জ।
- ৩৬. তিতাস ব্রাহ্ম**  
গ্রাম : বড় গাজীপুর (মোঃ মহসিন বেপারির বাড়ি)  
কামাল মডার্ন হাস্পিটাল এর পশ্চিম পাশে)  
পো : বড় গাজীপুর, থানা : তিতাস  
জেলা : কুমিল্লা।

- ৩৭. মেঘনা ব্রাহ্ম**  
**গ্রাম :** আমিরাবাদ (গোলাম মোস্তকা বিল্ডিং)  
 গোবিন্দপুর রোড, পো : মানিকারচর  
 উপজেলা : মেঘনা, জেলা : কুমিল্লা।
- ৩৮. মাথাভাঙ্গা ব্রাহ্ম**  
 হোমনা আদর্শ উচ্চ বিদ্যালয়-এর দক্ষিণ গেইট  
 সংলগ্ন (হাসিনা আপার বাড়ী)  
 উপজেলা : হোমনা, জেলা : কুমিল্লা।
- ৩৯. জুবানপুর ব্রাহ্ম**  
**গ্রাম :** মহসন (মরহুম আহমদ ফকিরের বাড়ী)  
 পো : গোয়ালমারী বাজার, থানা : দাউদকান্দি  
 জেলা : কুমিল্লা।
- ৪০. সাচার ব্রাহ্ম**  
**গ্রাম :** সাচার (কানু সাহার বাড়ী)  
 পো : সাচার বাজার, উপজেলা : কচুয়া  
 জেলা : চাঁদপুর।
- ৪১. রায়পুর (গৌরীপুর) ব্রাহ্ম**  
**গ্রাম :** সিংহলুা, (রায়পুর কে.সি. উচ্চ বিদ্যালয়ের  
 উত্তর পার্শ্ব স্কুলস্থী সাহেবের বাড়ী)  
 পো : রায়পুর, উপজেলা : দাউদকান্দি  
 জেলা : কুমিল্লা।
- ৪২. মাওনা ব্রাহ্ম**  
 দারগারচালা (কেওয়া পশ্চিম খন্ড)  
 পো : মাওনা বাজার, থানা : শ্রীপুর  
 জেলা : গাজীপুর।
- ৪৩. জৈনা ব্রাহ্ম**  
 (মকবুল মেথরের বাড়ী), পো : তেলিহাটী  
 থানা : শ্রীপুর, জেলা : গাজীপুর।
- ৪৪. গাজীপুর সদর ব্রাহ্ম**  
 (চাপুলিয়া BMTF মেইন গেইটের পূর্ব পার্শ্বে)  
 হোল্ডিং নং ৫৩৭, পো : বি.ও.এফ  
 থানা : গাজীপুর সদর, জেলা : গাজীপুর।
- ৪৫. পোড়াবাড়ী ব্রাহ্ম**  
**গ্রাম :** ভোগুন বিলিং টেক্সেন (হারবাইদ রোড)  
 প্রাম সরকার স্কুলজাহান বেগমের বাড়ী, মীরের  
 বাজার, থানা : গাজীপুর সদর, জেলা : গাজীপুর।
- ৪৬. টঙ্গীবাড়ী ব্রাহ্ম**  
 গ্রামীণ ব্যাংক সংলগ্ন (নূর জাহান ভিলা)  
 আমাতলী (উপজেলা রোড), পো : টঙ্গীবাড়ী  
 থানা : টঙ্গীবাড়ী, জেলা : মুসীগঞ্জ।
- ৪৭. আন্দুলাপুর ব্রাহ্ম**  
**গ্রাম :** আন্দুলাপুর, পো : আন্দুলাপুর  
 থানা : টঙ্গীবাড়ী, জেলা : মুসীগঞ্জ।
- ৪৮. সিরাজদীর্ঘাঁ ব্রাহ্ম**  
 প্রাম : সত্তেগপাড়া (আশা ও প্রশিক্ষা অফিস সংলগ্ন)  
 পো : ও থানা : সিরাজদীর্ঘাঁ, জেলা : মুসীগঞ্জ।
- ৪৯. মুসীগঞ্জ সদর ব্রাহ্ম**  
**গ্রাম :** মানিকপুর (সেলিনা আক্তারের বাড়ী)  
 সদর হাসপাতাল গেট সংলগ্ন, পো : মুসীগঞ্জ  
 থানা : মুসীগঞ্জ সদর, জেলা : মুসীগঞ্জ।
- ৫০. শ্রীনগর ব্রাহ্ম**  
**গ্রাম :** জগুরগাঁও (ভাগ্যকূল রোড)  
 পো : শ্রীনগর, থানা : শ্রীনগর, জেলা : মুসীগঞ্জ।
- ৫১. নওপাড়া ব্রাহ্ম**  
**গ্রাম :** নওপাড়া বেপারী বাড়ী (আন্দুর রশিদ  
 বেপারি), নতুন কুঁড়ি ইন্টাঃ স্কুলের পাশে  
 পো : নওপাড়া, থানা : লোহজং, জেলা : মুসীগঞ্জ।
- ৫২. ইসলামপুর ব্রাহ্ম**  
 বালিগাঁও বাজার (সাতার ব্যাপারির বাড়ী)  
 থানা : টঙ্গীবাড়ী, জেলা : মুসীগঞ্জ।
- ৫৩. হাজীগঞ্জ ব্রাহ্ম**  
**গ্রাম :** টেরাগর (তালুকদার বাড়ী), হাজীগঞ্জ  
 পাইলট উচ্চ বিদ্যালয় এন্ড কলেজ সংলগ্ন  
 পো : ও থানা : হাজীগঞ্জ, জেলা : চাঁদপুর।
- ৫৪. মান্দারী ব্রাহ্ম**  
 প্রথমে নৃকুল আলম ভূইয়া,  
 দক্ষিণ বাজার (বীড়ওয়ে ক্যাটেট স্কুল সংলগ্ন)  
 গ্রাম+পো+থানা : মান্দারী, জেলা : লক্ষ্মীপুর।
- ৫৫. রাহিমানগর ব্রাহ্ম**  
**গ্রাম :** রাহিমানগর বাজার  
 থানা : কচুয়া, জেলা : চাঁদপুর।
- ৫৬. উয়ারক ব্রাহ্ম**  
**গ্রাম :** সুরসই, পো : উয়ারক বাজার  
 থানা : শাহরাতি, জেলা : চাঁদপুর।
- ৫৭. মহামায়া ব্রাহ্ম**  
**গ্রাম :** লোদেরগাঁও, পো : মহামায়া বাজার  
 থানা : চাঁদপুর সদর, জেলা : চাঁদপুর।
- ৫৮. তরপুরচান্ডি ব্রাহ্ম**  
 টেকনিক্যাল স্কুল সংলগ্ন (চাঁদপুর পল্লী বিদ্যুৎ  
 অধিসেব বিপরীত দিকে), জেলা : চাঁদপুর।
- ৫৯. লক্ষ্মীপুর সদর ব্রাহ্ম**  
 নাসির মঙ্গিল, এম.এ.মালেক জামে মসজিদ  
 সংলগ্ন, আমজাদ পাটোয়ারী রোড, ওয়ার্ড নং ২  
 মধ্য বাঘনগর, লক্ষ্মীপুর সদর, জেলা : লক্ষ্মীপুর।
- ৬০. রায়পুর (লক্ষ্মীপুর) ব্রাহ্ম**  
 আবাস উদ্দিন (রতন)-এর বাড়ি, নতুন বাজার  
 দেনায়েতপুর (দাকস সালাম এতিম খানার  
 পূর্বপাশে), পো : আশরাফগঞ্জ, থানা : রায়পুর  
 জেলা : লক্ষ্মীপুর।
- ৬১. হায়দরগঞ্জ ব্রাহ্ম**  
**গ্রাম :** আবাবিল (হাজী নূর মোহাম্মদ সড়ক)  
 পো : হায়দরগঞ্জ, থানা : রায়পুর  
 জেলা : লক্ষ্মীপুর।
- ৬২. রামগঞ্জ ব্রাহ্ম**  
**গ্রাম :** সাতারপাড়া (ফয়েজ মাস্টারের বাড়ী)  
 রামগঞ্জ সরকারি কলেজের উত্তর গেইট সড়ক  
 পো : রামগঞ্জ, থানা : রামগঞ্জ, জেলা : লক্ষ্মীপুর।
- ৬৩. ফরিদগঞ্জ ব্রাহ্ম**  
**গ্রাম :** কাঁচিয়ারা দঃ পাড়া (খলিফা বাড়ী),  
 পো : ফরিদগঞ্জ, থানা : ফরিদগঞ্জ  
 জেলা : চাঁদপুর।
- ৬৪. মান্দারী ব্রাহ্ম**  
 প্রথমে নৃকুল আলম ভূইয়া,  
 দক্ষিণ বাজার (বীড়ওয়ে ক্যাটেট স্কুল সংলগ্ন)  
 গ্রাম+পো+থানা : মান্দারী, জেলা : লক্ষ্মীপুর।

- ৭২. মাইজদী ব্রাথ্ব**  
 অন্তপুর (টিভি সেটেরের আগে)  
 পো : মাইজদী বাজার (পৌরসভা গেইট)  
 থানা : সুদারাম, জেলা : নোয়াখালী।
- ৭৩. খলিফারহাট ব্রাথ্ব**  
 (মুন স্টার কিন্ডার গার্টেন সংলগ্ন)  
 পো : খলিফার হাট, থানা : নোয়াখালী সদর  
 জেলা : নোয়াখালী।
- ৭৪. দাসেরহাট ব্রাথ্ব**  
 (প্রথমে মোঃ আশ ওয়াহেদ মুসী)  
 উত্তর বাজার, পো : রূপচাড়া, থানা : সদর  
 জেলা : লক্ষ্মীপুর।
- ৭৫. চন্দ্রগঞ্জ ব্রাথ্ব**  
 গ্রাম : রামকৃষ্ণপুর (সাদার ঘর), পো : চন্দ্রগঞ্জ  
 থানা : লক্ষ্মীপুর সদর, জেলা : লক্ষ্মীপুর।
- ৭৬. বাংলাবাজার ব্রাথ্ব**  
 গ্রাম : বাংলাবাজার, বসন্ত বাগ (আদুল মতিন  
 মাস্টারের বাড়ি) পো : বাংলাবাজার  
 থানা : বেগমগঞ্জ, জেলা : লক্ষ্মীপুর।
- ৭৭. সোনাপুর ব্রাথ্ব**  
 গ্রাম : বিনোদপুর (দত্তেরহাট)  
 পো : ও থানা : সোনাপুর, জেলা : নোয়াখালী।
- ৭৮. বজরা ব্রাথ্ব**  
 (এছাক ব্যাপারির বিভিন্ন), পো : বজরা বাজার  
 থানা : সোনাইয়ুটী, জেলা : নোয়াখালী।
- ৭৯. জমিদারহাট ব্রাথ্ব**  
 (আঃ হাই সহবের বাড়ী), পো : জমিদারহাট  
 থানা : বেগমগঞ্জ, জেলা : নোয়াখালী।
- ৮০. দাগনভূইয়া ব্রাথ্ব**  
 গ্রাম : আলাইয়ারপুর, (ইকবাল মেমোরিয়াল  
 কলেজের পেছনে), পো : দাগনভূইয়া  
 থানা : দাগনভূইয়া, জেলা : ফেনী।
- ৮১. নদোনা ব্রাথ্ব**  
 নদোনা বাজার, পো : নদোনা  
 থানা : সোনাইয়ুটী, জেলা : নোয়াখালী।
- ৮২. কানকিরহাট ব্রাথ্ব**  
 আঃ হাই/কামাল মিয়া (আর্মির বাসা)  
 কানকিরহাট কলেজের ১০০ গজ উত্তর পার্শ্বে  
 পো : কানকিরহাট, থানা : সেনবাগ  
 জেলা : নোয়াখালী।
- ৮৩. চাটখিল ব্রাথ্ব**  
 খিলাপাড়া বাজার, পো : খিলাপাড়া  
 উপজেলা : চাটখিল, জেলা : নোয়াখালী।
- ৮৪. বারইয়ারহাট ব্রাথ্ব**  
 গ্রাম : উত্তর সোনাপাহাড়, পো : বারইয়ারহাট  
 বাজার, মিরসরাই, জেলা : চট্টগ্রাম।
- ৮৫. ছাগলনাইয়া ব্রাথ্ব**  
 কলেজ রোড, কাসেম ম্যানসন এর বাড়ি  
 পো : ছাগলনাইয়া, জেলা : ফেনী।
- ৮৬. কালিদহ (লেমুয়া) ব্রাথ্ব**  
 গ্রাম : লেমুয়া (শিপন মিয়ার বাগান বাড়ি)  
 পো : ও থানা : লেমুয়া, জেলা : ফেনী।
- ৮৭. মিরসরাই ব্রাথ্ব**  
 গ্রাম : পূর্ব মিরসরাই (রফিকুজ্জামানের বাড়ি)  
 পো : মিরসরাই (স্টেডিয়াম রোড), জেলা : চট্টগ্রাম।
- ৮৮. সীতাকুণ্ড ব্রাথ্ব**  
 গ্রাম : পূর্ব আমিরাবাদ, ওয়ার্ড নং ৭  
 পোঁও ও থানা : সীতাকুণ্ড, জেলা : চট্টগ্রাম।
- ৮৯. বড় কুমিড়া ব্রাথ্ব**  
 গ্রাম : কাজিপাড়া, পো : মছজিদা  
 থানা : সীতাকুণ্ড, জেলা : চট্টগ্রাম।
- ৯০. কর্ণেলহাট ব্রাথ্ব**  
 হাজী মো. আয়বের বাড়ি, বাড়ি নং- বি-৫ (নীচ  
 তলা) সিডিএ, আ/এ, পাহাড়তলী, চট্টগ্রাম।
- ৯১. অন্ত ব্রাথ্ব**  
 গ্রাম : দিলালপুর পাথরতলা (মোঃ ফিরোজ  
 চৌধুরীর বাড়ি), ইউনিভার্সিট ফুডের সামনে  
 পোঁও : ও উপজেলা : পাবনা সদর, জেলা : পাবনা।
- ৯২. সাঁথিয়া ব্রাথ্ব**  
 গ্রাম : সাঁথিয়া বাজার (আশা অফিসের সামনে)  
 মোঃ আদুল মতিন ফকিরের বাড়ি  
 পোঁও ও উপজেলা : সাঁথিয়া, জেলা : পাবনা।
- ৯৩. সিএভিবি বাজার ব্রাথ্ব**  
 গ্রাম : বেড়া স্যানোল পাড়া (বেড়া কলেজ রোড)  
 পোঁও : ও উপজেলা : বেড়া, জেলা : পাবনা।
- ৯৪. কাশিনাথপুর ব্রাথ্ব**  
 শিবপুর, নগরবাড়ী রোড, (এল.কে.মডেল টাউন  
 এর পাশে), কাশিনাথপুর, আমিনপুর, সাঁথিয়া  
 জেলা : পাবনা।
- ৯৫. বালুচর ব্রাথ্ব**  
 পো : চাটমোহর (কাজীপাড়া), মকুল কমিশনারের  
 বাড়ির পার্শ্বে, থানা- চাটমোহর, জেলা : পাবনা।
- ৯৬. দেবোন্তর ব্রাথ্ব**  
 গ্রাম : রাধাকান্তপুর, পো : দেবোন্তর  
 থানা : আটঘাটিয়া, জেলা : পাবনা।
- ৯৭. কাটাখালী ব্রাথ্ব**  
 গ্রাম : সাদকটাপিধী (সিটি কর্পোরেশন গেট)  
 পো : শ্যামপুর, থানা : সাঁথিয়া  
 উপজেলা : পৰা, জেলা : রাজশাহী।
- ৯৮. পুঁটিয়া ব্রাথ্ব**  
 গ্রাম : কৃষ্ণপুর, পো : পুঁটিয়া  
 থানা : পুঁটিয়া, জেলা : রাজশাহী।
- ৯৯. হরিষপুর ব্রাথ্ব**  
 গ্রাম : বলারীপাড়া, বাড়ি নং- ১৩৩/৮  
 রোড নং ১, পো : নাটোর  
 থানা : নাটোর সদর, জেলা : নাটোর।
- ১০০. রাজাপুর ব্রাথ্ব**  
 গ্রাম : পূর্ববালস, পো : রাজাপুর হাট  
 থানা : বড়ই গ্রাম, জেলা : নাটোর।
- ১০১. সুজানগর ব্রাথ্ব**  
 গ্রাম : ভবানীপুর, পো : সুজানগর  
 উপজেলা : সুজানগর, জেলা : পাবনা।
- ১০২. আওতাপাড়া/ইশ্বরদী ব্রাথ্ব**  
 গ্রাম : আওতাপাড়া, পো : বাঁশেরবাদা  
 থানা : ইশ্বরদী, জেলা : পাবনা।
- ১০৩. পৰা ব্রাথ্ব**  
 গ্রাম : বারহপাড়া, পো : পৰা  
 উপজেলা : শাহমখদুম, জেলা : রাজশাহী।
- ১০৪. তাহেরপুর ব্রাথ্ব**  
 চৌকিপাড়া, ওয়ার্ড নং ০২, পৌরসভা :  
 তাহেরপুর, থানা : বাগমারা, জেলা : রাজশাহী।
- ১০৫. নলডাঙ্গা ব্রাথ্ব**  
 গ্রাম : শুরিরবাগ, পো : নলডাঙ্গা  
 উপজেলা : নলডাঙ্গা, জেলা : নাটোর।
- ১০৬. বাগাতীপাড়া ব্রাথ্ব**  
 গ্রাম : পেড়াবাড়ীয়া, পো : লক্ষ্মনহাট  
 থানা : বাগাতীপাড়া, জেলা : নাটোর।
- ১০৭. ভাংগুরা ব্রাথ্ব**  
 গ্রাম : মাস্টারপাড়া, পো : ভাংগুরা  
 উপজেলা : ভাংগুরা, জেলা : পাবনা।
- ১০৮. বনপাড়া ব্রাথ্ব**  
 গ্রাম : সর্দারপাড়া, পো : বনপাড়া  
 উপজেলা : বড়ইগ্রাম, জেলা : নাটোর।
- ১০৯. গুরুদাসপুর ব্রাথ্ব**  
 গ্রাম : উত্তর নাড়িবাড়ি, পো : গুরুদাসপুর  
 উপজেলা : গুরুদাসপুর, জেলা : নাটোর।
- ১১০. সিংড়া ব্রাথ্ব**  
 গ্রাম/মহল্লা : বালুয়া বাসুয়া, পো : সিংড়া  
 উপজেলা : সিংড়া, জেলা : নাটোর।







সেন্টার ফর ডেভেলপমেন্ট ইনোভেশন এন্ড প্র্যাকটিসেস (সিদীপ)

বাড়ি ১৭, রোড ১৩, পিসিকালচার হাউজিং সোসাইটি  
শেখেরটেক, আদাবর, ঢাকা। ফোন: ৯১৮১৮৯১, ৯১৮১৮৯৩  
[info@cdipbd.org](mailto:info@cdipbd.org), [www.cdipbd.org](http://www.cdipbd.org)